উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,৫৬৭.৪৮ (+৬৩৮.১২)

নিফটি : ২৬,১৭২.৪০ (+২০৬.০০)

লক্ষ্মীলাভ বিজেপির

নির্বাচনি বন্ড বাতিল হলেও গত এক বছরে লক্ষ্মীলাভে এগিয়ে বিজেপিই। কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে বিজেপির মোট সম্পদের পরিমাণ ৬,০৮৮.৩৩ কোটি টাকা। » ৭

হুমায়ুনের নতুন দল

নিজের দল ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। নাম জনতা উন্নয়ন পার্টি। আত্মপ্রকাশের দিনই ১০ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৬°	১২°	২৬°	১২°	২৪°	১১°

বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে দেশ : হাসিনা » ৭

শিলিগুড়ি ৭ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 23 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 214

জামিন খারিজ বিডিও প্রশান্ত বর্মনের

সময় ৭২ ঘণ্টা

প্রশান্তই খুনের ইঞ্জিনিয়ার, স্পষ্ট মন্তব্য বিচারপতির

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : রক্ষাকবচ আর রইল না রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। নিম্ন আদালতে তাঁর জামিনের নির্দেশ খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। বিডিও-কে চরম বিড়ম্বনায় ফেলে তাঁকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ পুলিশের ভূমিকাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বারাসত আদালতে প্রশান্তকে পুলিশ কার্যত জামিন পাইয়ে দিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে বলে যে অভিযোগ ছিল, তাতে সিলমোহর দিলেন বিচারপতি।

ওই মামলার শুনানিতে সোমবার তিনি বরং স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের অভিযোগে বিডিও-কে সরাসরি দায়ী করেছেন। বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'পেশ করা তথ্যপ্রমাণ, কেস ডায়েরি অনুযায়ী আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করছে, এই ঘটনার ইঞ্জিনিয়ার বিডিও-ই। তিনি পরিকল্পনা কষেছিলেন। যার বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর সহযোগীরা।'

আগাম জামিন মঞ্জুর করায় নিম্ন আদালতের কড়া সমালোচনা করেছে হাইকোর্ট। রাজ্যের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিধাননগর ও বারাসত আদালত যথার্থ ভূমিকা পালন করেনি। খুনের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকায় যে তথ্যপ্রমাণ ও সম্পর্কিত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল, তা দেখা হয়নি। বিচারপতির মন্তব্য, 'আগাম জামিনের

ক্ষেত্রে ঘটনাটি জঘন্যতম অপরাধ কি না, অভিযুক্তের কোনও অপরাধের ইতিহাস আছে কি না, তা বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।'

বিডিও প্রশাসনিক অফিসার বলে তাঁর ছাড় পাওয়ার কোনও অধিকার নেই বলেও যুক্তি দেন বিচারপতি। তাঁর ভাষায়, 'শুধুমাত্র একজন ডব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়ার সুবাদে অভিযুক্ত আগাম

এরপর দশের পাতায়

বিচারপতির বাণ

বিডিও প্রশান্ত বর্মন আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন এবং তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।

অভিযুক্তের চালকের ফোনে গাড়ির মধ্যে ধস্তাধস্তি, খুন ও যাত্রাগাছি খালে দেহ ফেলার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। সমস্ত রাস্তা ও এয়ারপোর্টের সিসিটিভির ফুটেজও রয়েছে। তাই আদালত মনে করছে, এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বিডিও-ই।

আগাম জামিনের ক্ষেত্রে ঘটনাটি জঘন্যতম অপরাধ কি না, অভিযুক্তের কোনও অপরাধের ইতিহাস আছে কি না, তা বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

শুধুমাত্র একজন ডব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়ার সুবাদে অভিযুক্ত আগাম জামিনের সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। তাঁর সহযোগীরা জেলে আর তাঁর আগাম জামিন বহাল রাখা অনৈতিক হবে। বিষয়টি হাস্যকর হবে।

প্রশান্তর দম্ভের রাজত্ব ভাঙল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে 'শূন্য পাওয়া বিডিও' লিখলেই জ্বলজ্বল করে ওঠে প্রশান্ত বর্মনের নাম। উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক অলিন্দে নামটি গত কয়েক বছরে কেবল একজন বিডিও'র পরিচয় ছাপিয়ে এক মূর্তিমান ত্রাসের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। বারেবারে ক্ষমতার দম্ভ এবং দুর্নীতির অশুভ আঁতাতের অভিযোগের কেন্দ্রে ছিলেন তিনি। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে পাশ করার যে অভিযোগ দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা, কালচিনির বিডিও থাকাকালীন তা ডালপালা মেলে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। পরীক্ষায় জালিয়াতি থেকে শুরু করে খুনের মামলা, সর্বত্রই তাঁর দাপুটে বিচরণ আইনের শাসনকে উপহাস করেছে। ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে প্রশান্ত ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিলেন। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, ক্ষমতাশালী প্রশান্তকে ছুঁতে পারবে না কেউই। সোমবার হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁর জামিন খারিজ হওয়া সেই ধারণায় বদল আনবে।

সচরাচর দেখা যায় আমলারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা মেনে চলেন, কিন্তু প্রশান্তর ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মিথ তৈরি করে, ফোনে লাউডস্পিকার অন করে কথোপকথন শোনানোর মতো ধৃষ্টতা দেখিয়ে তিনি শাসকদলের তাবড় নেতাদেরও কুক্ষিগত করে ফেলেছিলেন। তাঁর এক ইশারায় যখন আলিপুরদুয়ারের পাশাং লামার মতো প্রভাবশালী

নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে প্রশান্ত কেবল একজন সরকারি আধিকারিক নন, বরং তিনি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে এক সমান্তরাল শক্তি। তাই শাসকদলের নেতারাও প্রশান্তকে সমঝে চলতেন। অনেক কথা জানলেও কখনই

এরপর দশের পাতায়

হিংসা থামছেই না ওপার বাংলায়। এবার দুষ্কৃতীদের নিশানায় জুলাই অভ্যুত্থানের শরিক ছাত্রদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা মোতালেব শিকদার। বিদ্বেষের রেশ এসে পড়েছে শিলিগুড়িতেও।

হিন্দু সংগঠনের চাপে বন্ধ ভিসা অফিস

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দু তরুণকে খুনের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা অফিস বন্ধ করে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সোমবার দুপুরে শহরের সেবক রোডে মিছিল, বিক্ষোভ, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল দাহ করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে শিলিগুড়ির বিধান রোড, সেবক রোড প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসলের বক্তব্য, 'বাংলাদেশে আমাদের হিন্দু ভাইকে খুন করা হয়েছে। বাংলাদেশিরা আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তাই ভারতে আমরা বাংলাদেশি ভিসা সেন্টার থাকতে দেব না। আজ সেবক রোডের ভিসা সেন্টার বন্ধ করা হয়েছে।'

বাংলাদেশের সঙ্গে অস্থির পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের প্রতি বিদ্বেষও বাড়ছে। সোমবার জংশন এলাকাজুড়ে 'বয়কট বাংলাদেশ'-এর পোস্টার পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকারই কিছু তরুণ ওই পোস্টারগুলো জংশন এলাকায় থাকা বাস, গাড়ির টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে হোটেলের দেওয়ালে লাগিয়েছে। এই পোস্টার ঘিরেই কার্যত একজোট বিভিন্ন বাস কাউন্টারের এজেন্টরা। তাঁদের পরিষ্কার বক্তব্য, 'ভারতে বাংলাদেশ নাগরিকরা নানা সুবিধা নিচ্ছেন। এরপরেও ভারত সম্পর্কে কুকথা বলছেন। এসব আর কোনওমতেই মেনে নেওয়া হবে না।' এমনকি বিভিন্ন কাউন্টারের এজেন্টরা বাংলাদেশিদের কাউন্টারে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বাংলাদেশিদের কোনও পরিষেবা

এরপর দশের পাতায়

তুমুল বিক্ষোভ

- বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের যৌথ কর্মসূচি ছিল সোমবার
- মিছিল করে বাংলাদেশের ভিসা সেন্টারের কাছে যান সংগঠনের সদস্যরা
- সকলে জোর করে প্রবেশ করতে চাইলে বাধা পুলিশের
- অফিসের ফ্র্যাঞ্চাইজি নেওয়া ব্যক্তিকে অফিস না খোলার অনুরোধ করা হয়েছে
- বাংলাদেশের পতাকা, সাইনবোর্ড সরানোর কথাও বলা হয়
- জংশন এলাকাজুড়ে বাংলাদেশবিরোধী পোস্টার

খুলনায় গুলি এনসিপি'র নেতাকে

পদ্মাপারে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর : শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ক্ষত শুকোনোর আগে ফের রক্তক্ষরণ বাংলাদেশে। এবার দুষ্কৃতীদের নিশানায় জুলাই অভ্যুত্থানের শরিক ছাত্রদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা মোতালেব শিকদার। দলের শ্রমিক সংগঠনের এই কেন্দ্রীয় নেতাকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। যিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

বাংলাদেশকে কড়া বার্তা রাশিয়ার

খুলনার এই রক্তক্ষয়ী ঘটনা কেবল একজন রাজনৈতিক নেতার প্রাণসংশয়ের চেষ্টা নয়, মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের জমানায় বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঙ্কালসার চেহারাটাকে বেআব্রু করে দিল। হত্যার চেষ্টার ঘটনাটি সোমবারের। যেভাবে মোতালেবের বাড়িতে ঢুকে গুলি করা হয়েছে, তা পরিকল্পিত পেশাদার কিলিং স্কোয়াডের কাজ বলে মনে করা হচ্ছে।

একদিকে রাজপথে হাদি হত্যায় বিক্ষোভের আগুন, অন্যদিকে হেলমেট পরা দুর্বৃত্তদের অবাধ বিচরণ এখন বাংলাদেশে চরম অরাজকতার লক্ষণ। মোতালেবকে গুলি করতে এসেছিল হেলমেট বাহিনীই। এতে স্পষ্ট প্রশাসনের রাশ কতটা আলগা। এই হামলার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর বঙ্গ দখলের চক্রান্ত, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্বে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিতে দলীয় বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) বৈঠকে ডেকেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বাস্তবে বৈঠকে তাঁর ভাষণের সিংহভাগ দখল করল কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এসআইআর আসলে বিজেপির বাংলা দখলের অস্ত্র। যে কাজে নির্বাচন কমিশনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে বিজেপি।

পরিকল্পনা করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বিজেপির অফিস থেকে যা বলে দেওয়া হচ্ছে, কমিশন তা-ই করছে। শুনেছি, নির্বাচন কমিশনের অফিসে বিজেপির একজন এজেন্ট আছেন। তিনি অনলাইনে যাঁর ইচ্ছা নাম বাতিল করে দিচ্ছেন। এরকম নির্লজ্জ নির্বাচন কমিশন আমি জীবনে দেখিনি।'

কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সোমবার বিএলএ-দের ওই সভায় কমিশনের এই

এরপর দশের পাতায়

সমতলে হুমকি, বৈঠক ডাকল জিটিএ

'পর্যটক তুলতে পারবে না পাহাড়ের গাড়ি'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : পাহাড়ের পালটা আন্দোলন এবার সমতলে। মঙ্গলবার থেকে পাহাড়ের কোনও গাড়িকে সমতলে এসে পর্যটক তুলতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি।

কমিটির বক্তব্য, সমতলের গাড়িগুলি পর্যটক নিয়ে দার্জিলিং যাবে। কোথাও কোনও অশান্তি হলে সমতল থেকে পাহাড়ের সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সিদ্ধান্ত এদিনই জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে পর্যটকের ভরা মরশুমে এমন সমস্যা মেটাতে আগামী বুধবার লালকুঠিতে ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক ডেকেছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। কমিটির আহ্বায়ক রাজেশ চৌহান বলেছেন, 'বৈঠক থেকেই সমাধানসূত্র খোঁজা হবে। আশা করছি, দ্রুত সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

এদিকে, পাহাড়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছে। সেখানকার পরিবহণ চালকদের একটি সংগঠন সংযুক্ত চালক সংঘ থেকে বেরিয়ে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চায় (বিজিপিএম) যোগ দিয়েছে। তবে এখনও দার্জিলিংয়ের পরিবহণ

চালকদের যৌথ মঞ্চ সংযুক্ত চালক সংঘের দাবি, পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে সমতলের কোনও গাড়ি যেতে পারবে না। পাহাড়ের গাড়িই পর্যটকদের নিয়ে দর্শনীয় স্থানগুলিতে যাবে। তাদের এই দাবি ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরে পাহাড় ও সমতলের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে।

সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির বক্তব্য, পাহাড়ের এই দাবি অন্যায় এবং অন্যায্য। এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এর মধ্যেই পাহাড়ে একাধিকবার সমতলের গাড়ি ভাঙচুর, চালককে হুমকি, পর্যটক নিয়ে গাড়ি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। সমস্যা মেটাতে জেলা প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, পাহাড় ও সমতলের গাড়ি সর্বত্র চলাচল করতে পারবে। কিন্তু তারপরেও নিজেদের দাবিতে অনড় সংযুক্ত চালক সংঘ। গত শুক্রবার থেকে তারা টাইগার হিল বয়কট করেছে। যার জেরে বড়দিন এবং নববর্ষের এই মরশুমে পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরা টাইগার হিলের আনন্দ নিতে পারছেন না। ফলে পর্যটন ব্যবসা ক্ষতির মুখে।

অনেক পর্যটক দার্জিলিং বুকিং বাতিল করছেন। পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার কার্সিয়াংয়ে দু'পক্ষের

এরপর দশের পাতায়

সম্প্রীতির রাধাগোবিন্দ মন্দির

ভেদাভেদের সংকীর্ণ দেওয়াল ভেঙে গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোর মন্দির তৈরির স্বপ্ন সফল করতে কাঁধে কাঁধ মেলালেন মুসলিম প্রতিবেশীরা। এগিয়ে এলেন মঞ্জুর আলম, মহম্মদ দানেশ।

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ ডিসেম্বর : 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে, আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে...'

কবিতা 'ভারততীর্থ'-এ এমন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন রবি ঠাকুর। নিজের শব্দে সম্প্রীতির গান গেঁথেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামও। মিলেমিশে থাকার আনন্দে মেতে উঠল এ বাংলারই এক ছোট্ট গ্রাম। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুভরট গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। গ্রামের প্রায় ৫০০ পরিবারের মধ্যে হিন্দু পরিবারের সংখ্যা মাত্র ১৩।

হিন্দু পরিবারগুলো গ্রামেই একটি অস্থায়ী মন্দিরে রাধাগোবিন্দের পুজো করেন। তাঁদের বহুদিনের ইচ্ছে, একটি পাকা মন্দির গড়ে রাখবেন আরাধ্যকে। স্থানীয় তিন ভাই পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, উন্নচন্দ্র চৌধুরী ও পরেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁদের বাবার স্মৃতিতে নির্মাণের জন্য তিন কাঠা জমিও দান করেছিলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থের জোগান।

মন ভালো করা

ফিতে কেটে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের শিলান্যাস।

অধিকাংশই মজুরি করে দিন গুজরান করেন। খুব বেশি অঙ্কের টাকা মন্দির তৈরির জন্য দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এই অসহায়তার কথা কানে যাওয়ার পর আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি বালুভরটের মুসলিম বাসিন্দারা।

ভেদাভেদের সংকীর্ণ দেওয়াল ভেঙে গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোর মন্দির তৈরির স্বপ্ন সফল করতে কাঁধে কাঁধ মেলালেন মুসলিম প্রতিবেশীরা। এগিয়ে এলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মঞ্জুর আলম, মহম্মদ দানেশ। পাড়ার সবাইকে নিয়ে অর্থসংগ্রহে ঝাঁপালেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রীতিমতো উৎসবের আমেজে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের শিলান্যাস হল সোমবার।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরে প্রথম অর্কিডের টিস্যু কালচার খামার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে উদ্যানপালন দপ্তরের খামারে অর্কিড চাষ।

জলপাইগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : প্রথমবারের জন্য উত্তরবঙ্গে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অর্কিড চাষ শুরু হতে চলেছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটায় অর্কিডের টিস্যু কালচার খামার তৈরি করার অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য উদ্যানপালন দপ্তর। ওই খামার থেকে বছরে ১০ লক্ষ টিস্যু কালচার করা অর্কিডের চারাগাছ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম এপ্রসঙ্গে বলেন, 'থাইল্যান্ড থেকে টিস্যু কালচারের অর্কিড চারা বেশি দামে এখানে এনে রক্ষণাবেক্ষণ ও বড় করে বিক্রি করা হয়। বিদেশ থেকে ওই অর্কিড চারা আনতে খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। ফলে স্থানীয় বাজারে বিক্রির সময়ও দাম বেশি থাকে। অনেকেই বেশি দামে অর্কিড কিনতে চান না। এই প্রকল্পের জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে। মোট প্রকল্পের খরচের ৪০ শতাংশ ভরতুকি উদ্যানপালন দপ্তর দেবে।'

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে উদ্ভিদের কোষ থেকে উন্নত এবং জীবাণুমুক্ত চারাগাছ তৈরিকে বলা হয় 'টিস্যু কালচার'। জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে উদ্যানপালনের খামারে থাইল্যান্ড থেকে আনা ট্রপিক্যাল অর্কিড চাষ করা হয়। সন্ন্যাসীকাটার খামার বা ইউনিটে ট্রপিক্যাল প্রজাতির মধ্যে ডেনড্রাভিয়া, ক্যাটেলিয়া, সিমবিডিয়াম, ভ্যান্ডিয়া প্রজাতির মতো ২৪ রকম অর্কিডের টিস্যু কালচার করে চারা উৎপাদন করা হবে। গ্রীষ্মকালীন পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে এমন ট্রপিক্যাল প্রজাতির অর্কিডের টিস্যু কালচার হবে সন্ন্যাসীকাটায়।

থাইল্যান্ড থেকে টিস্যু কালচারের অর্কিড চারা এনে সেভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে না পড়লেও, বিক্রি করে লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। অর্কিড ব্যবসায়ী প্রশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, গত এক বছরে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অর্কিডের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়েও অর্কিডের চাহিদা তুঙ্গে। আগে কেবল ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার হলেও, এখন যে কোনও অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবেও অর্কিড সমান জনপ্রিয়।

এদিকে, বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকার আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। দিনে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। রাতে তাপমাত্রার পারদ নামলেও, শীতল আবহাওয়ার অর্কিডের পক্ষে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে। তাই গরমের পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন প্রজাতির অর্কিডের টিস্যু কালচার ও চারা উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী অর্কিড সরবরাহ করা যাবে।

> জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটায় অর্কিডের টিস্যু কালচার ইউনিট প্রকল্প তৈরি হবে। এই প্রকল্পের জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে। মোট প্রকল্পের খরচের ৪০ শতাংশ ভরতুকি উদ্যানপালন দপ্তর দেবে।
>
> **খুরশিদ আলম** সহকারী অধিকর্তা, জেলা উদ্যানপালন দপ্তর

'দাগ'-কে লিটল ম্যাগাজিন সম্মান

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর : 'লিটল ম্যাগাজিন সম্মান : ২০২৫' পেতে চলেছে মনোনীতা চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দাগ' পত্রিকা। ৭ জানুয়ারি কলকাতার রবীন্দ্রসদন চত্বরে শুরু হবে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা। মুক্তমঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনোনীতার হাতে স্মারকসম্মান তুলে দেবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ইতিমধ্যেই মনোনীতা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন। লেখিকার কথায়, 'আকাদেমি আমায় উপযুক্ত মনে করেছে, আমি কৃতজ্ঞ। আমি গর্বিত আমার সন্তানসম দাগ পত্রিকার জন্য।' তবে মনোনীতা এ-ও মনে করেন, দাগ-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ এখনও বাকি।

ইসলামপুরের বাসিন্দা মনোনীতা পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। কর্মজীবন ও পরিবার সামলেও তিনি নিরবধি সাহিত্য রচনা করে চলেন। গান ও সঞ্চালনাতেও মনোনীতা সমান পারদর্শী। আর নীরবে সমাজসেবার কাজে ব্রতী থাকতে দেখা যায় তাঁকে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে 'দাগ' পত্রিকার 'ভাষা শৃঙ্গার' সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন কবি সুবোধ সরকার।

বিগত কয়েক বছর ধরেই 'দাগ' পত্রিকাকে অনেকে গবেষণার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করছেন। ওই পত্রিকাকে সিকিম মিউজিয়াম সংরক্ষণও করেছে। 'দাগ' পত্রিকায় একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নারীদের লেখালেখি স্থান পায়, তেমনই উত্তরের নদী, আদিবৃক্ষ, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পরিবেশ সহ অন্যান্য বিষয়কেও মনোনীতা গুরুত্ব দেন। মনোনীতার মস্তিষ্কপ্রসূত 'দাগ' পত্রিকার একাধিক সংখ্যা বিষয়বস্তুর নিরিখে বাংলার সাহিত্য মহলে প্রশংসিত।

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-28/2025-26
Memo No. 4243/JM Date: 08/12/2025
Tender ID: 2025_MAD_5004321_1
Tender ID: 2025_MAD_5004321_2
Tender ID: 2025_MAD_5004321_3
Tender ID: 2025_MAD_5004321_4
Tender ID: 2025_MAD_5004321_5
Tender ID: 2025_MAD_5004321_6
Tender ID: 2025_MAD_5004321_7
Tender ID: 2025_MAD_5004321_8
Tender ID: 2025_MAD_5004321_9
Tender ID: 2025_MAD_5004321_10
Tender ID: 2025_MAD_5004321_11
Tender ID: 2025_MAD_5004321_12
Tender ID: 2025_MAD_5004321_13
Tender ID: 2025_MAD_5004321_14
Tender ID: 2025_MAD_5004321_15
Tender ID: 2025_MAD_5004321_16
Tender ID: 2025_MAD_5004321_17
Tender ID: 2025_MAD_5004321_18
Tender ID: 2025_MAD_5004321_19
Tender ID: 2025_MAD_5004321_20
Tender ID: 2025_MAD_5004321_21
Tender ID: 2025_MAD_5004321_22
Tender ID: 2025_MAD_5004321_23
Tender ID: 2025_MAD_5004321_24
Tender ID: 2025_MAD_5004321_25
Tender ID: 2025_MAD_5004321_26
Tender ID: 2025_MAD_5004321_27
Tender ID: 2025_MAD_5004321_28
Tender ID: 2025_MAD_5004321_29
Tender ID: 2025_MAD_5004321_30
Tender ID: 2025_MAD_5004321_31
Tender ID: 2025_MAD_5004321_32
Tender ID: 2025_MAD_5004321_33
Tender ID: 2025_MAD_5004321_34
Tender ID: 2025_MAD_5004321_35
Tender ID: 2025_MAD_5004321_36
Tender ID: 2025_MAD_5004321_37
Tender ID: 2025_MAD_5004321_38
Tender ID: 2025_MAD_5004321_39
Tender ID: 2025_MAD_5004321_40
Tender ID: 2025_MAD_5004321_41
Tender ID: 2025_MAD_5004321_42
Tender ID: 2025_MAD_5004321_43
Tender ID: 2025_MAD_5004321_44
Tender ID: 2025_MAD_5004321_45
Tender ID: 2025_MAD_5004321_46
Tender ID: 2025_MAD_5004321_47
Tender ID: 2025_MAD_5004321_48
Tender ID: 2025_MAD_5004321_49
Tender ID: 2025_MAD_5004321_50
Tender ID: 2025_MAD_5004321_51
Tender ID: 2025_MAD_5004321_52
Tender ID: 2025_MAD_5004321_53
Tender ID: 2025_MAD_5004321_54
Tender ID: 2025_MAD_5004321_55
Tender ID: 2025_MAD_5004321_56
Tender ID: 2025_MAD_5004321_57
Tender ID: 2025_MAD_5004321_58
Tender ID: 2025_MAD_5004321_59
Tender ID: 2025_MAD_5004321_60
Tender ID: 2025_MAD_5004321_61
Tender ID: 2025_MAD_5004321_62
Tender ID: 2025_MAD_5004321_63
Tender ID: 2025_MAD_5004321_64
Tender ID: 2025_MAD_5004321_65
Tender ID: 2025_MAD_5004321_66
Tender ID: 2025_MAD_5004321_67
Tender ID: 2025_MAD_5004321_68
Tender ID: 2025_MAD_5004321_69
Tender ID: 2025_MAD_5004321_70
Tender ID: 2025_MAD_5004321_71
Tender ID: 2025_MAD_5004321_72
Tender ID: 2025_MAD_5004321_73
Tender ID: 2025_MAD_5004321_74
Tender ID: 2025_MAD_5004321_75
Last date of bidding (On line) dated:- January 5th, 2026 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

CORRIGENDUM NOTICE

1) 2025_MAD_5000059_4
2) 2025_MAD_5000134_1
3) 2025_MAD_5000134_3
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7 (Seven) days.
Bid submission closing date: 31/12/2025 at 6.55 PM.
Bid opening date: 03/01/2026 at 11.30 A.M.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/44/BDO/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission : 26-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩, তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালনা আধিকারিক), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস ভবন, পোস্ট অফিস ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) মালদা ডিভিশনের রাজমহল স্টেশনে এসি ওয়েটিং লাউঞ্জের অধীনে বিজ্ঞাপনের দরুন লটের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ এসিডব্লুএল-মালদা-০১; অকশন শুরু ৫.০১.২০২৬, বেলা ১১.৪৫.০০টায়। রাজমহল স্টেশনে এসি ওয়েটিং লাউঞ্জের জন্য ই-অকশন ঃ এসইকিউ নং.; এএ/১; লট নং./ক্যাটাগরি ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-ডবলুআরএল-৪৩-২৫-১; স্টেশনঃ রাজমহল; সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-270/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
বিজ্ঞপ্তি নোটিশ নং. এসআইজি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ১৮.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং.ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৩_ওটি, তারিখ ১৮.১২.২০২৫। কাজের নাম ঃ (i) নিম্নলিখিত কাজের সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ (ক) ভাগলপুর স্টেশনে নতুন ৮০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ আরপিএফ ব্যারাকের রিপ্লেসমেন্ট গ্রাউন্ড নির্মাণ। (খ) মালদায় ৩০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণ, (গ) সাহেবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত সাহেবগঞ্জ ইনস্টিটিউটের উন্নতি ও সংস্কারের কাজ। (ঘ) কুরমাহাট (কেইউএমটি) এবং হাঁসডিহা (এইচএসডিএ) রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে বাখেতে একটি হল্ট স্টেশন আরম্ভ, (ঙ) গোড্ডা (জিওডিএ) এবং পোড়ৈয়াহাট (পিইউএইচটি) রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ভাতোন্ধায় একটি হল্ট স্টেশন আরম্ভ। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ১,২৯,৮৫,৯০৭.৯৪; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,১৪,৯০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.১২.২০২৫ তারিখ থেকে ১২.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। MLD-268/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২০৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে বৈদ্যুতিক কাজের অংশ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/ডিবিডব্লিউএস/আপ-গ্রেডেশন/২০২৫-২৬/৮৩(৫)। তারিখ ঃ ১৮-১২-২০২৫. নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে - "অন্যান্য রোলিং স্টক (এলএইচবি/আইসিএফ) -এর রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক অংশের কাজ।" বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ৯৩,৮৪,০৫২.৩৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৮৭,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধ করার তারিখ ও সময় ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিইই, ডিবিডব্লিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

DDP/N-67/2025-26
e-Tenders for 6 (six) no. of works invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT **DDP/N-67/2025-26** is 15/01/2026 at 12.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE
Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Construction/Repair/Up-gradation of Rural Roads** details of which are mentioned below, vide eNIT No. **WBSRDA/RR/11 of 2025-26 (2025_PRD_933142_17) (2nd Call).**

Sl. No.	Name of the work	Amount put to Tender (₹)
1	Construction of Road from Giashil More via House of Dilip Rajbanshi to House of Satanu Md (Kakarsing Uttarpara) (Length : 1.820 Km).	8287646

Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in**. on & from **23.12.2025** at **10:00 Hours.** Last date for e-submission stands **14.01.2026** upto **17.00 hrs** for the aforesaid eNIT.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ বয়স 35, পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M: No.- 9474481309. (C/119836)

কর্মখালি

অফিসের জন্য মহিলা চাই, বেতন 6K-8K। ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই, বেতন 13,500/-+ থাকা ফ্রি, মাসে ছুটি, খাওয়া মেস। M : 8653609553. (C/119722)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২টা। Ph : 8250106017. (C/119724)

•

Coochbehar Subidha Nidhi Limited-এ Agent ও কর্মী নেওয়া হইবে।যোগাযোগ-7063774356/9832704247. (C/118960)

বিক্রয়

ফালাকাটা আলিপুরদুয়ার রুটের একটি maximo van রানিং কন্ডিশনে বিক্রয়, Rs. 1.70 লক্ষ, Bolero SLX-2013, M : 7431974688. (C/118778)

অ্যাফিডেভিট

আমি Alak Banik, পিতা Late Anil Krishna Banik, ঠিকানা নির্মল নগর কলোনি মাটিগাড়া, জিলা দার্জিলিং। আমার মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেটে Alak Banik-এর পরিবর্তে Alok Banik উল্লেখ আছে। তাই গত 12/12/2025 তারিখে LD. Judicial Magistrate, 1st Class 3rd Court at Siliguri-তে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Alak Banik এবং Alok Banik এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/119838)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Hasina Banu-র মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড রেজিস্ট্রেশন নং 4332-00846, ভোটার ID Card নং KDC 2789592এবং আধার কার্ড নং 9732 7750 3266 আমার নাম ভুল থাকায় গত 06-11-25, J.M. দিনহাটা কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Haider Patoyari এবং Haydar Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম - ভোরাম, পোঃ গীতালদহ, থানা ঃ দিনহাটা, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118959)

•

That my (old name) Subas Chandra Kar, S/o- Keshab Kar, resident of Vill- Radhanagar, P.O.- Gobindapur, P.S.- Kumarganj, Dist- Dakshin Dinajpur do hereby declare that I have changed my name from (old name) Subas Chandra Kar to (new/correct name) Subhash Chandra Kar in all purpose, vide affidavit no 11 sworn before the Notary Public at Balurghat Court on 22/12/2025. (new/correct name) Subhash Chandra Kar and (old name) Subas Chandra Kar both are same and one identical person. (C/119837)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং, 4479 3788 2987 আমার নাম এবং জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 22-12-2025 নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Samsur Nahar এবং Chhamchhur Nahar Khtaun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্ম তারিখ 18.11.2000-এর পরিবর্তে 17-06-2000 স্থাপন করতে চাই। পাটছড়া, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পিন : 736157, পিতা : Chhamchhul Miya. (C/118957)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/405802 আমার নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 11-12-25, J.M., 3rd Court (S) কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Shyamal Sarkar এবং Ramen Modak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উল্লেখিত ভোটার কার্ডে Ramen Modak-এর পরিবর্তে Shyamal Sarkar প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ চান্দামারি। পোঃ পুটিমারি ফুলেশ্বরী, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118958)

•

আমি মৃণাল সরকার পিতা Manindra Nath Sarkar শহীদগড়, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 17.12.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 24558) বলে আমার পিতা Manindra Nath Sarkar ও Manindra Chandra Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

গ্রাউন্ড মাউন্টেড গ্রিড কানেক্টেড সোলার পিভি সিস্টেমের রূপায়ন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৩-২০২৫/কো/১২২৪ তারিখঃ ১৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৫৩-২০২৫। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়িতেঃ রেস্কো মডেলের অধীনে পাব্লিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে (পিপিপি) ডিজাইন, নির্মাণ, পরিচালন এবং স্থানান্তরের ভিত্তিতে ("দ্যা ডিবিএফওটি") উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গে স্থিত ডিওয়াই.সীএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি স্টোর ডিপো পরিসরে ১ এমডব্লিউপি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পের গ্রাউন্ড মাউন্টেড গ্রিড কানেক্টেড সোলার পিভি সিস্টেমের রূপায়ন। টেন্ডার রাশিঃ ৫,১৫,৭২,৪২২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১০,৩৮,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে জেনারেল মাইনর ইউনিটের (জিএমইউ) ২৩ টি ক্যাটারিং এবং ভেন্ডিং ইউনিটের জন্যে ই-টেণ্ডার অধিসূচনা

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য) নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন, হাসিমারা, নিউ মাল জংশন, ধূপগুড়ি এবং কোকরাঝার স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার হেতু আহার এবং ক্যাটারিং সেবা যোগানদাতাগণ থেকে প্রতিযোগীতামূলক, সিঙ্গল স্টেজ টু প্যাকেট সিস্টেমের আধারে ই-টেণ্ডার আমন্ত্রণ করছে।

ক্রমিক সংখ্যা.	টেণ্ডার নোটিস নং.	স্থান	ইলের ধরণ	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১	২৭-সি-সিডি-টিএস-এইচএসএ-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
২	২২-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল-১	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
৩	৩২-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৪-৫	পিএফ-৪/৫	টি স্টল-১	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৪	১৭৩-সি-সিডি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-৪-৫	পিএফ-৪/৫	জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৫	২৫-সি-সিডি-টিএস-ডিকিউজি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-২	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
৬	৪৪-সি-সিডি-টিএস-ডিকিউজি-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল (ডোসা)	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৭	২৬-সি-সিডি-টিএস-এনএমজেড-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-১	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
৮	৩০-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল (মোমো)	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৯	৩১-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১০	২১-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-৩	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
১১	২২৯-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-১	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১২	২২৬-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৩	২২৭-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৪	২২৫-সি-সিডি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল-১	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৫	৪০-সি-সিডি-টিএস-এপিডিজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৬	৩৯-সি-সিডি-টিএস-এনওকিউ-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৭	সি-সিডি-টিএস-বি-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
১৮	সি-সিডি-টিএস-এফ-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৯	সি-সিডি-টিএস-জি-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী
২০	সি-সিডি-টিএস-ডি-এপিডিজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী
২১	সি-সিডি-টিএস-ই-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি স্টল (ডোসা)	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
২২	সি-সিডি-টিএস-সি-এপিডিজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
২৩	সি-সিডি-টিএস-এ-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি স্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী

টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। উনার পরে টেণ্ডারটি খোলা হবে। টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

ওয়াকিং উইথ ডাইনোসরস রাত ৮.৫৯ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ অপরাধী, সন্ধে ৭.০০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ দাদাঠাকুর
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ পাণ্ডব (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১২.৩০ হিরো, বিকেল ৩.৩০ বাংলার বধূ, সন্ধে ৭.০০ হিরোগিরি, রাত ১০.০০ সাত পাকে বাঁধা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমার ভুবন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোলজার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৯ সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ১.২০ পরদেশ, বিকেল ৫.০৫ হিম্মতওয়ালা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ সুহাগন, বিকেল ৩.১০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ রাজা হিন্দুস্তানি, রাত ১০.০০ করিশমা কালী কা
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৫ ইজ্জত, দুপুর ১.৫১ মিস্টার নটওরলাল, বিকেল ৪.৫৯ রামকলি, সন্ধে ৭.৫০ চাচা ভতিজা, রাত ১১.১০ শেষনাগ
স্টার গোল্ড : সকাল ৮.৩৫ ওয়েলকাম, দুপুর ১.১৪ হাউসফুল ফাইভ, বিকেল ৪.২৮ ফাইটার, সন্ধে ৭.৫০ মিরাই, রাত ১০.৫৮ গব্বর ইজ ব্যাক

হাউসফুল ফাইভ দুপুর ১.১৪ **স্টার গোল্ড**

গ্রেট স্পিসিজ অফ আফ্রিকা রাত ৯.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.২৮ ছলাং, দুপুর ১২.৪৭ লুটকেস, বিকেল ৩.০৩ নিউ ইয়র্ক, ৫.৩৮ সাথিয়াঁ, সন্ধে ৭.৫৯ ভুজ-দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া, রাত ৯.৫৬ ইয়মলা পগলা দিওয়ানা
জি সিনেমা বলিউড : দুপুর ১.৪৫ এতরাজ, বিকেল ৪.৪৪ ফুল বনে অঙ্গারে, সন্ধে ৭.৫৯ অবতার, রাত ১০.৪৪ দরার

সূর্য দুপুর ১.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারলে লাভবান হবেন। লটারি বা ফাটকায় বাড়তি উপার্জনের সম্ভাবনা। বৃষ : সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করে যশ, সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় অচলাবস্থা কেটে যাবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বাধায় বারবার কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশযাত্রার যোগ। কর্কট : প্রিয় বন্ধুর সাহায্যে কোনও না হওয়া কাজ আজ চালু হতে পারে। পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন। সিংহ : স্নায়ুঘটিত রোগে সমস্যা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে যাবেন না। কন্যা : যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় লাভের যোগ। হাড়ের চোট থেকে সাবধান। তুলা : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। পারিবারিক বিবাদ মিটবে। বৃশ্চিক : একাধিক রাস্তায় আয়ের রাস্তা খুললেও ব্যায়ের মাত্রা বাড়বে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : বহুদিন ধরে চলতে থাকা পারিবারিক অশান্তি মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। আপনার কারণে সংসারে বড় পরিবর্তন হতে পারে। ব্যবসায় শুভ ফল আশা করতে পারেন। কুম্ভ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দলে আরও দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে অকারণে ভুল বোঝাবুঝি। মীন : দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। যাচাই না করে কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫, ৭ পুহ, সংবৎ ৩ পৌষ সুদি, ২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৪।৫২। মঙ্গলবার, তৃতীয়া দিবা ১০।৩৯। শ্রবণানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৫৮। ব্যাঘাতযোগ অপরাহ্ণ ৪।২১। গরকরণ দিবা ১০।৩৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৪৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৫।৫৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৩৯ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।৪০ গতে ৮।৫৯ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।১৪ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ৭।৩ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।৩৯ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন, দিবা ১০।৩৯ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাগরিক পরিষেবা অমিল

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। পঞ্চায়েত এলাকার আশিঘর, ফাঁড়াবাড়ি, নরেশ মোড়, তেলিপাড়া, পাপিয়াপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় নাগরিক পরিষেবা মিলছে না বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, পথবাতির সমস্যা থাকলেও প্রশাসন কোনও নজর দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

যদিও বিষয়টি নিয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের যুক্তি, 'পঞ্চায়েত এলাকাটা অনেক বড়। অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছে। ধীরে ধীরে সমস্ত এলাকাতেই উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান এমন কথা বললেও স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ভোট এলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু ভোটের পর নেতাদের আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায় না। স্থানীয় নীরেন রায় বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় বড় চ্যালেঞ্জ। নিকাশি ব্যবস্থারও সমস্যা রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যায়।' আরেক বাসিন্দা হরিপদ বর্মন বলেন, 'শহরের এত কাছে থেকেও, পরিষেবায় একদম পিছিয়ে রয়েছি। পানীয় জল আনতে কর্পোরেশন এলাকায় যেতে হয়।' একই মত ওই এলাকার ভারতী বর্মন, সত্য অধিকারীদের।

শ্রমিক সংগঠনে বিরোধ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : ভারতীয় জনতা মুক্তি মোর্চার (বিজেএমএম) সঙ্গে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)-এর কোনও সম্পর্ক নেই। সোমবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান বিজেএমএম-এর প্রদেশ অধ্যক্ষ পশুপতি মণ্ডল। তিনি আরও বলেন, 'এই সংগঠনটিকে বিজেএমএম-এর শাখা সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সংগঠনের কিছু নেতা শ্রম আইনকে অমান্য করে, সংগঠনের নিয়মনীতি ভেঙে কাজ করছেন। শ্রমিকদের ঠকিয়ে ব্যবসা করছেন। আমরা আজ থেকে ওই সংগঠনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছি।' অন্যদিকে, বিটিডব্লিউইউ-এর দার্জিলিং জেলা সভাপতি যুগলকিশোর ঝাঁ বলেছেন, 'আমাদের সংগঠনের সঙ্গে বিজেএমএম-এর কোনও সম্পর্ক নেই। ওই সংগঠনের নেতারা মিথ্য কথা বলে আমাদের সংগঠনকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন।'

কীটনাশককে মান্যতা

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : চা শিল্পে ক্ষতিকারক পোকা দমনে বিশেষ দুটি কীটনাশককে ছাড়পত্র দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)। সোমবার দিল্লিতে এই বিষয়ে এফএসএসএআইয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন চা শিল্পপতি, ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের কর্তারা। সেখানেই চা শিল্পে কীটনাশক হিসাবে অত্যন্ত সফল ইমিদাক্লোপ্রিড এবং অ্যাসেট্রাপ্রেমিড কম্পোজিশনকে মান্যতা দেওয়া হয়। এদিন দিল্লিতে বৈঠক শেষে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এফএসএসএআই এই দুটি কীটনাশককে মান্যতা দিল। জানুয়ারি মাসেই সর্বোচ্চ ব্যবহারিক স্তর (এমআরএল) নির্ধারণ করে এর ব্যবহারের ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হবে।'

কুয়াশার চাদর সরিয়ে।। সোমবার ইসলামপুর কলেজ মোড়ে রাজু দাসের ক্যামেরায়।

'২৬-এর লক্ষ্যে এগোল পদ্মের দলীয় কর্মসূচি

ভাগবত 'মন্ত্রে' উজ্জীবিত

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের শিলিগুড়ি সফরের পরই 'চাঙ্গা' স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব! '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য রেখে জানুয়ারি মাসের শুরু থেকেই মাঠে নামতে চলেছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব।

এমনকি আগে ১৫ জানুয়ারি থেকে যে কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল, সংঘ প্রধানের সফরের পর প্রায় আটদিন আগে অর্থাৎ জানুয়ারির ৬ তারিখ থেকেই সমস্ত কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। অন্যদিকে, আগামী বিধানসভা ভোটে বঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে উত্তরের 'উর্বর' জমিতে আরও পদ্ম ফোটাতে ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই দলের হেভিওয়েট নেতারাও শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় সভা করবেন বলে খবর। যে তালিকায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মিঠুন চক্রবর্তীর মতো নাম। অর্থাৎ ভোট ঘোষণার অনেক আগেই পদ্ম শিবির যে ঘর গোছাতে চাইছে এই বিষয়টি স্পষ্ট।

বিজেপি সূত্রে খবর, '২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির কাছে। তারপর থেকেই বুথভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে পদ্ম শিবির। সূত্রের খবর, ওই নির্দেশিকায় দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সাতটি বিধানসভায় নজরদারির জন্য কেন্দ্র থেকে দলের জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। বুথে বুথে ঘুরে দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক এবং তথ্য সংগ্রহ শুরুও করে দিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়িতে নতুন জেলা কমিটি তৈরির পর থেকেই বিজেপির অন্দরে কোন্দল শুরু হয়। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে ৬ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ মিটিয়ে নিতে বলা হয়েছে। দায়িত্ব নিয়ে আসার পর শিলিগুড়িতে যে যে এলাকায় দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে, সেই এলাকাগুলিতে সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে বেশি পরিদর্শন করেছেন প্রদীপ। প্রত্যেক এলাকায় বুথে বুথে বৈঠক করে নির্বাচনের আগে কর্মীদের আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি রাজু সাহার বক্তব্য, '৬ জানুয়ারি থেকেই আমাদের কর্মসূচি শুরু হয়ে যাচ্ছে। সেইমতো আমাদের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।'

শিলিগুড়ি সফরে এসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত শিলিগুড়ির যুব সংগঠন এবং বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে যুবসমাজকে কাজ করার বার্তা দেন তিনি। এরই মধ্যে সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সক্রিয়তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভোটে নজর

- '২৬-এর ভোটকে লক্ষ্য রেখে দলীয় কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি
- আরএসএস প্রধান ভাগবতের সফরের পর সেই কর্মসূচির সময় এগিয়ে আনা হয়েছে
- ১৫ জানুয়ারি থেকে দলের কর্মসূচি শুরুর কথা থাকলেও, ৬ জানুয়ারি থেকেই মাঠে নামছে পদ্ম শিবির
- এমনকি ভোটকে লক্ষ্য রেখে ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে সভা করবেন দলের হেভিওয়েট নেতারা

গোরু পাচারে ধৃত তৃণমূল নেতা

তুফানগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর : আন্তঃরাজ্য গোরু পাচারচক্রে পুলিশের জালে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ধরা পড়লেন। বক্সিরহাট থানার পুলিশ রবিবার রাতে নাগুরুরহাট এলাকা থেকে সিরাজুল হক নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত সিরাজুল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। অভিযোগ, তিনি অসম-বাংলা সীমানায় গোরু পাচারের সিন্ডিকেট সামলাতেন। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে বাংলা হয়ে তাঁর হাত ধরেই গোরু বাংলাদেশে ঢুকছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আন্তঃরাজ্য গোরু পাচারের বিষয়ে একাধিক তথ্য তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে উঠে এসেছে। পাচারকারীদের অসমের সীমানা টপকাতে সাহায্য করাই মূলত তাঁর কাজ। কী করে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে তা ওই ব্যক্তি দেখিয়ে দিতেন বলে অভিযোগ।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'গোরু পাচারকারীদের জেরা করে সিরাজুল হকের নাম উঠে এসেছে। পান্ডাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকিদেরও খোঁজ চলছে।' ধৃতকে সোমবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এদিকে, ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধীরা সরব হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেন, 'গোরু পাচারের মতো গুরুতর অপরাধে তৃণমূলের নেতার নাম উঠে আসা মোটেও কাকতালীয় নয়। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকেই এই চক্র বছরের পর বছর সক্রিয় ছিল। এই গোরু পাচার সিন্ডিকেটের পিছনে আর কারা আছে, তা কেন্দ্রীয় তদন্তে পরিষ্কার হওয়া দরকার।' ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক ইউসুফ আলি বললেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত বাংলায় অপরাধ আর রাজনীতি এক হয়ে গিয়েছে। কখনও কয়লা, কখনও বালি, আবার কখনও গোরু পাচার—সবেতেই শাসকদলের নেতাদের নাম উঠে আসছে।' যদিও তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, 'এই অভিযোগের কোনও ভিত্তিই নেই। কে কোন সময় তৃণমূল করত জানা নেই। তাছাড়া যে ধরা পড়েছে সে তৃণমূলের কেউ নয়। বিরোধীরা মিথ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

অসম-বাংলা সীমানা সংলগ্ন বক্সিরহাটের জোড়াই মোড়কে গোরু পাচারের ক্ষেত্রে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রানজিট পয়েন্ট ধরা হয়। কনটেনার ও পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে এই এলাকা দিয়ে গোরু পাচার করা হয়। আবার অনেক সময় হাঁটাপথেও অসম সীমানা ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করা হয়। গোরু পাচারকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার কারবার চলছে বলে অভিযোগ। এই পাচার রুখতে পুলিশ-প্রশাসনও চেষ্টা চালাচ্ছে। অসম ঢোকার আগে জাতীয় সড়কের ওপর কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট থানার নাকা চেকিং পয়েন্টে ওয়াচটাওয়ার বসিয়ে কড়া নজরদারিও রয়েছে।

তথ্য বলছে, বিগত ছয় মাসে জোড়াই মোড় পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ কনটেনার থেকে ২০০-রও বেশি গোরু উদ্ধার করেছে। একাধিক পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তর দিনাজপুর ও অসমের বাসিন্দাও রয়েছে।

ধৃত তৃণমূল নেতা।

তোপ বিরোধীদের

- শুক্রবার জোড়াই মোড় নাকা চেকিং পয়েন্টে কনটেনারে তল্লাশি চালিয়ে ২০টি গোরু উদ্ধার
- ধৃত তিনজনকে হেপাজতে নিয়ে সিরাজুল হকের নাম উঠে আসে, পরে ওই তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার
- ওই ব্যক্তি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
- এই ঘটনায় বিরোধীরা শাসক শিবিরের ভূমিকায় সরব হয়েছে

গণিত সম্মেলন

বাগডোগরা, ২২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের উদ্যোগে ফ্রন্টিয়ার ইন ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্স থিওরি অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ইনোভেশন (এফএমএসটিএআই) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন হল সোমবার। চলবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের গণিতবিদ, বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা অংশগ্রহণ করছেন।

তিনদিনের এই সম্মেলনে বিশুদ্ধ ও প্রয়োগমূলক গণিত, গাণিতিক মডেলিং, ডেটা সায়েন্স, কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যদের মধ্যে আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক পিভিএসএন মূর্তি উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : শিল্প প্রতিষ্ঠানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার প্রসঙ্গে সোমবার শিলিগুড়িতে একটি কর্মশালার আয়োজন করে নর্থ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, 'কলকারখানায় প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করলে খরচ অনেক কমবে। উৎপাদন খরচ কমলে জিনিসপত্রের দামও কমবে।' কর্মশালায় স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের আধিকারিকরা বক্তব্য রাখেন।

কোথাও উদ্বোধন, কোথাও শিলান্যাসেই শেষ

নীল-সাদা ভবনের পাশে নেশার ঠেক

উদ্বোধনের পরও তালাবন্ধ দুটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। -সংবাদচিত্র

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে চাকিয়াভিটা ও বলরাম সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধনের দু'সপ্তাহ হয়ে গেলেও এখনও চালু হয়নি একটিও। ৮ ডিসেম্বর কোচবিহারের প্রশাসনিক সভা থেকে ওই দুই নীল-সাদা ভবনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এখনও কেন্দ্রের পরিষেবা শুরু করতে পারছে না প্রশাসন। ভবনে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। এ নিয়ে কটাক্ষের সুযোগ ছাড়েনি বিরোধী পক্ষ।

চাকিয়াভিটা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চকচকে নীল-সাদা ভবনে নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী। ফলে এখন কেন্দ্রের আশপাশ কিছু অসাধু ব্যক্তির দখলে। স্বাস্থ্য পরিষেবার জায়গায় বসছে জুয়ার আসর, নেশার ঠেক। ভবনটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। চারপাশ পরিণত হয়েছে আবর্জনার স্তূপে। স্থানীয় বাসিন্দা পায়েল বর্মন বলেন, 'কেন্দ্রটি উদ্বোধনের দিন কিছু লোক এসেছিলেন। তারপর থেকেই তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সামনেটা জঙ্গলে ভরে ছিল আমরা কয়েকজন মিলে পরিষ্কার করি। কবে এটি চালু হয়, আমরা এখন সেই দিকেই তাকিয়ে।'

অন্যদিকে, রাজগঞ্জ ব্লকে বলরামহাটের পাশে তৈরি করা হয়েছে বলরাম সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। এখনও চালু না হওয়ায় হতাশায় স্থানীয়রা। স্থানীয়দের ক্ষোভ, কেন্দ্রটি চালু হওয়ার আগেই জানলার কাচ ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। কেন্দ্রের সামনে বসছে পিকনিক, নেশার আসর। কারও কোনও নজর নেই এদিকে।

অন্ধকারে ডুবে রয়েছে দুই এলাকার চিকিৎসা পরিষেবা। ভবনে এখনও কোনও জিনিসপত্রই ঢোকানো হয়নি। কবে শুরু হবে তাও জানে না কেউ। এই বিষয়ে রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মিটার বসলে আমরা কেন্দ্র চালু করতে পারব।'

ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'সরকারের কাছে টাকা নেই কেন্দ্র চালাবে কীভাবে। শুধু ঘরই বানাবে আর পরে তা নেশার আঁতুড়ে পরিণত হবে।'

বিন্নাগুড়ির পঞ্চায়েত প্রধান শামিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'কেন্দ্রের ভিতরে কিছু কাজ বাকি রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ হলেই কেন্দ্রটি চালু হয়ে যাবে। বিরোধীদের কাজ কটাক্ষ করাই। নিজেরা কোনও কাজ করে না, উলটে আমাদের কাজ দেখে তারা জ্বলে।'

বিশবাঁও জলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঠাকুরনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস করার পর সাত মাস পার হয়ে গিয়েছে। এখনও কাজ শুরু করতে পারল না পূর্ত দপ্তর। জানা গিয়েছে, আর্থিক জটিলতার কারণে থমকে রয়েছে কাজ। গত ২০ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলবাড়ির ভিডিওকন গ্রাউন্ডে সরকারি সভামঞ্চ থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস করেন। এরপর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার চালান। তবে এখনও কাজ শুরু না হওয়ায় তাঁদের মুখে কুলুপ। এদিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ কবে শুরু হবে, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

এই সুযোগে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীকে 'শিলাশ্রী মুখ্যমন্ত্রী' বলে কটাক্ষ করেছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরির উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। প্রায় চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু শিলান্যাসের সাত মাস পার হয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। মাঠে টাঙানো রয়েছে একটি বোর্ড। তবে কাজ শুরুর উদ্যোগই নেই। স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ রায় বলেন, 'বাড়ির পাশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কথা শুনে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু কাজ শুরুর উদ্যম নেই কর্তৃপক্ষের।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব সরকার বলেন, 'কাজটি তাড়াতাড়ি শুরু হলে এলাকাবাসীর সুবিধা হবে।' এলাকার ব্যবসায়ী প্রীতম বিশ্বাসের অভিযোগ, 'মাঠে আবর্জনা ভরে আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হওয়ার বদলে জুয়ার আসর বসছে। কেন্দ্র কবে হবে, কে জানে!'

এদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্যা মনীষা রায়ের বক্তব্য, 'চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে কাজ করা যাবে না। পূর্ত দপ্তর থেকে কর্মীরা এসে মাপজোখ করে গিয়েছিলেন। তাঁরা জানান, অন্তত ১২ কোটি টাকা প্রয়োজন। টাকা অনুমোদন হলেই কাজ শুরু হবে।' বিধায়ক শিখা বলেন, 'ভাঁওতা দেওয়া স্বভাব হয়ে গিয়েছে। সঠিক জরিপ না করে কীভাবে শিলান্যাস হয়? সরকারের কাছে টাকা নেই। কীভাবে কাজ করবে? বাস্তবে ঠাকুরনগরে কোনও কাজ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী শুধু শিলান্যাস করে বেড়াবেন।'

লাইনচ্যুত ইঞ্জিন

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : ঘুম থেকে দার্জিলিং ফেরার পথে লাইনচ্যুত হল টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিন। সোমবার বিকেলে দার্জিলিং থেকে দু'কিলোমিটার দূরে নিমকিদ্বারার কাছে ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়। যদিও কেউ আহত হয়নি। খবর পেয়ে দার্জিলিং থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় ইঞ্জিনটিকে ট্র্যাকে তুলে দার্জিলিং পাঠানো হয়।

মেলার উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : কাওয়াখালির বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটে সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্পমেলা শুরু হল। চলবে আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা মেলার উদ্বোধন করেন। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ অন্য আধিকারিকরা।

চম্পাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চ। (ডানদিকে) চার্চের ব্রিটিশ আমলের ঘণ্টা।

ইতিহাসের আলোয় উজ্জ্বল সেক্রেড হার্ট

নাগরাকাটা, ২২ ডিসেম্বর : শুধু বড়দিনের আলোতে নয়, চম্পাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চ ইতিহাসের আলোতেও সমান উজ্জ্বল। ২০২৩ সালে ১০০ বছরে পা রাখা ওই চার্চের প্রতিটি ইট-পাথরে গরিমার ছোঁয়া। গোড়া থেকে এই চার্চের উদ্যোগ ও সহযোগিতা এবং বর্তমানে সরকারি আনুকূল্যে চলা ছেলে ও মেয়েদের দুটি হাইস্কুল গোটা ডুয়ার্সে যে নীরব শিক্ষা বিপ্লবের কারিগর একবাক্যে মেনে নেন শিক্ষা মহলের প্রত্যেকেই।

চার্চের ফাদার সমীর তিরকি বলেন, 'প্রভু যিশু সবার। তাঁর দেখানো পথে মানবতা ও অহিংসার জয়গান সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।' চার্চের সম্পাদক তথা নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের মুখেও একই কথা।

জোশেফ অ্যান্থনি লাজোরনি নামে ইতালির সেড্রিয়ানো শহরের এক মিশনারির মাধ্যমে এই চার্চের পথ চলা শুরু। ১৯৩৩ সালে তিনি চম্পাগুড়িতেই মারা যান। ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ান চা শিল্পপতিরা তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভও তৈরি করেন চার্চে।

ডুয়ার্সে বড়দিন মানে নিছকই হরেক কিসিমের কেক কেটে উদযাপন নয়। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে বড়দিন হল ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণ। সেক্রেড হার্ট সেকথাই প্রমাণ করে চলেছে নীরবে। এই এলাকার সিংহভাগ খ্রিস্টধর্মাবলম্বীই চা শ্রমিক। তাঁদের কাছে বড়দিন মানে 'জনম পরব'। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, যিশুর আগমনের পার্বণ। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ওই শ্রমিকদের কাছে ১ জানুয়ারি থেকে নয়, জনম পরবের সন্ধিক্ষণে চার্চে বেজে ওঠা ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে নতুন বছর শুরু হয়ে যায়।

বড়দিনে চার্চে কী করেন আদিবাসী শ্রমিকরা? বাগানগুলির চার্চে কিন্তু ২৪ ডিসেম্বরের রাতের মূল প্রার্থনা হয় না। পরিবর্তে তাঁরা চলে আসেন তাঁদের এই মূল চার্চে। যা 'পেরিশ' নামে পরিচিত। নয়া সাইলি, জিতি কিংবা হোপের মতো নাগরাকাটার ১৪টি চা বাগানের শ্রমিকরা এখানে আসেন।

একটা সময় শ্রমিকদের 'জনম পরব' পালন তো দূরের কথা, প্রতি রবিবারের সাপ্তাহিক প্রার্থনাতে শামিল হওয়াটাও ছিল কষ্টকর। রবিবারের প্রার্থনায় শামিল হতে আগের সারাদিন হেঁটে ডুয়ার্সের একমাত্র চম্পাগুড়ির এই চার্চে যেতেন শ্রমিকরা। ইংরেজ আমলে স্থাপিত মিটার গেজ রেললাইন ধরে শ্বাপদশঙ্কুল পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলত।

বড়দিনে চার্চগুলিতে মাটির মূর্তি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় যিশুর জন্মকাহিনী। 'ক্রিব' নামের এই মডেল শ্রমিকদের কথ্যভাষা সাদরিতে 'চারনি'। নতুন বছর না আসা পর্যন্ত তা চার্চের বাইরে অক্ষত অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়। এও যেন বড়দিনের সঙ্গে চা শ্রমিকদের নতুন বছরের সংযোগ স্থাপনেরই একটি প্রয়াস।

বড়দিনের মাসদুয়েক পর থেকে শুরু হয়ে যাবে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের আরেকটি বড় উৎসব 'গুড ফ্রাইডে'র প্রস্তুতি। সেসময় টানা ৪০ দিন অন্তত একবেলা করে উপবাস পালন করেন চা শ্রমিকরাও। ওই রীতি 'রাখবুধ' নামে পরিচিত। গুড ফ্রাইডে পর্যন্ত যিশুর মহিমা বা পুনর্জন্মের গান বন্ধ রাখে চা বাগান। ফের তাঁর বেঁচে ওঠার উৎসব 'ইস্টার সানডে' থেকে শুরু হয় পরের বড়দিনের অপেক্ষা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনীল নস্কর - কে 22.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 67K 96425 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, সুখী আর আশাবাদী, কারণ আমি জানি আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। আমার মতো সাধারণ মানুষদের অসাধারণ ফলাফল অর্জনের সুযোগ তৈরি করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে জন্মদিনে কেক কাটছেন শীতলকুচি থানার ওসি।

থানায় ওসি'র জন্মদিন ঘাসফুল নেতাদের

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২২ ডিসেম্বর : থানায় ওসি'র অফিসঘরে হল কেক কাটা ও খাওয়াদাওয়া। ওসি'র জন্মদিন পালন করলেন তৃণমূল নেতারা। কোচবিহারের শীতলকুচি থানায় জন্মদিনে তৃণমূল নেতারা ওসি-কে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন, এমন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই জেলাজুড়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওটি সত্যতা যাচাই করেনি)। বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি মুরারীকৃষ্ণ রায় বলেছেন, 'থানার ওসি-কে কেক, মিষ্টি খাইয়ে দিচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। তা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শীতলকুচি থানার ওসি নিজের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন না। আদতে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি।'

শনিবার শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়োর জন্মদিন ছিল। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী সহ শীতলকুচি ব্লকের তৃণমূল নেতারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ওসি'র ছবি সহ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। রাতে একে একে তৃণমূল নেতারা থানায় ভিড় করেন। ওসি'র চেম্বারে জমকালো অনুষ্ঠান করে কেক কাটা হয়। তৃণমূল নেতারা ক্যামেরার আড়ালে থাকলেও এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত রাজু মিয়াঁ, বাবু মিয়াঁদের ভিডিও ও ছবি প্রকাশ্যে আসে। তৃণমূল নেতারা নিজেরাই এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।

ছবি ভাইরাল হতেই বিরোধীরা কটাক্ষ শুরু করেন। সিপিএমের শীতলকুচি এরিয়া কমিটির সম্পাদক আকবর আলি মিয়াঁ বলেন, 'থানা এখন আর থানা নেই। ওটা তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। ওখানে ওসি'র জন্মদিন পালনে তৃণমূল নেতারা গিয়ে কেক কাটবেন আর তৃণমূল নেতাদের জন্মদিনে ওসি কেক কাটবেন, এটাই স্বাভাবিক। এলাকার মানুষ সব দেখছেন। মুখে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না।'

বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি বলেন, 'সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বে আইনের রক্ষক হিসাবে পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুলিশ পরিণত হয়েছে তৃণমূলের দলদাসে। তাই ওসি'র চেম্বারে তৃণমূল নেতারা হইহুল্লোড় করে কেক কাটতে পারেন। তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে কতটা মাখো-মাখো সম্পর্ক তা এই ঘটনায় প্রকাশ পায়। আর সাধারণ মানুষ বা বিরোধীরা থানায় ওসি'র সঙ্গে দেখা করতে

> থানা এখন আর থানা নেই। ওটা তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। ওখানে ওসি'র জন্মদিন পালনে তৃণমূল নেতারা গিয়ে কেক কাটবেন আর তৃণমূল নেতাদের জন্মদিনে ওসি কেক কাটবেন, এটাই স্বাভাবিক।
>
> **আকবর আলি মিয়াঁ**
> *সিপিএম নেতা, শীতলকুচি*

গেলে অনুমতির প্রয়োজন হয়।'

সোমবার দুপুরে শীতলকুচি থানায় গেলে ওসি'র দেখা পাওয়া যায়নি। এমনকি বিকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ তাঁকে ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ অবশ্য মনে করেন, সব কিছুকে রাজনৈতিক ভাবনা দিয়ে বিচার করলে হয় না। প্রশাসনিক দিক ছাড়াও সামাজিকতা আছে বলেই তৃণমূল কর্মীরা ওসি'র জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন। যাঁরা এটাকে রাজনৈতিক তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁদের সামাজিক ভাবনা নেই।'

বিহারে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল

খড়িবাড়ি, ২২ ডিসেম্বর : কনটেনার ট্রাকে চালকের আসনের পিছনে গোপন চেম্বার বানিয়ে গাঁজা পাচারের ছক কষেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে পাচারকারীদের সেই চেষ্টা ভেস্তে দিল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। সোমবার সকালে খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে ওই ট্রাক থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকার মূল্যের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় আকবর আলি নামে ৩৭ বছরের এক তরুণকে। অসমের বাসিন্দা আকবরই ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন।

সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্যের নেতৃত্বে পুলিশ জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়। সেসময় হরিয়ানার নম্বর প্লেটযুক্ত একটি কনটেনার ট্রাক দ্রুতগতিতে বিহারের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সেটিকে আটকে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। কনটেনারের তালা খুলে দেখা যায়, তার ভেতরে কোনও মাল নেই। কিন্তু চালকের গতিবিধি দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপর চালকের কেবিনে তল্লাশি চালায় পুলিশ। দেখা যায়, চালকের আসনের পেছনে গোপন চেম্বার বানিয়ে সেখানে থরেথরে সাজানো রয়েছে ৭৩ প্যাকেট গাঁজা। বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজার প্যাকেটগুলির ওজন ৬৯৪ কেজি, যার মূল্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান দার্জিলিং পুলিশের (গ্রামীণ) এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চোপড়ায় ক্ষোভ অভিভাবক মহলে

স্কুলে ভর্তির ফি বেশি

মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর : চোপড়ার একাধিক স্কুলে ভর্তি ফি বেশি নেওয়ার অভিযোগ উঠল। স্কুলের শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণের নামেও ভর্তির সময়ে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকদের একাংশ।

চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের অভিভাবকদের একাংশ অভিযোগ করছেন, ভর্তির সময়ে পড়ুয়া পিছু শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগ, স্কুলে যখন পড়ুয়ার সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি, সেক্ষেত্রে শৌচালয়ের জন্য বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে উঠে আসছে পড়ুয়াদের কাছ থেকে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন অভিভাবক সোমনাথ সিংহ প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'প্রায় তিন হাজারের ওপর পড়ুয়া আছে। শুধু শৌচালয়ের জন্য এত টাকা নেওয়ার যৌক্তিকতা নেই।'

তবে বাড়তি ফি প্রসঙ্গে চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিলি সান্যাল বলেন, 'অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে ৫৩০ টাকা। নবম শ্রেণির ছাত্রীর জন্য ৬৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। তবে এটা একার সিদ্ধান্ত নয়। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে হয়েছে।' অভিযোগ, এই স্কুলে অতিরিক্ত ফি হিসেবে শৌচাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫০ টাকা, সরস্বতীপুজোর জন্য ৮০ টাকা, আই কার্ডের জন্য ৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।' ওই স্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর কথায়, 'প্রতিবারেই অতিরিক্ত ফি দিতে হয়।'

নিলাম সোরেন নামে এক অভিভাবক বলেন, 'প্রতি বছর শৌচাগার ও উন্নয়নের নামে টাকা দিতে হয়।' অভিভাবক জোসেফ হাঁসদা বলেন, 'এবছর আমার মেয়ে ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠেছে, ভর্তি ফি নেওয়া হয়েছে ৫৩০ টাকা।'

শিক্ষা দপ্তরের চোপড়া সার্কেল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসে জেলা স্কুল পরিদর্শকের (প্রাইমারি) দপ্তর থেকে ভর্তি সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা বিভিন্ন স্কুলে পাঠানো হয়েছে। সোমবার থেকে ব্লকের একাধিক স্কুলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে ভর্তি শুরু হয়েছে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি ২৪০ টাকা হলেও একাধিক স্কুলে ভর্তির ফি বাবদ ৫৩০ থেকে ৬৪০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি স্বীকারও করে নিয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট ওই স্কুলগুলি থেকে জানানো হচ্ছে, সরস্বতীপুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মীসংকটের কারণে বাইরে থেকে লোক রাখতে গিয়ে তাদের কিছু সাম্মানিক দিতে হয়। ভর্তি বাবদ বাস্তবে ২৪০ টাকা ধরা হয়। আর বাকি আনুষঙ্গিক ব্যাপারে যে টাকা নেওয়া হচ্ছে, তার জন্য পড়ুয়াদের রশিদও দেওয়া হচ্ছে।

শুধু এই স্কুলেই নয়, ভর্তির সময়ে এভাবে বাড়তি ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠছে চোপড়ার একাধিক স্কুলে। অভিযোগ, চোপড়া হাইস্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম-নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছে ৫৩০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে ৬৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এত বেশি টাকা কেন? জানতে চাওয়া হলে প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বসাক বলেন, 'আই কার্ড ও সরস্বতীপুজোর চাঁদা ধরা আছে। অস্থায়ী কর্মীদের স্কুল থেকেই টাকা দিতে হচ্ছে।'

মহম্মদ বক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার বলেন, 'পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য ৩০০ আর নবম-দশমের জন্য ৪০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।' প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। বাইরে থেকে অস্থায়ী শিক্ষকদের এখান থেকেই কিছু দিতে হয়।'

চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মণ্ডল অবশ্য বলেন, 'অভিভাবকরা এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানাননি। স্কুলগুলিতে ভর্তি শুরু হয়েছে। কোথাও অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেওয়ার অভিযোগ এলে খোঁজ নেওয়া হবে।' চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার বলছেন, 'অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও ফি নেওয়া যাবে না। জেলা স্কুল পরিদর্শকের নির্দেশিকা ১৭ ডিসেম্বর পাওয়ার পর বিভিন্ন স্কুলে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া এমনিতে নবম থেকে দশমের ফি ২৪০ টাকাই নির্দিষ্ট। অভিভাবকদের তরফে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। তবে কোথাও অতিরিক্ত ফি নেওয়ার প্রমাণ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' একই বক্তব্য চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মণ্ডলের।

> পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য ৩০০ আর নবম-দশমের জন্য ৪০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। বাইরে থেকে অস্থায়ী শিক্ষকদের এখান থেকেই কিছু দিতে হয়।
>
> **তপনকুমার সরকার,** *প্রধান শিক্ষক, মহম্মদ বক্স হাইস্কুল*

কী অভিযোগ

- চোপড়ার একাধিক স্কুলে বেশি ভর্তি ফি নেওয়া হচ্ছে
- শৌচাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পড়ুয়া পিছু ১৫০ টাকা করে নিচ্ছে স্কুল
- সরস্বতীপুজোর জন্য ৮০ টাকা, আই কার্ডের জন্য ৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে
- স্কুল পরিদর্শকদের বক্তব্য, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

লক্ষ্মীর ঘটে চাঁদা সিপিএমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : জনসমর্থন পেতে জনগণকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হদিস দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালোভাবেই সফল। আসন্ন বিধানসভা ভোটে হালে পানি পেতে সিপিএমও সেই লক্ষ্মীতেই ভরসা রাখছে। দুর্নীতি ও কাটমানির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে লক্ষ্মীর ঘট তাদের ভরসা। এই ঘট নিয়েই দলের নেতা-কর্মীরা বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি যাবেন। এই ঘটে জমা পড়া অর্থ নিয়েই তৃণমূল ও বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালানো হবে বলে দল জানিয়েছে। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নতুন কিছু করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ভোটকে পাখির চোখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই জনসংযোগে নেমে পড়েছে। শিলিগুড়িতে তৃণমূলের উদ্যোগ 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচির মাধ্যমে মেয়র গৌতম দেব ইতিমধ্যে এলাকার অনেক বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। বিজেপির 'সরাসরি

নাম-মাহাত্ম্য

- 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প রাজ্য সরকারের একটি ভীষণ জনপ্রিয় প্রোজেক্ট
- জনসংযোগে সিপিএম শিলিগুড়িতে প্লাস্টিক ঘটের ব্যবস্থা করেছে
- বঙ্গ সংস্কৃতিতে তা 'লক্ষ্মীর ঘট' হিসেবেই পরিচিত, পরে অন্যত্রও এই অভিযান চলবে
- লক্ষ্মী-ম্যাজিককে কাজে লাগানোর চেষ্টা বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা

শংকর' কর্মসূচির মাধ্যমে বিধায়ক শংকর ঘোষ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জনসংযোগ চালাচ্ছেন। লাল শিবিরও পিছিয়ে নেই। মাটি শক্ত করতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' করেছে। জনসংযোগে নতুনত্ব আনতে এবারে শিলিগুড়িতে প্লাস্টিকের ঘটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যে ধরনের ভাঁড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতিতে তা 'লক্ষ্মীর ঘট' হিসেবেই পরিচিত।

সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে ইতিমধ্যেই ১০০-রও বেশি ঘটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থসংগ্রহের জন্য সোমবার কমিটির তরফে এই ঘটগুলি কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এগুলি নিয়েই দলের নেতা-কর্মীরা নতুন বছর থেকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে আগামী এক মাস ধরে অর্থসংগ্রহ অভিযান চালাবেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার পাশাপাশি বিভিন্ন চা বাগান এলাকা, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এই অর্থসংগ্রহ অভিযান চলবে বলে দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জানিয়েছেন। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বললেন, 'সাধারণ মানুষের টাকা নিয়েই বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদ জানানো হবে।'

জনসংযোগে সিপিএম আগাগোড়াই মাটির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছে। মানুষের কাছে গিয়ে অর্থসাহায্য তোলা হয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ট্র্যাটেজিতে নানা বদলও এসেছে। একটা সময় পুরোপুরিভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখলেও সময়ের দাবি মেনে তারা তাতেও সড়োগড়ো হওয়ার চেষ্টা করেছে। অনেকটা হয়েওছে। এবারে প্লাস্টিকের ঘটকে কেন্দ্র করে তারা নতুন উদ্যমে উদ্যোগী হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ভালো বাসা।। *শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।*

হেলমেট পরতে সান্তার পরামর্শ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : মেয়ের স্কুলে বড়দিনের ছুটি। তাই মেয়ে ও বোনকে নিয়ে দুপুরের দিকে বেরিয়েছিলেন অসীমা রায়। স্কুটি করে তিনজন ইস্টার্ন বাইপাস ধরে চলার পথেই হঠাৎ করে উদয় খোদ সান্তার। হাত দেখিয়ে স্কুটি দাঁড় করানোর পরেই সান্তার প্রশ্ন, 'হেলমেট কোথায়?' লজ্জায় তখন মুখ ঢাকছেন অসীমা। অসীমার মেয়ের অবশ্য তখন নজর সান্তার দিকে। সান্তা হাতে কেক নিয়ে ওই শিশুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'মাকে বলবে, সান্তা বলেছে স্কুটিতে হেলমেট ছাড়া আর না ওঠার জন্য।'

হেলমেট ছাড়াই বাইকে করে যাচ্ছিলেন অরিন্দম দাস। রাস্তার মাঝে ওভাবে সান্তাকে দেখে প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারেননি ওই তরুণ। সান্তার প্রশ্ন, 'মাথায় হেলমেট পরছেন না কেন?' ওই তরুণ হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নেন।

ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় সাত বছরের শিশুর মৃত্যুর পর থেকেই ট্রাফিক সচেতনতায় কোমর বেঁধে নেমেছে আশিঘর ট্রাফিক গার্ড। প্রচারে অভিনবত্বও আনা হয়েছে। কিছুদিন আগে ফুল-চকোলেট নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীরা। তবে এবারে খোদ নামালেন সান্তাকে। ৩০ মিনিটেরও বেশি সময়ের এই সচেতনতা অভিযানে হেলমেট না পরে বাইক, স্কুটি চালানোর প্রবণতা বারেবারে ধরা পড়ল।

কেউ কেউ নিজেরা হেলমেট পরলেও সন্তানদের হেলমেট না পরিয়েই দু-চাকায় তুলেছেন। ছেলেকে হেলমেট না পরিয়ে ওঠানোর পেছনে একজনকে বলতে শোনা যায়, 'আসলে স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট দিচ্ছে। তাই একটু তড়িঘড়ি বের হতে হয়েছে।' বিমল রায় নামের আরেক বাইকচালকের সাফাই, 'এরকম ভুল আর হবে না।'

সান্তাকে পেয়ে অবশ্য মুখে হাসি বছর দশ-আটের অনীক, তৃপ্তিদের কাছে। সান্তার কাছ থেকে গিফট পেয়ে ওদের অনেকেই বলল, 'থ্যাংক ইউ সান্তা।'

সচেতনতা প্রচারে এদিন উপস্থিত ছিলেন এসিপি (ট্রাফিক) আহিতাগ্নি চক্রবর্তী। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা চাইছি, সচেতনতার মাধ্যমে একটা পজিটিভ ভাইভ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। যেহেতু এখন ক্রিস্টমাস ফেস্টিভাল, তাই সান্তা সাজিয়ে সচেতনতা প্রচারের চেষ্টা চালানো হল।'

> আমরা চাইছি, সচেতনতার মাধ্যমে একটা পজিটিভ ভাইভ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। যেহেতু এখন ক্রিস্টমাস ফেস্টিভাল, তাই সান্তা সাজিয়ে সচেতনতা প্রচারের চেষ্টা চালানো হল।
>
> **সামসুদ্দিন আহমেদ**
> *ডিসিপি (ট্রাফিক)*

সান্তা সেজে সচেতনতা বাড়াচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার শিলিগুড়িতে।

পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি বাছতে বৈঠকে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ দার্জিলিং জেলা কমিটি গড়তে ৪০ জনের তালিকা গিয়েছিল রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। শিলিগুড়ির এক নেতা এই কমিটির প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তা মানতে নারাজ রাজ্য নেতৃত্ব। বরং এখানকার নেতৃত্বকে আলোচনার মাধ্যমে তালিকা তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়। সেই তালিকা বানাতে সোমবার রাতে বৈঠকে বসে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটি। সেখানে দলের জেলা চেয়ারম্যান সহ কোর কমিটির নয়জনই উপস্থিত ছিলেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে চাননি। তবে কোর কমিটির সদস্য রঞ্জন সরকার শুধু বলেছেন, 'অভ্যন্তরীণ আলোচনা ছিল। দ্রুত পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি তৈরি হবে।'

ঘাসফুল শিবির সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনের খুব বেশিদিন বাকি নেই। কিন্তু শিলিগুড়িতে কোনও জেলা কমিটি না থাকায় প্রশ্ন উঠছিল। এখানে দলের কাজকর্ম, আন্দোলন কর্মসূচিতে ভাটা পড়ছিল। কোর কমিটির সদস্য ছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত নেতা ঘরে বসে গিয়েছেন। ভোটের আগে এমন পরিস্থিতি নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। শিলিগুড়ি শহর, মহকুমার দুটি এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলে রয়েছে। জেলা কমিটি না থাকায় তাঁদের অনেকেই ময়দানে নামতে নারাজ। নেতাদের কেউ কেউ আক্ষেপের সুরে বলছেন, 'কোর কমিটিই তো নির্বাচন করবে। আমাদের আর প্রয়োজন নেই।'

পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গড়তে শিলিগুড়ির এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা পছন্দমতো তালিকা বানিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দল তা অনুমোদন করেনি। রাজ্য নেতৃত্ব দার্জিলিং জেলা নেতাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নিজেরা বৈঠকে বসে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে তালিকা বানিয়ে পাঠাতে হবে। তারপরই জেলা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হবে।

বিধান ভবনে চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল কোর কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন। প্রত্যেকের মতামত নিয়ে প্রস্তাবিত কমিটির তালিকা তৈরি হয়েছে। সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, জেলা কমিটির সাধারণ সদস্য হিসাবে পুরোনো নেতা-নেত্রীদের নাম তালিকায় রাখা হয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর : সোমবার চোপড়ার সুভাষনগর এলাকায় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কনটেনার উলটে যায়। পার্সেলবোঝাই কনটেনারটি অসম থেকে গুজরাট যাচ্ছিল। গাড়ির চালক মহম্মদ সোয়েব বলেন, 'প্রচণ্ড কুয়াশা ছিল। সামনের একটি গাড়ির ব্যাকলাইট জ্বলছিল না, তাকে বাঁচাতে গিয়ে হঠাৎ ব্রেক কষলে গাড়িটি বামদিকে হেলে গিয়ে উলটে যায়।' চালকের মাথায় সামান্য চোট লাগলেও বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করেছে।

দেহ উদ্ধার

বাগডোগরা, ২২ ডিসেম্বর : সোমবার ভোরে বাগডোগরা বিহার মোড় সংলগ্ন একটি বাড়ির দোতলার ঘর থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বাগডোগরা পুলিশ রোশনি রাই (৪৪) নামে ওই মহিলার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার মোড়ের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের ধারে ফাস্ট ফুডের ব্যবসা করার জন্য একটি বাড়িতে রোশনি ও তাঁর ভাইপো পাশাপাশি দুটি দোকান ভাড়া নেন। থাকার জন্য দোতলার দুটি ঘরও ভাড়া নেন। রবিবার রাতে রোশনির সঙ্গে ভাইপোর কথা কাটাকাটি হয়। এরপরে রোশনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু ভোর পর্যন্ত ভিতর থেকে সাড়া না মেলায় বাড়ির মালিক এবং প্রতিবেশীরা পিছনের দিক থেকে দেখেন, ফ্যানের সঙ্গে রোশনির দেহ ঝুলছে।

বার্ষিক ক্রীড়া

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর : দাসপাড়া হাইস্কুল মাঠে সোমবার অনুষ্ঠিত হল চোপড়া সার্কেলের ৪১তম শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রাথমিক স্তরের শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়ুয়ারা ৩৪টি ইভেন্টে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম হয়েছে, তারা মহকুমা স্তরের খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। আগামী ২৭ ডিসেম্বর মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতা হবে চোপড়ার সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুল মাঠে।

চোপড়ায় বৈঠক

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে সোমবার তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের ব্লক কমিটির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি জাভেদ আখতার। সংগঠনের চোপড়া ব্লক সভাপতি জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'আজ জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে ব্লক কমিটিকে নিয়ে প্রথম সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।'

'প্রেম ফেরাবে' পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, শ্রীঘরে তরুণ

হাতে জ্বালা শুরু করে তরুণীর। পরিবারের লোক বিষয়টি টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে থানায় যান। সেখানে তরুণী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ দায়ের করেন প্রেমিকের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, যখন তিনি নাবালিকা ছিলেন, তখন তরুণ সহবাস করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে 'প্রেমিক'কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই আজকাল কিছু টোটকার ভিডিও চোখে পড়ে। এই যেমন- ছবিটি শেয়ার করলে ১০ মিনিটের মধ্যে ভাগ্য বদলে যাবে, লটারি জিততে এটা করুন, চাকরি পেতে ওটা হাতে পরুন ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকেই সেসবে বিশ্বাস করেন এবং ভিডিও-তে বলা পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেন। কী সত্যি আর কী মিথ্যে- সেই বিতর্ক আজ থাক। এই কাহিনী বাস্তব বিচারবুদ্ধি বিসর্জনের পর টোটকা মানতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করার। সেই সূত্র ধরে ঘটনার ঘনঘটা, থানায় অভিযোগ এবং শেষপর্যন্ত শ্রীঘরে ঠাঁই তরুণের।

সম্পর্কের বয়স দেড় বছর। প্রেমিক নাকি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, আজকাল এড়াচ্ছিলেন তাঁকে। ফোন করলে সাড়া দেন না সবসময়। রিসিভ করলেও ঠিকমতো কথা বলেন না। তাই মুষড়ে পড়েছিলেন শিলিগুড়ির এক তরুণী। মোবাইলে ইনস্টাগ্রাম খুলে রিল স্ক্রল করতে করতে একদিন তাঁর চোখে পড়ে, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দু'হাতের তালুতে ঘষলে প্রেমের সমস্যা দূর হবে। প্রেমিক আবারও কাছাকাছি আসবেন। প্রাণভরে ভালোবাসবেন।

ব্যাস! টোটকায় আস্থা রেখে সটান বাজারে চলে যান তিনি। জোগাড় করে আনেন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর গ্লিসারিন। রবিবার নিজের ঘরে বসে দুটো মিশিয়ে দুই হাতে মাখিয়ে নেন বেশ ভালো করে। এরপর শুরু হয় জ্বালাপোড়া। নানা চেষ্টাতেও যন্ত্রণা না কমায় চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন তরুণী। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। সেখানে অবশ্য টোটকার কথা স্বীকার করেননি, আশ্রয় নিয়েছেন মিথ্যের।

তবে, বেশিক্ষণ হাত দুটো লুকিয়ে রাখতে পারেননি 'প্রেমিকা'। বাড়ি ফিরতেই পরিবারের লোকজন দেখে ফেলেন। চেপে ধরতেই তিনি সব জানিয়ে দেন। মেয়েকে নিয়ে সন্ধ্যার পর তাঁর প্রেমিকের বাড়িতে যান অভিভাবকরা। সেখানে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে তাঁদের। জানা যায়, ওই

ছবি : এআই

ছেলের সঙ্গে অন্য একজনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। অথচ আহত তরুণীর পরিবারের দাবি, বহুদিন আগেই নাকি তরুণের মা কথা দিয়েছিলেন এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন তিনি।

দু'পক্ষের কথা কাটাকাটির পর জ্বালা ধরা হাত আর ভাঙা হৃদয় নিয়ে পরিবারের সঙ্গে ওই তরুণী হাজির হন প্রধাননগর থানায়। সেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাসের অভিযোগ দায়ের করেন। রবিবার রাতেই প্রেম মাহাতো নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রেমিকা অবশ্য এই পরিণতি চাননি। চেয়েছিলেন, সুখে সংসার করতে। এদিন চোখে জল নিয়ে বললেন, 'ও আমার বিশ্বাস এভাবে ভাঙবে, কোনওদিন ভাবিনি।'

যখন প্রেম শুরু হয়েছিল, তখন মেয়েটি কিশোরী ছিলেন। অভিযোগ, সম্পর্ক শুরুর কয়েক মাস পরেই প্রেম তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। মাস ছয়েক আগে নাকি দুজন বাড়ি থেকে পালিয়েও গিয়েছিলেন। পরে মেয়েটির বাড়ির লোকজন তরুণের বাড়ি থেকে তরুণীকে উদ্ধার করেন।

তাঁর মায়ের দাবি, 'আমার মেয়ে ওই ছেলের সঙ্গে পালানোর পর সবকিছু জানতে পারি। ওই ছেলের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করেছিলাম। তখনই ভেবেছিলাম, থানায় যাব। যদিও ছেলের মা তখন আশ্বাস দেন, মেয়ের আঠারো বছর পার হলেই নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তাছাড়া আমাদের ভয়ও দেখান যে, মেয়ে নাবালিকা হওয়ায় ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করলে হোমে নিয়ে যাবে। কে চায় বলুন, নিজের মেয়েকে হোমে রাখতে।' তাঁর সংযোজন, 'তারপর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে ছেলেটা দূরত্ব বাড়াতে থাকে। তাই আমার মেয়ে টোটকার সাহায্য নিয়েছিল।'

এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে তরুণের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে কেউই মন্তব্য করতে চাননি।

কুপিয়ে খুন

রাজাবাজারে পেশায় ফল বিক্রেতা মেহবুব আলমকে প্রকাশ্যে খুন করা হল। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। ধারালো ছুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপান অভিযুক্ত। তদন্ত করছে পুলিশ।

আক্রান্ত পুলিশ

চোর ধরতে গিয়ে আক্রান্ত বিধাননগর থানার পুলিশ। একটি চুরির ঘটনার তদন্তে নিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ ও উত্তর থানার পুলিশ ট্যাংরা কলোনিতে যায়। একদল দুষ্কৃতীর হামলায় ৭ জন আহত হয়েছেন।

মামলা রুজু

সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে হেনস্তা ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত স্কুল মালিককে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএনএস'র একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ।

দোষী সাব্যস্ত

হাঁসখালি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল রানাঘাটের নিম্ন আদালত। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হবে। অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি তুলেছে নাবালিকার পরিবার।

জিরো করে দেব : হুমায়ুন

মমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ, নতুন দল ও পাঁচ প্রার্থীর নাম ঘোষণা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও পরাগ মজুমদার

কলকাতা ও বেলডাঙা, ২২ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির 'রবিন হুড' হতে চাওয়া ভরতপুরের বিতর্কিত তথা সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর অবশেষে নিজের তুরুপের তাসটি চাললেন। সোমবার বেলডাঙার খাগরুপাড়া মোড়ে জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন রাজনৈতিক দল— 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'। নিছক দল ঘোষণাই নয়, হুমায়ুনের এই পদক্ষেপের নেপথ্যে রয়েছে রাজ্যের শাসকদলের অস্বস্তি বাড়ানো এবং তৃণমূলের তথাকথিত 'সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে' থাবা বসানোর এক গভীর রাজনৈতিক সমীকরণ।

তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই হুমায়ুন কবীর বিদ্রোহী মেজাজে ছিলেন। সোমবার তিনি স্পষ্ট করে দেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর লক্ষ্য স্রেফ লড়াই নয়, বরং তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করা। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর প্রথম পছন্দ 'টেবিল' প্রতীক, বিকল্প হিসেবে চেয়েছেন 'জোড়া গোলাপ'। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, টেবিল প্রতীকের মাধ্যমে তিনি সম্ভবত স্বচ্ছ ও স্থির আলোচনার রাজনীতি বোঝাতে চাইছেন, যা বর্তমানে শাসকদলের অন্দরে 'কণ্ঠরোধের' রাজনীতির বিপরীত মেরু।

হুমায়ুন কেবল মুর্শিদাবাদে সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। তাঁর ঘোষিত ১০ জন প্রার্থীর তালিকায় নজর কাড়ছে দক্ষিণ দিনাজপুরের ধনিরামপুর কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ ওয়েদুল রহমানের নাম। উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তৃণমূলের ভোট কাটতে পারলে হুমায়ুনের দল যে বড় ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এছাড়াও মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে মুস্তারা বিবিকে প্রার্থী করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, মালদা-মুর্শিদাবাদ-উত্তর দিনাজপুর বেল্টে তিনি তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। নিজে প্রার্থী হচ্ছেন ভরতপুর ও রেজিনগর থেকে।

সোমবার নতুন দলের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হুমায়ুন। ছবি-পিটিআই।

এদিনের সভায় হুমায়ুনের ভাষা ছিল যথেষ্ট আক্রমণাত্মক। তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিরো করে দেব।' তাঁর দাবি, তাঁকে রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো সাসপেন্ড করা হয়েছে। জানুয়ারিতেই ব্রিগেডে বড় সভা করে তিনি নিজের জনসমর্থন প্রমাণ করতে চান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হুমায়ুন কবীর যে ভাষায় শুভেন্দু অধিকারীর 'দুধেল গাই' মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন, তা সংখ্যালঘু যুবসমাজের একাংশকে আবেগের নিরিখে টালমাটাল করতে পারে।

হুমায়ুনের এই উত্থানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'ফাটা রেকর্ড আর শুনতে ভালো লাগে না।' শাসকদল এই বিদ্রোহকে 'ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা' বলে দেগে দিলেও, অন্দরে উদ্বেগের মেঘ জমছে। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত কৌশলী অবস্থান নিয়েছেন। তিনি জানেন, হুমায়ুন যত বেশি সংখ্যালঘু ভোট কাটবেন, ভোট বিভাজনের অঙ্কে লাভ তত বেশি বিজেপির।

হুমায়ুন কবীর কি শেষ পর্যন্ত 'কিং মেকার' হয়ে উঠবেন, নাকি 'ভোট কাটুয়া' হিসেবেই রয়ে যাবেন? উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় তাঁর এই নতুন দল তৃণমূলের জন্য কতটা বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তা বোঝা যাবে আসন্ন ব্রিগেড সমাবেশের ভিড় দেখলেই। আপাতত, বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণের খেলা শুরু হল বেলডাঙার মাটি থেকে।

সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : পিটিআই

ডেপুটি হাইকমিশনে অবস্থানে শুভেন্দুরা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : মতুয়া ও হিন্দু উদ্বাস্তু ভোটে ধাক্কা লাগতে পারে এই আশঙ্কায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু দীপু দাসের নৃশংস মৃত্যুকে হাতিয়ার করে মেরুকরণের অস্ত্রে ফের শান দিতে চাইছে বিজেপি। সম্প্রতি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনায় রাজ্যের হিন্দু নিরাপত্তার প্রশ্নে ফের সরব হয়েছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। সোমবার বাংলাদেশে নিহত দীপু দাসের ঘটনার প্রতিবাদে সাধুসন্ত ও হিন্দু সনাতনীদের ডাকে এক প্রতিবাদে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের উদ্দেশে মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রতিবাদ জারি রাখতে আগামী ২৬ ডিসেম্বর আরও বড় মিছিল করে ডেপুটি হাই কমিশনে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু।

৫ অগাস্ট ২০২৪ রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রে উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশ। তার আঁচ পড়েছিল সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাংলাতেও। সামশেরগঞ্জ, ধূলিয়ানে হিন্দু নিধনের ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের হিন্দু নিরাপত্তার প্রশ্নে পথে নেমেছিল বিজেপি। রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনকে কেন্দ্র করে নজর ঘুরে গিয়েছিল বিজেপির রাজনীতির। কিন্তু রাজ্যের মতুয়া, নমশূদ্র সহ হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্বও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে বিজেপির হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে ধাক্কা খেয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজেপি ও আরএসএস।

বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে শুভেন্দুর বিক্ষোভ। -পিটিআই

রবিবার কলকাতায় সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতও প্রতিবেশী বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সীমান্তের প্রশ্নের সমাধানের দায় কেন্দ্রের ওপর চাপিয়েও ভাগবত চান বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষা। এই আবহে সোমবার সাধুসন্ত সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কলকাতার নিজাম প্যালেস থেকে বেগবাগানে পৌঁছোন শুভেন্দু। সেখানে পুলিশের বাধায় মিছিল আটকে যাওয়ার পর রাস্তায় বসে পড়ে প্রতিবাদ জানান বিক্ষোভকারীরা।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, দীপু দাসের হত্যাকারীদের শাস্তি না হলে আগামী ২৪ তারিখে রাজ্যের প্রতিটি সীমান্তে প্রতীকী অবরোধ হবে। রাজ্য থেকে বাংলাদেশে সমস্তরকম পেঁয়াজ সহ সমস্তরকম খাদ্যদ্রব্য পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

গত বছর অগাস্টে বাংলাদেশের পালাবদলের আবহে ঠিক এমনই হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দু সহ বিজেপি নেতাদের। সেইসময় পেট্রাপোলে গিয়ে একদিন প্রতীকী সীমান্ত অবরোধও করেছিলেন শুভেন্দু। এদিন দীপু দাসের ঘটনার প্রতিবাদে গেরুয়া শিবিরের আন্দোলনে অগাস্টের ছায়াই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

কলকাতার পাশাপাশি এদিন শিলিগুড়িতেও বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে আরএসএস-এর শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। রীতিমতো ভাঙচুর চালিয়ে কমিশনের দপ্তরে তালাও ঝুলিয়ে দিয়েছে তারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২৬-এর বিধনসভা ভোটকে মাথায় রেখে নতুন করে ধর্মীয় মেরুকরণকে উসকে দিতে চাইছে বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসির চেয়ারম্যান, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নামে প্রতীকী পিণ্ডদান। -সংবাদচিত্র

প্রতিবাদে শামিল সন্তানেরাও

প্রতীকী শ্রাদ্ধশান্তিতে প্রতিবাদী শিক্ষাকর্মীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : 'বলো হরি হরি বোল, বিচার ব্যবস্থা কাঁধে তোল।' এই স্লোগান দিয়েই প্রতিবাদ মিছিল থেকে সোমবার সরব হলেন চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা। প্রতীকী শ্রাদ্ধশান্তি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের। বিকাশ ভবনের অনতি দূরে ময়ূখ ভবনের সামনে এদিন শিক্ষাকর্মীদের মিছিল পুলিশ আটকে দিলে তাঁরা অবস্থানে বসেন। সেখানেই ধূপ জ্বালিয়ে প্রতীকী ছবিতে পিণ্ড দান করে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, 'চাকরিহারা শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হলে শিক্ষাকর্মীরা বঞ্চিত হবেন কেন?'

করুণাময়ী থেকে শুরু হওয়া মিছিলে চাকরিহারা গ্রুপ ডি কর্মী ক্যানিংয়ের বাসিন্দা আনন্দ গায়েনের হাত ধরে হাঁটলেন তাঁর ৪ বছরের সন্তান অঙ্কিতা গায়েন। গলায় ঝুলছে 'অযোগ্য বিচার ব্যবস্থা' লেখা প্ল্যাকার্ড। তার অনুরোধ, 'বাবার চাকরিটা ফিরিয়ে দাও না!' আনন্দের কথায়, 'বাবা-মা রয়েছেন। তাঁদের ওষুধের দায়িত্ব কে নেবে? ৯ মাস বেতন নেই। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতেও পারছি না। আর বেশিদিন এরকম পরিস্থিতি থাকলে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে যাবে।'

অঙ্কিতার মতোই এদিন মিছিলে হাঁটল ১০ বছর বয়সি সম্প্রীতি কোলে। তার বাবা ভোলানাথ কোলের আক্ষেপ, 'দুই মেয়ের পড়াশোনা চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। আদৌ স্কুলে যোগ দিতে পারব কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে দ্বিচারিতা কেন?' মালদা, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে এদিন প্রতিবাদে শামিল হন প্রায় ৫০ জন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী। বিকালের পর অবস্থান তুলে বিকাশ ভবনের উদ্দেশে মিছিল এগোতে চেষ্টা করতেই পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় আন্দোলনকারীদের। ১০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীদের বিধাননগর উত্তর থানায় আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, 'সন্ধের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। থানার বাইরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।'

'বিচার ব্যবস্থা মৃত' দাবি করে এদিন 'বলো হরি হরি বোল' স্লোগান তুলে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের দাবি, 'অবিলম্বে পুনর্বহাল করে বেতন চালু করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শীঘ্রই হস্তক্ষেপ না করলে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন চলবে।' জলপাইগুড়ির চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী মানসী বাড়ুই বলেন, 'বাবা কৃষক। বাড়িতে ভাই-বোন রয়েছে। সংসার চালানো দায় হয়ে পড়ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে জীবন শেষ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় থাকবে না।'

বিশৃঙ্খলার দায় পুলিশের : শতদ্রু

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অনুসন্ধান কমিটির তদন্তে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ১৩ ডিসেম্বর গেজেট নোটিফিকেশনে গড়া ওই কমিটির কাজে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

কারণ, বর্তমান প্রেক্ষিতে ওই কমিটির তদন্তে ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে এমন প্রমাণ নেই। রাজ্যের যুক্তি অনুযায়ী উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্তের অধিকার রয়েছে কমিটির। তাই সিবিআই বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা তদন্তের আর্জি খারিজ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। রাজ্যকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে।

এদিন তিনটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিশৃঙ্খলার দায় পুলিশ ও রাজ্যের কাঁধে চাপালেন প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্ত। তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, অতিরিক্ত লোক কীভাবে মাঠে প্রবেশ করেছিলেন, কারা কাছাকাছি গিয়েছিলেন তার দায়িত্ব শতদ্রুর নয়। আয়োজক হিসেবে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করেছেন।

আদালতে মেসির মূর্তির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, 'ব্যক্তিগত না জনগণের সম্পত্তিতে মূর্তি তৈরি হয়েছে? এভাবে কি সরকারি জমিতে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বসানো যায়?' রাজ্য পরে জানাবে বলে উত্তর দেয়।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, সল্টলেকের একটি নামী হোটেলে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে সেলফি তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৫০ ভিআইপি পাসের বদলে এক প্রভাবশালীর চাপে ৪৫০টি পাস দিতে হয়েছে। আগাম ৬৫ কোটি টাকা মেসিকে দেওয়া হয়েছিল। এই টাকা কোথা থেকে এসেছে। শনিবার দুপুর ১২টায় ঘটনাটি ঘটেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী ১টায় কমিটি গঠন করেছেন। বিধানসভার অনুমতি ছাড়া কীভাবে হল। আদালতের নজরদারিতে তদন্ত করা হোক। অপর আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় জানান, বিরাট আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। অরূপ বিশ্বাস এই গণ প্রতারণার মাস্টারমাইন্ড।

সরকারের তৈরি কমিটির শোকজের বিষয়গুলি

তদন্ত হস্তক্ষেপ নয়

লোকদেখানো। যেখানে মন্ত্রীরাই অভিযুক্ত, সেখানে রাজ্যেরই সিনিয়ার অফিসারদের দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কি সম্ভব? এই ঘটনায় ক্যাগ বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত হোক।

পালটা রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, একজন মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এর থেকে বড় আর কী হতে পারে। শাহরুখ খান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থাকবেন তা পুলিশকে জানানো হয়নি। ৫০০টি শতদ্রু, আইবি ওয়েস্ট বেঙ্গল ১২টি, পুলিশ ২৫টি পাস দেয়। মেসির কাছে থাকার জন্য ৮২টি পাস দেওয়া হয়। এই মামলাগুলি সংবাদমাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে দায়ের করা হয়েছে। বিচারপতি পার্থসারথি সেন প্রশ্ন করেন, 'এমন একটি অনুষ্ঠানে রাজ্য কি নিজে অ্যাসেসমেন্ট করে পাস দিয়েছিল নাকি যা চাহিদা ছিল সেটাই বিতরণ করা হয়েছে?' রাজ্যের তরফে বলা হয়, 'আমাদের সে সময় ছিল না। তাহলে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হত। কোনও পাবলিক ইভেন্টে সরকার টিকিট বিক্রি করে না। তাই টিকিটের মূল্য কত সেটা সরকার ঠিক করে না।'

বিএলএ মনিটরিংয়ে আইপ্যাককে দায়িত্ব তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : এসআইআরের শুনানিতে দলের বিএলএ-রা নির্দেশমতো কতটা সক্রিয় হবেন, তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না শাসকদল তৃণমূল। তাঁদের কাজে এবার 'মনিটরিং'ও শুরু করেছে দল। আর এই কাজে দলকে সহায়তা করতে মাঠে নেমেছে দলের পরামর্শদাতা 'আইপ্যাক'। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সবুজসংকেত' নিয়েই আইপ্যাককে এই কাজে নামিয়েছেন দলের 'নম্বর-টু' সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে দলের বিএলএ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের শুনানির সময় আরও বেশি সক্রিয় থাকতে মুখ্যমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডেকে তাঁদের নানান নির্দেশের কথা শুনিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের এই দ্বিতীয় পর্বের শুনানি প্রসঙ্গ শাসকদলের কাছে এখন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তৃণমূল এখন দলের বিএলএদের এই কাজের 'মনিটরিং'ও চালু রাখতে চায়।

মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বৈঠকের পর তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের এই 'মনিটরিং'-এর আভাসও দেওয়া হয়েছে। আইপ্যাকের লোকজন রাজ্য ও জেলাস্তরে শাসকদলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের এই কাজে মনিটরিং-এর সময় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। বিএলএরা শুনানিতে সময় দিচ্ছেন কি না, প্রয়োজনে তাঁরা শুনানিতে আসা লোকজনদের সহযোগিতা করছেন কি না বা প্রয়োজনে তাঁদের দলের পক্ষ থেকে তথ্য ও নথি দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে কি না-এসবই আগাগোড়া নজরে রাখতে হবে আইপ্যাককে।

এদিন তৃণমূল সূত্রের খবর, ধারাবাহিকভাবে দলের বিএলএ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেদের 'পারফরমেন্স রিপোর্ট' চান অভিষেক। আর সেই রিপোর্ট এখন থেকে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পাঠাবে আইপ্যাকের লোকজন। দলের লোকেদের কাজের ওপর আবার আইপ্যাকের লোকেদের নজর রাখার এই বিষয়টি তৃণমূলের অন্দরে বিতর্ক বয়ে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করে এটা দলে গোপন রাখা হয়েছে। যদিও আইপ্যাক ইতিমধ্যে এই নজরদারির কাজ শুরু করায় দলের মধ্যে তা চাউরও হয়ে গিয়েছে। নেত্রীর সিলমোহর নিয়েই অভিষেক এই মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করায় এখন প্রকাশ্যে দলের কেউই মুখ খুলছেন না। কারণ, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্বের এই শুনানির প্রসঙ্গকে মুখ্যমন্ত্রী মাত্রাতিরিক্তভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম ইতিমধ্যেই খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছে। ওই সংখ্যাটা কোটিতে পৌঁছোলে মোটেই তা ভালো ঠেকবে না শাসকদলের কাছে। সেটা আশঙ্কা করেই দলের বিএলএদের আগাম তৈরি রাখতে দলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক সরাসরি উদ্যোগী হয়েছেন।

সীমান্তে বাড়তি বিএসএফ

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : রবিবার থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করেছে বিএসএফ। বাংলাদেশে যাওয়া এই রাজ্যের বাসিন্দারা দ্রুত দেশে ফেরার চেষ্টায় বেনাপোল সীমান্তে ভিড় করেছেন। রবি ও সোমবার দুপুর পর্যন্ত গড়ে প্রায় ১১০০ থেকে ১২০০ জন এদেশে ফিরেছেন। তবে অবৈধভাবে কেউ যাতে এরাজ্যে ঢুকতে না পারে তার জন্য দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সর্বত্রই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গত দু-দিনে তিন কোম্পানি অতিরিক্ত বাহিনী ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য বন্ধ না হলেও সেখানে পরিস্থিতির জন্য তুলনামূলকভাবে আমদানি ও রপ্তানি অনেকটাই কমেছে।

কাল মন্ত্রীসভার বৈঠক

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনের বছর ভোটের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীসভার অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। সোমবার নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর, এই ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই বিষয়ে দপ্তর সচিবদের মনিটরিং করছেন। এই পরিস্থিতিতে দূরের জেলার মন্ত্রীরা বুধবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে হাজির থাকতে না পারলে কলকাতা সহ লাগোয়া অঞ্চলের মন্ত্রীদের ওই বৈঠকে থাকার কথা।

হঠাৎ জরুরি তলবে দিল্লিযাত্রা সিইও-র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : রাজ্যে ৩২ লক্ষ ভোটারের শুনানি শুরুর আগে জরুরি তলবে দিল্লি গেলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সোমবার সকালে বিহার হয়ে দিল্লি গিয়েছেন সিইও। দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা। ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রথম দফার শুনানি শুরু হচ্ছে। শুনানিতে মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের নিয়োগ নিয়ে এদিনই কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত বলে নিশানা করেছেন সিইওকে।

আগামী বুধবার নজরুল মঞ্চে দু-দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে মাইক্রো অবজার্ভারদের। কমিশনের প্রধান সচিব এসবি যোশি এবং উপসচিব অভিনব আগরওয়াল উপস্থিত থাকবেন। এদিন বিশেষ রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, শুনানির নোটিশ দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে নোটিশ পৌঁছে দিতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কমিশনকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'শুনছি আরও নাকি দেড় কোটি নাম বাদ যাবে। খোকাবাবু বিজেপির আবদার।' এদিন নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর এই কটাক্ষের জবাবে বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু বলেন, 'উনি কাকে খোকাবাবু বলেছেন জানি না তবে আমার বয়স তো ৫৫ হল।' মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ নিয়েও এদিন কমিশনকে বিজেপির দালাল বলে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এনে শুনানিতে মাইক্রো অবজার্ভার করা হচ্ছে। যদিও এই প্রসঙ্গে এদিন সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'বাইরের রাজ্য থেকে কর্মী আনার কোনও প্রশ্নই নেই। মাইক্রো অবজার্ভাররা সবাই এরাজ্যের এলআইসি, ব্যাংক ও নানা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থারই কর্মচারী। শুভেন্দুও বলেছেন, 'মাইক্রো অবজার্ভারদের মধ্যে একজনও যদি বাইরের রাজ্য থেকে আসেন তাহলে আমি ক্ষমা চাইব। তা না হলে ওনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।' যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'দিল্লির লোকেরা বিজেপির দালাল। না বোঝে বাংলা, না বোঝে মতুয়া। এরা খাবে না খই ছড়াবে। তারা নাকি করবে হিয়ারিং? হিয়ারিং নয় ওদের একটা করে ইয়ার রিং দিয়ে দিতে হবে।'

সিইও দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভরত বিএলওদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি।

অন্যদিকে এদিন দুপুরে সিইও দপ্তরের বাইরে অবস্থানকারী বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আহত হন এক আন্দোলনকারী ও এক পুলিশকর্মী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। তাঁদের অভিযোগ, সোমবার সকালে শুনানির নোটিশ আপলোড করা সংক্রান্ত আবার একটি নতুন ফরমান জারি করেছে কমিশন। নিত্য নতুন নির্দেশ আর নির্দেশ বদলের জেরে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা বিএলওদের। সিইও দপ্তরে না থাকায় তাঁকে মেল করে অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার না হলে কাজ বন্ধ করার ফের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ পৌষ ১৪৩২

অসহনশীলতার আঁধার

গান ক্রমশ অসহনশীলতার শিকার হয়ে উঠছে। গানে বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিক ভাবনার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। দুই বাংলাও এই অসহিষ্ণুতার জাঁতাকলে পিষ্ট হতে শুরু করেছে। সংগীতশিল্পীরা নানাভাবে হেনস্তার মুখে পড়ছেন। সদ্য লগ্নজিতা চক্রবর্তীর ওপর হামলার কারণ জেনে শিউরে উঠতে হয়। তাঁর গাওয়া গানে 'জাগো মা' শব্দবন্ধনী থাকায় বাধা দেওয়া শুধু নয়, তাঁর গায়ে হাত তোলার চেষ্টা হয়েছে।

ঢাকায় বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছায়ানট-এ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, তাণ্ডব বাস্তবে রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে জেহাদের নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ছবি ছেঁড়া ও হারমোনিয়াম আছড়ে ভাঙার মধ্যে অসহনশীলতার চরম বহিঃপ্রকাশ অনুভব করা গিয়েছে। সংগীত ও সংস্কৃতিচর্চায় বহুত্ববাদের ধারক সনজিদা খাতুনের ছবি রেহাই পায়নি ওই হামলা থেকে। মুসলিম পদবিও প্রয়াত সনজিদার রক্ষাকবচ হতে পারেনি। অথচ হামলাকারীরা মুসলিম অস্মিতাকে উসকে ছায়ানটকে নিশানা করেছিল।

এপার বাংলায় লগ্নজিতার ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত একজন শিক্ষক হলেও নাম, পদবি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধর্মীয় সংকীর্ণতায় অন্ধ তিনি। সেই সংকীর্ণতা এতই যে, মা-এর মতো সর্বজনগ্রাহ্য ও মাথা নুইয়ে আসার মতো শব্দটি পর্যন্ত তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ওই হামলায় যুক্ত শিক্ষক ধর্মনিরপেক্ষ গান গাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর হীন উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে এসে পড়েছে, যা বিপজ্জনক মনোভাবের পরিচায়ক।

লগ্নজিতার গানে 'জাগো মা' শব্দবন্ধনীতে কিন্তু শুধু ভক্তির ভাব নেই, মিশে আছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও। তাকে অপমান করা কোনও অবস্থাতেই ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা হতে পারে না। তাছাড়া, একজন শিল্পী কী গাইবেন, তা ঠিক করার অধিকারে আঘাত করা সংস্কৃতিকে কলুষিত করার নামান্তর। বাংলাদেশের ছায়ানট বা উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর ভবনে তাণ্ডবও তাই। ঘটনাগুলি আসলে সংগীতচর্চার মুক্তক্ষেত্রকে ধর্মীয় ফতোয়ার বেড়াজালে আটকে ফেলার চেষ্টা।

গান ও সংগীত প্রতিষ্ঠানের ওপর একের পর এক সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বুঝিয়ে দিচ্ছে অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে একশ্রেণির মানুষের কাছে অন্য মানুষের জীবনের মূল্য আর থাকে না। দুই বাংলার ঘটনাগুলির ও এই ধরনের ধর্মান্ধ মানসিকতার উৎস কিন্তু অভিন্ন। সেই মানসিকতা হল, অপরের মত ও বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা। লগ্নজিতার ক্ষেত্রে যা ছিল মানসিক হেনস্তা ও ধমক, দীপু বা ছায়ানট কিংবা উদীচীর ক্ষেত্রে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণঘাতী হিংসার বহিঃপ্রকাশ।

এই প্রবণতা এখনই রোধ করা না গেলে ভবিষ্যতে তা আরও বড় বিপদের কারণ হতে পারে। ভিন্ন মত বা ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে শত্রুতা বহুত্ববাদ তো নয়ই, সমাজের সুস্থতার পরিচয়ও নয়। সমাজকে সুন্দর রাখতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। লগ্নজিতা 'জাগো মা' গাইবার সময় অজান্তেই তিনি কিন্তু সমাজের সেই ঘুমন্ত বিবেককে জাগানোর আহ্বান করেছিলেন। ধর্ম, দেশ ও মত নির্বিশেষে তেমন আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে সমাজ।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়নো এই সময়ের সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে যে কোনও ধর্ম ও মতের মানুষ নিরাপদে বাঁচতে পারবে। ধর্মোন্মাদনায় গানের ওপর আঘাতের পরিণাম আরও ভয়ংকর হতে পারে। হারমোনিয়াম আছড়ে ভেঙে ফেলার মধ্যে যে জিঘাংসা প্রকাশিত হয়েছে, তা নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম বা সংস্কৃতির ওপর আঘাত নয়, সামগ্রিকভাবে সামাজিক অন্ধকারকে সামনে আনছে।

সময়টা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে এই কারণে যে, অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এমন সংকীর্ণ ভাবনা ও আক্রমণের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। রাষ্ট্র হয় এই ধরনের প্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করছে, না হয় নীরব থাকছে। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে দুই সংবাদপত্রের দপ্তর, ছায়ানট ও উদীচীতে হামলা চললেও প্রশাসনের দর্শকের ভূমিকা দেখা গিয়েছে। যা আরও আশঙ্কার কারণ।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।
সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।
-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

গণতন্ত্রের নিলাম ঘরে নেতা বিক্রি আছে

আমাদের ভোট কি ছেলেখেলা? 'আয়া রাম গয়া রাম' সংস্কৃতি রুখবে কে? এমন বহু প্রশ্নই আমাদের ভাবাচ্ছে।

জয়জিৎ বণিক

ভারতীয় গণতন্ত্রে আদর্শের মৃত্যু হয়েছে বহু আগেই। এখন যা পড়ে আছে, তা হল শুধুই ক্ষমতার বেচাকেনা। আর এই বেচাকেনার বাজারে সবচেয়ে করুণ পণ্যটি হল- ভোটার। আপনি রোদে পুড়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে, আঙুলে কালির দাগ লাগিয়ে যাকে ভোট দিয়ে জেতালেন, কাল সকালেই তিনি যদি আপনার বিরোধী দলের পতাকা হাতে মঞ্চে ওঠেন, তখন নিজেকে কতটা অসহায় মনে হয়?

পশ্চিমবঙ্গে এই 'আয়া রাম গয়া রাম' বা দলবদলের সংস্কৃতি এখন এক মহামারির রূপ নিয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এই প্রশ্ন- আমরা কি আবারও প্রতারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি?

জনরায় নিয়ে জালিয়াতি : পশ্চিমবঙ্গের 'ঐতিহ্য'?

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মনে করুন। নির্বাচনের আগে একদল নেতা চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লি গেলেন, 'সোনার বাংলা' গড়ার শপথ নিলেন। বিজেপি-র টিকিটে জিতলেন। তারপর? ভোটের ফল বেরোতেই তাঁদের অনেকের 'দমবন্ধ' হতে শুরু করল। তাঁরা একে একে পুরোনো দলে ফিরে এলেন।

ব্যারাকপুরের অর্জুন সিং-এর কথাই ধরুন। তৃণমূল থেকে বিজেপি, আবার বিজেপি থেকে তৃণমূল এবং শেষে ফের বিজেপিতে প্রত্যাবর্তন। তাঁর এই 'আসা-যাওয়ার' খেলায় সাধারণ মানুষ তো দূর, তাঁর নিজের দলের কর্মীরাও আজ ধন্দে- নেতা আসলে কোন দলে? আর উত্তরবঙ্গের রাহুল লোহারের মতো নীচুতলার কর্মীদের কথা তো না বলাই ভালো, যিনি তিন মাসের মধ্যে বিজেপি-তৃণমূল-বিজেপি করে রেকর্ড গড়েছেন।

আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলাল, বনগাঁর বিশ্বজিৎ দাস, রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায়, কিংবা বাগদার বিধায়ক- তালিকাটা দীর্ঘ। এঁরা জিতলেন এক প্রতীকে, আর কাজ করছেন অন্য দলের হয়ে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, স্পিকারের দপ্তরে ফাইল চাপা দিয়ে এঁরা দিব্যি বিধায়ক পদ ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে চলেছেন। মুকুল রায়ের সেই বিখ্যাত উক্তি- 'বিজেপি বিধায়ক হিসেবেই তৃণমূলে আছি'- বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে।

ভোটার হিসেবে আপনি কি প্রতারিত নন? আপনি হয়তো তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, তাই বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়েছিলেন। অথবা আপনি বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে বেছেছিলেন। কিন্তু দিনশেষে আপনার ভোটের কোনও মূল্য রইল না। আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধি আপনার বিশ্বাসের সঙ্গে বেইমানি করলেন। এবং আপনি? আপনি সব ভুলে গিয়ে আবার পরের নির্বাচনে লাইনে দাঁড়ালেন।

কর্মীদের কান্না : দল যখন হয় দোকান

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি কাদের হয় জানেন? সেই সব সাধারণ দলীয় কর্মীদের, যাঁরা দলের জন্য রক্ত দেন। গ্রামের যে তৃণমূল কর্মী বিজেপির হাতে মার খেলেন, ঘরছাড়া হলেন- নির্বাচনের পর যখন দেখেন সেই বিজেপি নেতাই এখন তৃণমূলের মঞ্চে বসে আছেন, তাঁকেই মালা পরাতে হচ্ছে- তখন তাঁর মনের অবস্থা কী হয়?

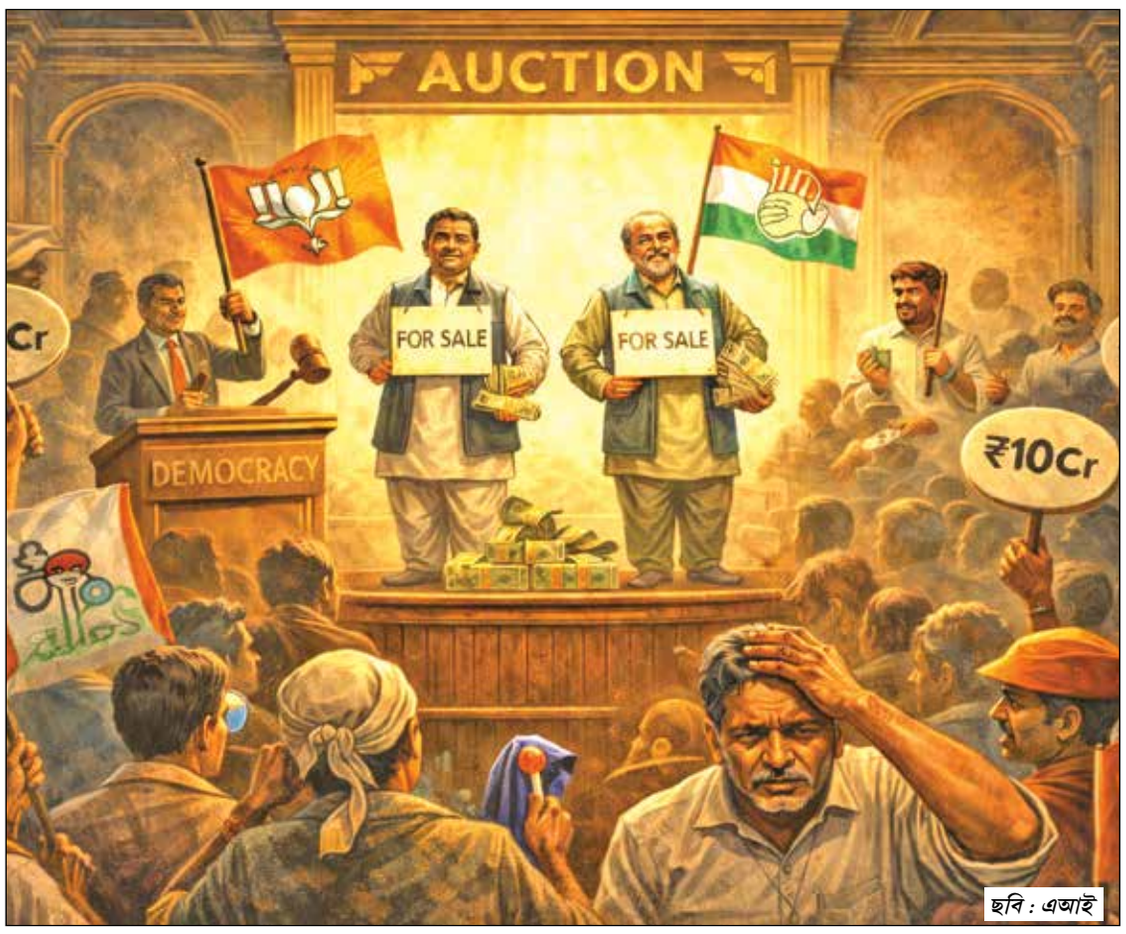

ছবি : এআই

গ্রামের যে কর্মী অন্য দলের হাতে মার খেলেন, ঘরছাড়া হলেন- নির্বাচনের পর দেখেন সেই নেতাই এখন নিজের দলের মঞ্চে বসে আছেন, তাঁকেই মালা পরাতে হচ্ছে! দলের প্রতি অনুগত, পুরোনো কর্মীরা আজ কোণঠাসা। তাঁদের জায়গা নিচ্ছেন সুবিধাবাদী, পালটিবাজ নেতারা।

উলটোদিকে, যে বিজেপি কর্মী ভেবেছিলেন তাঁর নেতা 'ধর্মের রক্ষক', তিনি যখন দেখেন নেতাটি এখন 'সেকুলার' হয়ে গেছেন- তখন তাঁর বিশ্বাসের ভিতটা নড়ে যায়। দলের প্রতি অনুগত, পুরোনো কর্মীরা আজ কোণঠাসা। তাঁদের জায়গা নিচ্ছেন সুবিধাবাদী, পালটিবাজ নেতারা। দলের ভেতর 'নবীন-প্রবীণ' দ্বন্দ্বের মূলেও রয়েছে এই নব্য আগতদের দাপট।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, দলত্যাগবিরোধী আইন তো আছে! আছে, কিন্তু তা নখদন্তহীন বাঘ। সংবিধানের দশম তফশিল অনুযায়ী, দলত্যাগ করলে সদস্যপদ খারিজ হওয়ার কথা। কিন্তু সেই খারিজ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা স্পিকারের হাতে। আর স্পিকার সাধারণত শাসকদলেরই হন। ফলে বছরের পর বছর শুনানি চলে, কিন্তু রায় বেরোয় না। বিধায়ক পদও যায় না, বেতনও বন্ধ হয় না। এই আইনি দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগ নিয়েই নেতারা আজ এখানে, কাল ওখানে।

আর কতবার প্রতারিত হবেন?

সবচেয়ে বড় দোষ কিন্তু আমাদেরই। রাজনীতিবিদরা জানেন, জনগণের স্মৃতি খুব দুর্বল। পাঁচ বছর আগের দলবদল, বিশ্বাসঘাতকতা- সব আমরা ভুলে যাই ভোটের আগে পাওয়া সামান্য কিছু সুযোগসুবিধা বা দাঙ্গার জুজুতে।

নির্বাচন এলে আমরা প্রার্থীর অতীত রেকর্ড দেখি না, দেখি শুধু দলের প্রতীক বা নেতার মুখ। আমরা প্রশ্ন করি না—'আপনি গতবার জিতে কেন দল বদলেছিলেন?' আমরা তাঁদের বয়কট করি না। উলটে তাঁদের জনসভায় ভিড় বাড়াই, হাততালি দিই। যতদিন আমরা এই আচরণ করব, ততদিন নেতারা আমাদের পকেটে পুরে রাখবেন।

সামনেই ২০২৬-এর নির্বাচন। আবারও সেই পুরোনো মুখেরা আসবে, হয়তো নতুন দলের ঝান্ডা নিয়ে। এখনই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার। দলবদলুদের চিহ্নিত করুন : গত ৫ বছরে কারা কারা আপনাদের বিশ্বাসের সঙ্গে খেলা করেছেন, তাঁদের তালিকা মনে রাখুন। যে নেতা একবার জনতার রায়কে অপমান করে দল বদলেছেন, তাঁকে ভোট দেওয়া মানে নিজের অপমানকে মেনে নেওয়া। সে যে দলেরই হোন- তৃণমূল, বিজেপি বা অন্য কোনও দল, বয়কট করুন তাঁদের। আর অবশ্যই প্রচারে এলে সরাসরি প্রশ্ন করুন, কেন দল বদলেছিলেন? কোথায় ছিল আপনার নৈতিকতা?

মনে রাখবেন, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনতা। আপনি যদি চুপ করে থাকেন, যদি সব মেনে নেন, তবে অভিযোগ করার কোনও অধিকার আপনার নেই। বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নেওয়া এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করাই হল প্রকৃত নাগরিকের দায়িত্ব। ২০২৬ সালে বোতাম টেপার আগে একবার ভাববেন- আপনার আঙুলটা যেন কোনও বেইমানের পক্ষে না যায়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'একবার প্রতারিত হলে লজ্জা প্রতারকের, কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রতারিত হলে লজ্জা নিজের।'

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৯০২

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্ম আজকের দিনে।

২০০৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও।

আলোচিত

প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধর, ভাবতে পারেন! এটা তাঁর উপার্জনের উপায়। একজন খেটেখাওয়া মানুষকে মেরে দিচ্ছে। যাঁরা করছেন, তাঁদের কুলাঙ্গার বলতেই হবে। এঁদের মধ্যে বিজেপির একাংশ আছে। যাঁদের কোনও পড়াশোনা নেই। হয়তো ডিগ্রি আছে, কিন্তু বিদ্যা ক্লাস ফোরের বেশি এগোয়নি।
- অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিহারের থাওয়ে মন্দিরের চুরির সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল। মধ্যরাতে মই লাগিয়ে প্রাচীর টপকে মুখোশধারী দুই চোর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে। দেবী দুর্গার মুকুট, হার সহ প্রায় ১.৭ কোটি টাকা মূল্যের গয়না নিয়ে চম্পট দেয়।

ভাইরাল/২

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল। স্ত্রী খোরপোশ চেয়ে কানপুরের আদালতে মামলা করেছেন। স্ত্রীর দাবি খণ্ডাতে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী স্বামীকে স্ট্রেচারে চাপিয়ে এজলাসে নিয়ে আসে পরিবার। সঙ্গে পাঁচ বছরের অসুস্থতার নথি। হতবাক আইনজীবী থেকে আমআদমি।

জনমন জনমত

বইমেলার প্রবেশমূল্য কমানো হোক

সম্প্রতি শেষ হয়েছে ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা। যে সময়ে বইমেলা চলছিল সে সময়ে বাংলা মিডিয়ামের পরীক্ষা চলছিল। স্বভাবতই ভিড়টা একটু কম ছিল। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা বইয়ের স্টলের থেকে ইংরেজি স্টলে ভিড় বেশি। কেননা উন্নাসিক বাঙালির আবার বাংলাটা ঠিক আসে না। তাছাড়া বইয়ের দোকানের থেকে খাবার ও আনুষঙ্গিক দোকানে ভিড় বেশি দেখা গিয়েছে।

যাইহোক, মনিতে বইপ্রেমীদের সংখ্যা দিনদিন কমছে। এখনকার প্রজন্ম ই-বুকে স্বচ্ছন্দ বেশি। তবুও যে ক'জন একটু আগ্রহী হয়েছেন তাঁরা আশ্চর্যরকমভাবে হোঁচট খাচ্ছেন টিকিট কাটতে গিয়ে। বইমেলার টিকিটের মূল্য বছর তিনেক হল ধার্য করা হয়েছে ১০ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হতে পারে ৫০ টাকায়। টিকিট কাটতে গিয়ে পরিবার সহ এক ভদ্রলোকের খেদোক্তি শুনতে পেলাম, 'চল বইমেলার টিকিটের টাকায় বাইরে কিছু খেয়ে ঘরে ফিরে যাই।'

এমতাবস্থায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকায় বহু বইপ্রেমী ছাত্রছাত্রী বইমেলায় এসে বই দেখার সাধ মেটাতে পারছে না বা পারবে না। বিশেষত অনেকে পরিবার সহ আসেন। টাকার অঙ্ক দেখে পকেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারছেন না অনেকে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে বর্ধিত প্রবেশমূল্যের দিকে এবং বইয়ের বেশি সংখ্যক স্টলের উপরে নজর দিলে মনে হয়,আগামীতে বইমেলার কৌলিন্যতা বাড়বে বই কমবে না। কারণ, বইমেলা বাঙালির আবেগ।
সন্ধ্যা দত্ত
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কৃষক বাঁচলে তবেই বাঁচবে দেশ

আজ জাতীয় কৃষক দিবস। অন্নদাতাদের ভালোভাবে রেখে দেশকে ভালো রাখতে আমাদেরই উদ্যোগী হতে হবে।

মোহিত করাতি

কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ পরিচিত। অথচ বাস্তবে এই দেশের অন্নদাতারাই আজ সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তা ও সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অথচ কৃষকদের আয়, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়েও কৃষক আজ প্রান্তিক। ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া কৃষকদের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

মধ্যস্বত্বভোগী ও দালাললির্ভর বাজার ব্যবস্থায় কৃষককে বাধ্য হয়ে উৎপাদন খরচের থেকেও কম দামে ফসল বিক্রি করতে হয়, ফলে চাষাবাদ ক্রমেই অলাভজনক হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা। বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ও যন্ত্রপাতির ব্যয় মেটাতে পর্যাপ্ত ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ না পাওয়ায় বহু কৃষক মহাজনের উচ্চ সুদের ঋণের ফাঁদে পড়ছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক দেউলিয়াপনার পাশাপাশি সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভারতীয় কৃষিকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। অনিয়মিত বৃষ্টি, দীর্ঘ খরা, আকস্মিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হচ্ছে। বহু রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত নেমে যাওয়ায় সেচসংকট তীব্র আকার নিয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদনের ওপর। প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও কৃষকদের পিছিয়ে রাখছে।

ছবি : এআই

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত বীজ, ড্রিপ ইরিগেশন বা স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার সুবিধা এখনও দেশের বড় অংশে পৌঁছায়নি। ফসল কাটার পর পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ, গুদাম ও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপাদন নষ্ট হয়ে যায়, যার ক্ষতি শেষপর্যন্ত কৃষককেই বহন করতে হয়। সামাজিক ও শিক্ষাগত সমস্যাও এই সংকটকে আরও গভীর করেছে। পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে অনেক কৃষক সরকারি প্রকল্প, ভরতুকি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিংবা ফসল বিমার সুযোগ সম্পর্কে সচেতন নন। উপরন্তু কৃষিকাজের সামাজিক মর্যাদা কমে যাওয়ায় নতুন প্রজন্ম এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগজনক ইঙ্গিত।

যদিও সরকার ন্যূনতম সহায়কমূল্য, ফসলবিমা ও কৃষক সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। বাস্তবায়নের দুর্বলতা, প্রশাসনিক জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে তার সুফল বহু ক্ষেত্রেই প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছায় না। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কৃষি বাজার সংস্কার, এমএসপি কার্যকর করা, ই-নাম'-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিস্তার, সহজ শর্তে ঋণ, উন্নত সেচ ও জল সংরক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। একইসঙ্গে কৃষিকে লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যুবসমাজকে যুক্ত করতে হবে। কারণ একথা স্পষ্ট—কৃষক বাঁচলে তবেই দেশ বাঁচবে, আর কৃষকের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হলেই ভারতের উন্নয়ন সত্যিকার অর্থে টেকসই হবে। দেশকে ভালো রাখতে আমাদেরই উদ্যোগী হতে হবে। তবেই আগামী প্রজন্ম সুস্থভাবে বাঁচার রসদ পাবে।

(লেখক প্রাবন্ধিক। উওর ২৪ পরগনার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৫

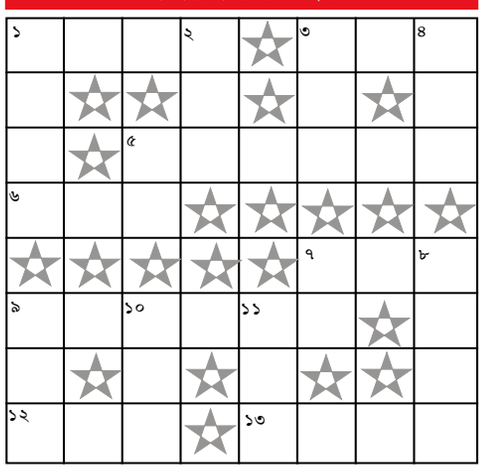

পাশাপাশি : ১। অবিশ্বাস্য যা সম্ভব নয় ৩। শোকজনিত মনের কষ্ট ৫। কৌশলী বা ফন্দিবাজ ব্যক্তি ৬। পরিকল্পনা অথবা কেচ্ছা ৭। অসুস্থ বা অত্যাচারিত ব্যক্তি ৯। যা গলে তরল হয়ে বয়ে যাচ্ছে ১২। যে গবাদি প্রাণীর বাচ্চা হবে ১৩। একটা ঘোড়ায় টানা দু'চাকার গাড়ি।
উপর-নীচ : ১। সহায়সম্বলহীন, যার কিছুই সম্বল নেই ২। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া ৩। প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া ৪। জলাশয়ে ফোটে এই ফুল ৫। রোগের বাহক পতঙ্গ ৭। কাঁচা হলুদের মতো রং ৮। মুসলিম প্রথায় অভিবাদন ৯। পিরের কবর সংলগ্ন স্মৃতিসৌধ ১০। দিনের প্রথম ভাগ ১১। বহুতলে উঠতে যে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

সমাধান ■ ৪৩২৪

পাশাপাশি : ১। কুহক ৪। টুয়ানো ৫। মাঘ ৭। দম্ভোক্তি ৮। নোংরামি ৯। ঝকমারি ১১। অসম ১৩। তিল ১৪। হংস ১৫। তীবর।
উপর-নীচ : ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। দোনোমনো ৬। ঘরামি ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। অসতী ১২। মকর।

বিন্দুবিসর্গ

বন্ড বাতিলেও লক্ষ্মীলাভে এগিয়ে বিজেপি

এক বছরে আয় বাড়ল ৫০ শতাংশ

আর্থিক সংগতি

আর্থিক বিবরণ	বিজেপি	কংগ্রেস
মোট সম্পদের পরিমাণ (২০২৩-'২৪)	৬,০৮৮.৩৩ কোটি টাকা	৬৬১.২৫ কোটি টাকা
আগের বছরের সম্পদ (২০২২-'২৩)	৪,০৪১.২৯ কোটি টাকা	৪৭৬ কোটি টাকা (প্রায়)
বৃদ্ধির হার	৫০.৬৫ শতাংশ	৩৯ শতাংশ (প্রায়)
আয়ের প্রধান উৎস	ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট অনুদান, ব্যাংকের সুদ	ছোট অনুদান, সদস্য সংগ্রহ এবং কুপন

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : নির্বাচনি বন্ড ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির অনুদান সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনি বন্ড বাতিল হয়ে যাওয়ার পর জল্পনা শুরু হয়েছিল, এবার রাজনৈতিক দলগুলির আয়ে বড়সড়ো ধাক্কা লাগবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়া রাজনৈতিক দলগুলির বার্ষিক অডিট রিপোর্টের সাম্প্রতিক তথ্য সম্পূর্ণ অন্য ছবি তুলে ধরছে। কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির কোষাগার গত একবছরে সংকুচিত হওয়া তো দূর, বরং অভূতপূর্ব গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে বিজেপির মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,০৮৮.৩৩ কোটি টাকা। ২০২২-'২৩-এ এই পরিমাণ ছিল ৪,০৪১.২৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে বিজেপির অর্থভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি।

নির্বাচনি বন্ড ব্যবস্থা বাতিলের পর বিরোধীদের আশা ছিল, আগামী নির্বাচনগুলিতে লড়াইয়ের ময়দানে আর্থিক ভারসাম্য হয়তো কিছুটা ফিরবে। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বন্ড ব্যবস্থা কার্যকর থাকাকালীন বিজেপি যে অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তা বন্ড পরবর্তী সময়েও অটুট রয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ আয়ের পেছনে প্রধান উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে ব্যক্তিগত অনুদান, কর্পোরেট সংস্থাগুলির দান এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের সুদকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে পাওয়া টাকার সিংহভাগ বিজেপির ঝুলিতে গেলেও সেই ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার পরেও বিকল্প পথে দলটির তহবিলে অর্থের জোগান কমেনি। বরং সাধারণ অনুদান সংগ্রহে বিজেপি তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা ব্যবহার করে অন্যদের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে গিয়েছে।

বিজেপির এই আর্থিক সমৃদ্ধির বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। শতাব্দী প্রাচীন দলের অবস্থা পর্যালোচনা করলে এক বিশাল বৈষম্য চোখে পড়ে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৬১.২৫ কোটি টাকা। অঙ্কের হিসাবে বিজেপির সম্পদ কংগ্রেসের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশি। বিগত কয়েক বছরে আয়কর দপ্তরের জরিমানার ধাক্কা এবং একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার কারণে কংগ্রেসের আর্থিক কাঠামো এমনিতেই নড়বড়ে। বন্ড ব্যবস্থা বাতিলের পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও সম্পদের নিরিখে শাসকদলের ধারে-কাছে পৌঁছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। গত অর্থবর্ষে কংগ্রেসের আয় কিছুটা বাড়লেও তা বিজেপির ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় নগণ্য।

বিজেপির এই বিশাল পরিমাণ আর্থিক শক্তি মূলত তাদের নির্বাচনি প্রচার, ডিজিটাল ক্যাম্পেইন এবং সংগঠন বিস্তারে বড় সুবিধা দিচ্ছে। ৬,০৮৮ কোটি টাকার বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে বিজেপি যেখানে সারা বছর ধরে নিবিড় প্রচার চালাতে সক্ষম, সেখানে কংগ্রেসকে সীমিত সম্পদ নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। ভারতের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসে কোনও একক রাজনৈতিক দলের হাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ এর আগে কখনও দেখা যায়নি। বন্ড বাতিলের এক বছর পর এই পরিসংখ্যান এটাই প্রমাণ করে যে, আইনি কাঠামো বদলালেও রাজনৈতিক অর্থায়নের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে এখনও শাসকদলই আসীন। একদিকে বিজেপি যখন ৬ হাজার কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে রেকর্ড গড়ছে, তখন কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দল এখনও কয়েকশো কোটির বৃত্তে সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। এই আর্থিক অসাম্য আগামী দিনের নির্বাচনি লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই দেখার।

ইউনূসকে নিশানা হাসিনার

বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে দেশ, দেখছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশজোড়া অস্থিরতা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টিকে তিনি আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরেছেন। হাসিনার মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ অরাজকতা চলছে, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছে এবং এই 'বিশৃঙ্খল বাস্তবতা' আজ আর কারও অজানা নয়। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসন সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও ধর্মীয় স্থানগুলির নিরাপত্তা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, 'ইউনূস আমলের আসল চেহারা এখন ফুটে উঠছে। বাংলাদেশ আজ বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা ভারত ও বিশ্ববাসী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।' তিনি জানান, সংস্কারের দোহাই দিয়ে যে অস্থিরতা তৈরি করা হয়েছে, তার মূল্য দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও মন্দিরে হামলার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, 'নাগরিকের নিরাপত্তা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার সেই দায়িত্ব পালনের বদলে প্রতিহিংসার রাজনীতিতে মত্ত।' তাঁর মতে, শান্তির কথা বলে ইউনূস ক্ষমতায় বসলেও দেশ রক্তাক্ত হচ্ছে।

> ইউনূস আমলের আসল চেহারা এখন ফুটে উঠছে। বাংলাদেশ আজ বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা ভারত ও বিশ্ববাসী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।
>
> শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার এই বিস্ফোরক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, শেখ হাসিনা ভারত থেকে অপপ্রচার চালিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, বাংলাদেশের সব নাগরিকের সমান অধিকার রক্ষা করা তাদের অগ্রাধিকার। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি হামলার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে। ইউনূস নিজে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করে আশ্বাস দিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক উৎসবগুলিতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। সরকারের দাবি, নিজের আমলের কুশাসন ও বিভেদের রাজনীতিকে আড়াল করতেই শেখ হাসিনা এখন মিথ্যে তত্ত্ব প্রচার করছেন।

এদিকে সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ও উদীচীর দপ্তরে ভাঙচুর, আগুন ধরানোর ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার ইউনূসের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে করা একটি পোস্টে জানানো হয়, এক ধৃতের কাছ থেকে লুট হওয়া ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। লুটের টাকায় টিভি, ফ্রিজ কিনেছিল ওই অভিযুক্ত।

মোদি-শা'র সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠকে নীতীশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : বিহারে এনডিএ-র নতুন সরকার গঠনের পর প্রথমবার দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নীতীশের সঙ্গী ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিং এবং বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বিহারের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং কেন্দ্রের বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের সম্ভাবনা।

সূত্রের খবর, নীতীশ কুমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। বিশেষ করে সড়ক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় কেন্দ্রীয় সহযোগিতার ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের গতি বাড়াতে মকর সংক্রান্তির পর বিহারের জন্য বড় কোনও আর্থিক ঘোষণা হতে পারে।

নীতীশের এই সফরকে ঘিরে দানা বেঁধেছে রাজনৈতিক জল্পনা। সম্প্রতি 'হিজাব' নিয়ে একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। গুঞ্জন উঠেছে, এদিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে নীতীশ কুমার কি ওই ইস্যুতে কোনও ব্যাখ্যা বা দুঃখপ্রকাশ করেছেন? যদিও সরকারিভাবে একে স্রেফ উন্নয়নমূলক বৈঠক হিসেবে দাবি করা হচ্ছে।

নতুন দিগন্তের খোঁজে... সোমবার নয়াদিল্লির যমুনা নদীর তীরে।

ফের উড়ান বিভ্রাটে এআই

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : ফের উড়ান বিভ্রাটের কবলে এয়ার ইন্ডিয়া। রবিবার গভীর রাতে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হওয়া বোয়িং (এআই-৮৮৭) বিমানটি যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে মাঝআকাশ থেকেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। উড়ানের কিছু পরেই চালক লক্ষ করেন, ডান দিকের ইঞ্জিনে তেলের চাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে শূন্যে পৌঁছেছে। ঝুঁকি না নিয়ে

সোমবার কাকভোরে বিমানটিকে জরুরি ভিত্তিতে দিল্লিতেই অবতরণ করানো হয়।

এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানান, যাত্রীরা সুরক্ষিত আছেন এবং তাঁদের বিকল্প বিমানে গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর বিমান বাতিলের রেশ কাটতে না কাটতেই এই নতুন বিপত্তি অস্বস্তি বাড়িয়েছে সংস্থার। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রক এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। ডিজিসিএ-কে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ কেরল সরকারের

তিরুবনন্তপুরম, ২২ ডিসেম্বর : ছত্তিশগড় থেকে কেরলে আসা পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় আরএসএস ও বিজেপির দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলল বাম সরকার। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

রামনারায়ণ বাঘেলের ওপর নৃশংস আক্রমণকারীরা আরএসএস বলে বিজয়ন সরকারের অভিযোগ। ১৭ ডিসেম্বরের ঘটনা 'গভীরভাবে উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যথার্থ ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেরল সরকারের পক্ষ থেকে রামনারায়ণের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে এলডিএফ সরকার। ১০ জনের বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ে ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছে। খুন হওয়া শ্রমিক দলিত দাবি ওঠায় পুলিশ তদন্তে তাও খতিয়ে দেখছে। নিহতের পরিবার ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, এসসি-এসটি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনে তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ক্ষতিপূরণ নিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন মন্ত্রী রাজন ও পালাক্কাড় জেলাপ্রশাসন।

মন্ত্রী এমবি রাজেশ ও সিপিএম নেতাদের দাবি, ধৃত পাঁচজনের মধ্যে চারজন আরএসএস ও বিজেপি কর্মী। এই ঘটনা সংঘ পরিবারের ছড়ানো সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফল। নির্দোষ শ্রমিককে বাংলাদেশি দেগে দিয়ে তার ওপর

পিটিয়ে খুনে তোপ বিজেপি, সংঘকে

নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছে। পুলিশ ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শ্রমিকের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিজেপির পালটা দাবি, ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। চুরির সন্দেহে স্থানীয়দের রাগের বহিঃপ্রকাশকে রাজনৈতিক রং দিচ্ছে সিপিএম। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সংঘ পরিবারের ওপর দায় চাপাচ্ছে।

পালাক্কাড়ের পুলিশ সুপার অজিত কুমার জানিয়েছেন, ধৃতদের ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারা কোনও মামলায় জামিন পেয়ে থাকলে তা বাতিল করা হবে।

দলিতকে বিয়ে, খুন অন্তঃসত্ত্বা কন্যাকে

বেঙ্গালুরু ও আহমেদাবাদ, ২২ ডিসেম্বর : একুশ শতকেও সমাজকে কুক্ষিগত করে রেখেছে জাতপাতের অন্ধকার। তার বলি হচ্ছেন মেয়েরা। দলিতকে বিয়ে করার অপরাধে ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে পিটিয়ে খুন করলেন বাবা। এমনই অভিযোগ উঠেছে কর্ণাটকের হুবলির ইনাম-বীরপুর গ্রামে। রবিবারের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের অমতে ভিন জাতের তরুণকে বিয়ে করার অপরাধে তরুণী মান্য প্যাটেলকে শেষ হয়ে যেতে হল। তিনি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পরিবারের রোষে অকালে ঝরে গেল দুটি প্রাণ।

মান্য প্যাটেল মে মাসে বিবেকানন্দ দোদামণিকে বিয়ে করে বাড়ি ছাড়েন। মান্যর পরিজনেরা হুমকি দেওয়ায় নবদম্পতি সংসার শুরু করেন হাভেরিতে আত্মীয়ের পরিবারে। ভালোই ছিলেন তাঁরা। ডিসেম্বরের ৮ তারিখে স্ত্রীকে নিয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফেরেন দোদামণি। এই খবর পেয়ে রবিবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করার নাম করে তাঁদের বাড়িতে যান মান্যর বাবা, দুই ভাই। অভিযোগ, সেদিন ধারালো অস্ত্র দিয়ে মান্যকে একাধিক বার আঘাত করা হয়। বিবেকানন্দের পরিজনেরা বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাঁদের মারধর করা হয়। ধারওয়াড়ের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, মান্যর বাবা, দুই ভাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। আরও কেউ জড়িত কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গর্ভবতী মেয়ের বাবার হাতে খুন হওয়া মমান্তিক।

তবে চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে গুজরাটের ভদোদরায়। অভিযোগ, এখানে মেয়ের প্রেমে বাধা দিয়ে মেয়ের প্রেমিকের হাতে খুন হয়েছেন বাবা। মাদক খাইয়ে বেহুঁশ করে বাবার খুন হওয়া দেখছেন মেয়ে। ১৬ ডিসেম্বরের সেই ঘটনায় দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ছুরি।

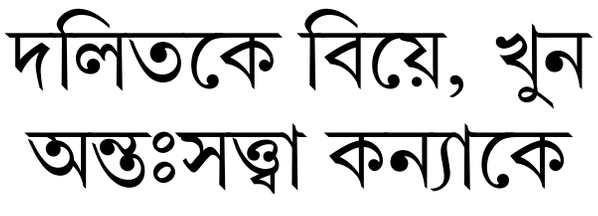

নির্বাসন শেষে ফিরছেন তারেক

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর : ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ফিরছেন বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে হতে

যাওয়া জাতীয় নির্বাচনের আগে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন মোড় আনতে চলেছে। এমন এক সময়ে তিনি ফিরছেন যখন বাংলাদেশ চরম অস্থিরতা এবং মৌলবাদী শক্তির উত্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আওয়ামি লিগ নির্বাচনি লড়াইয়ে না থাকায় তারেক রহমানই এখন দেশের রাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি।

তারেক রহমান ইতিমধ্যে দলের রণকৌশল স্পষ্ট করেছেন। ঢাকার নয়া পল্টনের জনসভায় তিনি তাঁর বিখ্যাত স্লোগান 'দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়—সবার আগে বাংলাদেশ'-এর উল্লেখ করে একটি 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' বিদেশনীতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটি ইউনূসের পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতির থেকে আলাদা। বিএনপি নেতাদের দাবি, ইউনূস সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁরাই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য করেছেন। আসন্ন নির্বাচনে তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৭ বছর লন্ডনে কাটানোর পর তাঁর এই ফেরা শুধু বিএনপি কর্মীদের মধ্যেই উৎসাহ সঞ্চার করেনি, বরং দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের ক্ষেত্রেও এটিকে একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ছক কষে হত্যা, দাবি পুলিশের

সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ যায় দীপুর

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় হিন্দু তরুণ দীপু চন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। গত ১৬ ডিসেম্বর ইসলাম অবমাননার অভিযোগে ২৭ বছরের পোশাক কারখানার ওই কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর দেহ ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। র‍্যাব ও পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত বলছে, এই হত্যাকাণ্ড হঠাৎ জনরোষের ফল নয়, বরং পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি।

র‍্যাবের দাবি, ঘটনার শুরু কারখানার ভিতরেই। দীপুকে রক্ষা করার বদলে কারখানার সুপারভাইজার ও কর্মীরা তাঁকে জোর করে ইস্তফাপত্রে সই করান। তারপর পুলিশে না দিয়ে উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেওয়া হয় দীপুকে। সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইল ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, কারখানার একাধিক আধিকারিক ও সহকর্মীই পরে হামলাকারী জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে গণধোলাইয়ে অংশ নেন। ইতিমধ্যে কারখানার ফ্লোর ইনচার্জ, কোয়ালিটি ইনচার্জ সহ বেশ কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট গ্রেপ্তার ১২।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দীপুর বিরুদ্ধে যে ধর্ম-অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তা খুব অস্পষ্ট ও অপ্রমাণিত। তিনি ঠিক কী বলেছিলেন বা করেছিলেন, তা কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি। তদন্তকারীদের বক্তব্য, পরিস্থিতি ক্রমে ভয়াবহ হয়ে উঠলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ সময় মতো খবর দেননি পুলিশকে। শিল্প পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'সময় মতো ফোন এলেই দীপুর প্রাণ বাঁচানো যেত।'

বছর তিনেক আগে বিয়ে করেছিলেন দীপু। দেড় বছরের একটি সন্তান রয়েছে তাঁর। নিহতের ভাইয়ের অভিযোগ, 'আইনিভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল, কিন্তু মিথ্যা অভিযোগে ছক কষে আমার নির্দোষ দাদাকে খুন করা হয়েছে।'

তদন্তকারীদের মতে, পদত্যাগে বাধ্য করা, পুলিশে দেরিতে খবর দেওয়া এবং শেষে জনতার হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনাপ্রবাহে স্পষ্ট—এই লিঞ্চিং ছিল পরিকল্পিত ও সংগঠিত হিংসার ফল। এখন প্রশ্ন, এই অপরাধে জড়িত সকলকে আদৌ বিচারের আওতায় আনা যাবে কি না।

ফুকুশিমা-ক্ষত না শুকোতেই 'দানব' জাগানোর তোড়জোড়

টোকিও, ২২ ডিসেম্বর : ফুকুশিমার সেই অভিশপ্ত বিকেল আজও জাপানিদের স্মৃতিতে এক আতঙ্কের নাম। ২০১১ সালের সেই ভয়াল সুনামির ঢেউ যখন পরমাণু চুল্লির দেওয়াল ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, তখন থেকেই জাপানের আকাশে-বাতাসে থমথমে ভয় গেঁথে আছে। প্রায় ১৫ বছর পর সেই 'ফুকুশিমা ভূত' আবারও জাপানিদের তাড়া করে ফিরছে। কারণ, বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র 'কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া' ফের চালু করার তোড়জোড় শুরু করেছে জাপান সরকার।

নিগাতা প্রদেশের সমুদ্র উপকূল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা এই অতিকায় কেন্দ্রটি যেন এক ঘুমন্ত দানব। ২০১১-এর বিপর্যয়ের পর যখন গোটা দেশের পরমাণু চুল্লিগুলি একের পর এক নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই কেন্দ্রটিও তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরতেই জ্বালানি

বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু চুল্লি নিয়ে জাপানে আতঙ্ক

সংকট আর আকাশছোঁয়া বিদ্যুতের দাম মেটাতে সরকার আবারও সেই পরমাণু শক্তির পথেই হাঁটতে চাইছে।

তবে এই সিদ্ধান্তে স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে ঘুম নেই। তাঁদের মনে পড়ছে ফুকুশিমার সেই জনশূন্য শহর, তেজস্ক্রিয়তার আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানো হাজারো মানুষের মুখ। জাপান এমন এক ভূখণ্ড যেখানে মাটি যে কোনও সময় কাঁপতে শুরু করে। এই অনিশ্চয়তার মাঝে বিশ্বের বৃহত্তম চুল্লিটি জাগিয়ে তোলা মানে কি এক নতুন মহাপ্রলয়কে আমন্ত্রণ জানানো?

প্রশাসন বলছে, নিরাপত্তা এখন শতভাগ নিশ্ছিদ্র। কিন্তু সাধারণ জাপানির মনে সংশয়— যান্ত্রিক উন্নতির অহংকার কি প্রকৃতির রুদ্ররোষের সামনে টিকবে? একদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাতছানি, অন্যদিকে ফুকুশিমার বিষাদময় শিক্ষা, দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আজ চরম দোটানায় দিন কাটছে জাপানিদের।

জায়গা নেই, রানওয়েতে পরীক্ষা

ভুবনেশ্বর, ২২ ডিসেম্বর : শূন্যপদ মাত্র ১৮৭টি। কিন্তু প্রার্থী ৮ হাজারের বেশি। এক লপ্তে যোগ্য প্রার্থীদের বেছে নিতে তাঁদের বসানো হল বিমানবন্দরের রানওয়েতে।

ভারতের মাটিতে জরুরি প্রয়োজনে হাইওয়েতে বিমান নামার গল্প নতুন নয়। কিন্তু ওড়িশার সম্বলপুরে যা ঘটল, তা সম্ভবত বিশ্বের যে কোনও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছেই 'বিস্ময়কর'। আকাশছোঁয়া বেকারত্বের জ্বালায় কয়েক হাজার তরুণ 'উড়ান' দিতে পৌঁছে গেলেন আস্ত এক এয়ারস্ট্রিপে। তবে পাইলট হতে নয়, স্রেফ দিনে ৬৩৯ টাকা ভাতার হোমগার্ডের চাকরি পেতে! সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিও ও ছবি দেখে কে বলবে, এটা কোনও সিনেমার শুটিং নয়, সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা!

গত ১৬ ডিসেম্বর সম্বলপুরের

প্রায় অব্যবহৃত এয়ারস্ট্রিপে এই লিখিত পরীক্ষা নেয় জেলা পুলিশ। ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়, এমনকি নজরদারিতে ব্যবহার করা হয় ড্রোনও। পরীক্ষার্থীদের সকাল ৬টায় হাজির হতে বলা হলেও, প্রার্থীদের টানা তিন ঘণ্টা বসিয়ে রেখে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় বেলা ৯টায়। এক ঘণ্টার পরীক্ষায় ছিল ২০ নম্বরের অনুচ্ছেদ লেখা ও ৩০ নম্বরের সাধারণ জ্ঞান।

সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো দিক, এই পরীক্ষায় বসা বহু প্রার্থীর ঝুলিতে ছিল এমবিএ, এমসিএ ডিগ্রি। অথচ যে পদের জন্য লড়াই, সেখানে ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির বিদ্যে। এই তথ্যই বলে দেয়, রাজ্যে কর্মসংস্থানের হালহকিকত।

এদিকে রানওয়েতে সার দিয়ে বসে পরীক্ষা দেওয়ার ড্রোন-চিত্র প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। এক্স-এ ভিডিও আপলোড সহ বিজেপি-শাসিত ওড়িশা সরকারকে তৃণমূল কংগ্রেসের কটাক্ষ, 'এটা কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়, বাস্তব। 'ডিগ্রি আছে, চাকরি নেই', এটাই বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার!' যদিও এ নিয়ে পালটা মন্তব্য মেলেনি বিজেপি শিবিরের।

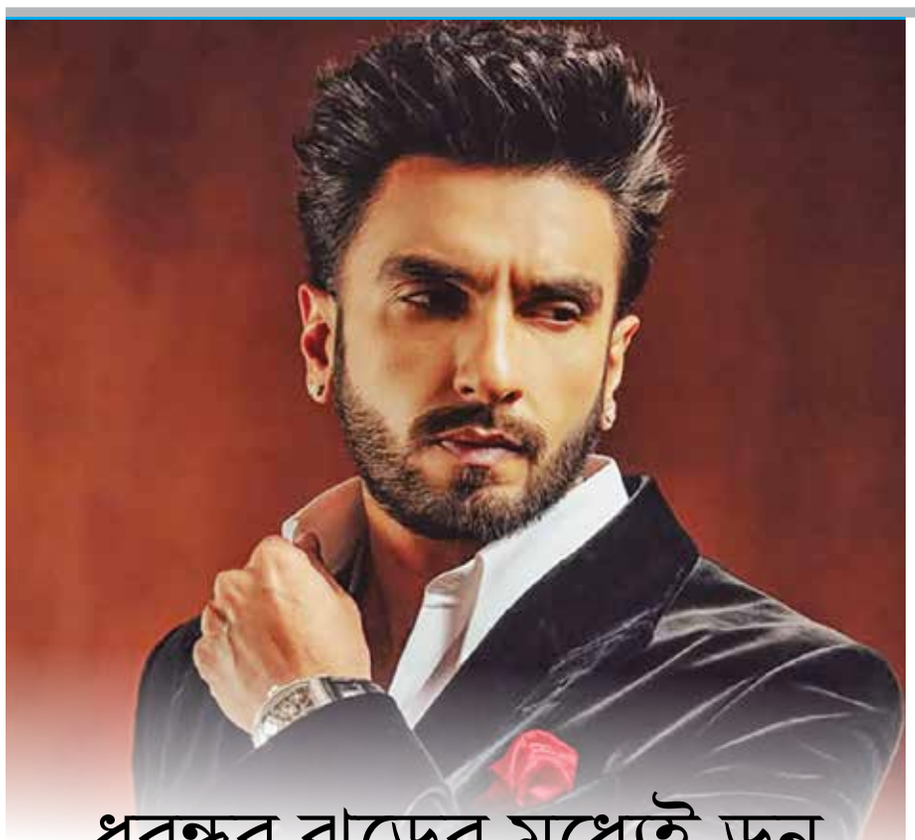

ধুরন্ধর ঝড়ের মধ্যেই ডন হওয়ার তোড়জোড় রণবীরের

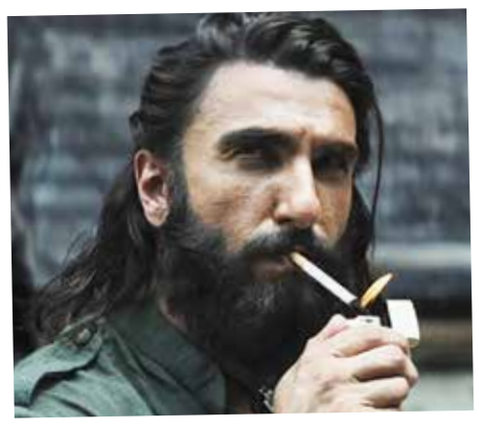

ডন ৩-এর শুটিং হতে পারে আগামী বছর জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি থেকে। এবারের ডন রণবীর সিং গত সপ্তাহ থেকে ছবির অ্যাকশনের জন্য ট্রেনিং নিতে শুরু করেছেন। ছবির নায়িকা কৃতি শ্যানন। তিনি রীতিমতো অ্যাকশন দৃশ্যে থাকবেন যেমন ডন ২-তে প্রিয়াংকা চোপড়া ছিলেন। ছবির ভিলেন হওয়ার কথা ছিল বিক্রান্ত মাসের। তিনি সরে যাবার পর নির্মাতারা অর্জুন দাসকে নিয়ে ভাবছেন বটে, তবে তাঁদের প্রথম পছন্দ এখনও বিক্রান্তই। তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা চলছে। তাঁর জন্য চিত্রনাট্যে বদল হচ্ছে, তাঁর ডেট নিয়েও ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। ডন ২ ও ১-এর যথাক্রমে শাহরুখ খান, প্রিয়াংকা চোপড়া এবং অমিতাভ বচ্চন-জিনাত আমনকেও ডন ৩-এ ক্যামেও করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ফারহান।

বইমেলায় উত্তমকুমার

২০২৬। উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ। তাই তাঁকে স্মরণ ও শ্রদ্ধার পদক্ষেপ হিসেবে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছে। এর দায়িত্বে আর্ট অলিন্দর জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও কলকাতা কথকতার চন্দ্রোদয় চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময় বলেছেন, 'প্রেক্ষাগৃহের আদলে প্রদর্শনী স্থান হবে যেখানে তাঁর ছবি, পোস্টার, ছবির টিকিট, কাট আউট, তাঁর ব্যবহৃত পোশাক থাকবে।' তাঁর আগের প্রজন্মের ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যালরা, পরের প্রজন্মের ঋতুপর্ণ ঘোষও থাকবেন। সপ্তপদীর যে সুচিত্রাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে উত্তম গেয়েছিলেন 'এই পথ যদি না শেষ হয়', তার আদলে একটি বাইকও থাকবে। ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যাবে তাঁর ছবির গান, দর্শকদের চিৎকার, হয়তো তাঁকে ডাকা দর্শকদের সেই 'গুরু গুরু' ডাকও। তবে সবটাই এখনও ভাবনার স্তরে।

গোল্ডেন মোমেন্টস শীর্ষক, একটি বই প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে থাকবে উত্তমকুমারকে কাছ থেকে দেখা, একসঙ্গে কাজ করা মানুষদের স্মৃতিচারণ। এছাড়া কলকাতা পুরসভার পত্রিকা পুরশ্রী প্রকাশিত হবে তাঁকে নিয়েই।

অবতারকে হারিয়ে দৌড়োচ্ছে ধুরন্ধর

শুধু ভারতে ধুরন্ধরের ব্যবসা হয়েছে ৬০০ কোটি। স্টিফেন স্পিলবার্গের অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ মুক্তি পেল ১৯ ডিসেম্বর, ধুরন্ধর-এর তৃতীয় সপ্তাহে। মনে করা হয়েছিল, এই সময় ধুরন্ধর-এর শো টাইম ও ছবির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ দুইই কমবে। সেটা হয়ও। ১৯ ডিসেম্বর আইম্যাক্স, মেট্রো সিটি, প্রথমসারির শহরগুলিতে অবতার ৩৬০০ স্ক্রিনে মুক্তি পায়, ধুরন্ধরের স্ক্রিনের সংখ্যা ৪০ শতাংশ কমে যায়। কিন্তু চিরাচরিত নিয়ম মেনে হলে টিকিট বিক্রির ফলে অবতার ১৯ কোটির ব্যবসা করেছে, ধুরন্ধরের লাভ ২২ কোটি। শনি ও রবিতে অবতার যেখানে ৪৮ কোটিতে পৌঁছেছে, ধুরন্ধর সেখানে ৭৩ কোটিতে। ফলে সোমবার ছোট শহরগুলোতে হল মালিকরা ধুরন্ধরে আস্থা রেখে শো বাড়িয়ে দিয়েছেন। মুক্তির পর অবতার ৭০ কোটিতে পৌঁছেছে, এই সময়ের মধ্যে ধুরন্ধর ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল, ডাব করা ভার্সনের সাহায্য ছাড়াই।

বর্ডার ২ ওঁরাও থাকবেন

বর্ডার ২ মুক্তি পাবে ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬। জানা গিয়েছে, বর্ডার ২-এ, প্রথম বর্ডার ছবির অক্ষয় খান্না, সুনীল শেট্টি, সুদেশ বেরি তাঁদের নিজেদের চরিত্রেই এসেছেন। তাঁদের অংশের শুটিংও শেষ। স্পেশাল এফেক্টস ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম বর্ডার ছবির মতোই তাঁদের কম বয়সি দেখানোর জন্য। প্রথমবারে তাঁরা শহিদ হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ইন্দো-পাক যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত দ্বিতীয় বর্ডারে তিন অভিনেতার ওই তিনটি চরিত্রের সঙ্গে নতুন বর্ডার-এর চরিত্রের দেখা হবে ১৯৭১-এর যুদ্ধের আগে। এর ফলে বাবা সুনীল ও পুত্র অহান দুজনই পর্দায় আসবেন। বর্ডার ২-এ আছেন সানি দেওল, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, বরুণ ধাওয়ান, মোনা সিং প্রমুখ। পরিচালক অনুরাগ সিং।

ফিরে দেখা

নতুন মুখ বলিউডে সেরা ৭

২০২৫। এবছর বলিউডে অন্তত ৭ জন নতুন মুখ বেশ জাঁকিয়ে রাজত্ব করে ফেললেন। তাঁদের প্রথম ছবি হলে হবে কি, দর্শকদের কাছে নিজেদের নামটা একেবারে সোনার অক্ষরে লিখে ফেলেছেন তাঁরা।

প্রথম জনের নাম বলতে হয় অহন পান্ডে। মোহিত সুরি পরিচালিত 'সাইয়ারা' ছবিতে যিনি সারা ভারত কাঁপিয়ে দিয়েছেন। 'সাইয়ারা' যে রেকর্ড তৈরি করে ফেলল, সেই রেকর্ড কোন বছরের কোন নতুন

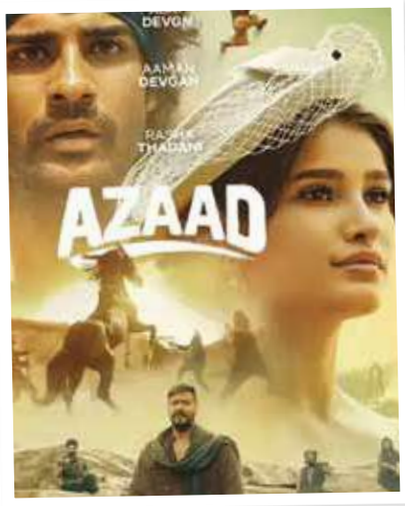

তারকা ভাঙতে পারবেন, বলা কঠিন।

অহন পান্ডে আর 'সাইয়ারা' বলতে গিয়ে অনিত পাডঢার কথাও বলতে হয় বইকি। 'সাইয়ারা'তে তো অহনের সঙ্গেই জুটি বেঁধেছিলেন তিনি। নতুন জুটি হিসেবে সারা দেশ তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অসম্ভব ভালো 'রেসপন্স' পেয়েছেন অনিত। আগামী বছরের জন্যে তাঁরও নতুন প্রোজেক্টের কাজ চলছে।

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে 'স্কাই ফোর্স' ছবিতে কাজ করার পর থেকেই বীর পাহারিয়ার দিকে সকলের নজর। তাঁর কাজের প্রশংসা মুখে মুখে ফিরছে। দর্শক টানার ক্ষমতা তাঁর বেশ ভালো। নইলে নবাগত নায়ক কিনা অক্ষয়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যান!

'আজাদ' নামে এক নতুন ছবিতে এসেছিলেন অজয় দেবগণের ভাইপো আমন দেবগণ। যদিও ছবিটা খুব একটা দর্শক টানতে পারেনি, সমালোচকরাও তেমন রেটিং দেননি, কিন্তু তাও আমনের অভিনয় মানুষের মনে ছাপ ফেলেছে। আমনকে লম্বা দৌড়ের ঘোড়া বলে অনেকেই মনে করছেন।

রবিনা ট্যান্ডনের মেয়ে রাশা থাডানিও আমনের সঙ্গে 'আজাদ' ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় নিয়ে অবশ্য দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু তাঁর আইটেম ডান্স নিয়ে সকলে একেবারে বুঁদ। ভাইরাল হয়েছে তাঁর স্টেপ এবং বিভঙ্গ। এখন দেখা যাক, ভবিষ্যৎ তাঁকে কোনদিকে নিয়ে যায়।

ভীষণ আশা জাগিয়েছেন জাহান কাপুর। তিনি শশী কাপুরের নাতি। 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট' নামে ওটিটি সিরিজে এই প্রথম তাঁকে দেখা গেল। জাহানের মার্জিত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনয় তাঁকে তাঁর দাদুর সঙ্গে তুলনায় আনতে বাধ্য করেছে। জাহানকে নিয়ে বলিউড বেশ উচ্ছ্বসিত। রণবীর সিং-এর সঙ্গে 'ধুরন্ধর' ছবিতে প্রধান নারীচরিত্রে কাজ করার পরে সারা অর্জুনের পারফরমেন্স নিয়ে বলিউডে চর্চা শুরু হয়েছে।

কম বয়সি হিসেবে পার্শ্বচরিত্র তিনি আগেও করেছেন। কিন্তু মুখ্য চরিত্রে এই প্রথম। দর্শকরা বলছেন, সারার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ২০২৬ সালটা তাঁর হতেই পারে।

২০২৫ টালিগঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ হিট ছবির বছর

২০২৫ সালে বাংলার বাজারটা বলতে গেলে ভালোই। অনেকদিন পর একটু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রি। বেশ কয়েকটা ছবি হিট আর একটা সর্বকালীন হিট তকমা নিয়ে টালিগঞ্জের দিকে দর্শকদের নজর ঘুরিয়ে এনেছে।

কোন কোন ছবি বাংলার ভরসা হয়ে দাঁড়াল, আসুন, তার কয়েকটা ঝলক দেখে নেওয়া যাক।

এ বছরের সবচেয়ে বড় হিট ছবি ছিল ধূমকেতু। প্রায় ১৪ বছরের জটিলতা কাটিয়ে ধূমকেতু মুক্তি পায়। গত ১৪ অগাস্ট মুক্তি পায় দেব-শুভশ্রী জুটির শেষ ছবি। যা দেখার জন্য দর্শকদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ ছিল। ছবির প্রচারেও একাধিক চমক

লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির বাজেট ৪ কোটি হলেও তা বক্স অফিসে আয় করেছে ২৮.৭ কোটি। সর্বদা ব্লক ব্লাস্টার হিট ধূমকেতু।

পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঘু ডাকাত এই বছরের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পায়। দেব ও ইধিকার ম্যাজিক ফের দারুণ ছাপ ফেলেছিল দর্শকদের মনে। বহু প্রতীক্ষিত দেবের এই ছবিতে সুপারস্টারকে একেবারে অন্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। এই ছবির বাজেট ছিল প্রায় ১২ কোটি আর বক্স অফিসে এই ছবি আয় করেছে ৯ কোটির একটু বেশি।

এই বছরের ১৬ মে মুক্তি পায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা। একেন বাবুর চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকদের বরাবরই ভীষণ প্রিয়। এক ছাপোষা বাঙালির তুখোড় বুদ্ধি ও তাঁর গোয়েন্দাগিরি দেখার জন্য দর্শকেরা বার বার হল ভরিয়েছেন। এবারেও সেই একই দৃশ্য দেখা গেল। ৩ কোটি বাজেটের এই সিনেমা বক্স অফিসে আয় করেছে ৭.৪৫ কোটি টাকা। দর্শকদের বিচারেও এই ছবি দারুণ হিট।

৯ মে মুক্তি পায় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের আমার বস। এই ছবির মাধ্যমেই বাংলা সিনেমায় বহু বছর পর দেখা গিয়েছিল রাখী গুলজারকে। অফিস কালচারের সঙ্গে কর্মীদের পরিবারকে এক করে দেওয়ার গল্প বলে এই সিনেমা। রাখী গুলজারের সঙ্গে এই ছবিতে ছিলেন শিবপ্রসাদ, শ্রাবন্তী, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, সৌরসেনী, শ্রুতি দাস সহ আরও অনেকে। ৮০ লক্ষ টাকার বাজেটের এই ছবি বক্স অফিসে আয় করেছে ৪.৮০ কোটি। দর্শকদের বিচারে, এই ছবির গল্পে জোর ছিল। এ বছরের এপ্রিল মাসে মুক্তি পেয়েছিল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রতীক্ষিত ছবি কিলবিল সোসাইটি। যেটি হেমলক সোসাইটির সিক্যুয়েল। তবে হেমলক যেভাবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল, কিলবিল সোসাইটি সেই স্থান নিতে পারেনি। ৪ কোটি বাজেটের এই ছবি বক্স অফিসে আয় করেছে ৩ কোটি

মতো। একাধিক বক্স অফিসের রিপোর্ট বলছে, এই ছবি ফ্লপ।

পরিচালক সুমন ঘোষের পুরাতন ছবিতে বহু বছর পর বাংলা ছবিতে কামব্যাক করেন শর্মিলা ঠাকুর। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের এই ছবি একটু বয়স্ক মানুষদের মনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। তবে সিনেমা হল ভরিয়েছেন নতুন প্রজন্মের মানুষেরাও। এক কোটি বাজেটের এই ছবি ১.৫২ কোটি আয় করে বক্স অফিসে। দর্শকেরা এই ছবিকে দারুণ ভালোবাসা দিয়েছেন।

বছরের শুরুতেই মুক্তি পেয়েছিল সৃজিতের সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই ছবিটি। একাধিক তারকাদের নিয়ে তৈরি এই সিনেমা একটু অন্য রকমের। ১ কোটি টাকা বাজেটের এই ছবি বক্স অফিসে আয় করেছিল ১.৮৯ কোটি। যদিও বেশ কিছু বক্স অফিস রিপোর্ট মতে, ছবিটি ফ্লপ।

কোনও ভুল হলে ক্ষমা করে দিও

শেষের সে দিনে এ কথাগুলোই বলেছিলেন ধর্মেন্দ্র। তাঁর শেষ ছবি ইক্কিস। তারই শুটিংয়ের শেষ দিন কেক কেটেছিলেন ধরম পাজি। ছিলেন পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন, সহ অভিনেতা জয়দীপ আহলাওয়াত। সেই ভিডিও প্রকাশ করেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সানি দেওল। তিনি ক্যাপশন করেছেন, 'একটা হাসি যা অন্ধকারে আলো জ্বালায়, এ সেই উদারতা যার কোনও সীমা নেই। বাবার জন্য আমাদের ভালোবাসার শিকড় অনেক গভীরে। ওঁর শেষ ছবি ইক্কিস। চলুন, নতুন বছরে হলে গিয়ে তাঁকে সেলিব্রেট করি।'

ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, ধরমজি বলছেন, 'ম্যাডক ফিল্মস, এই টিম, ক্যাপ্টেন শ্রীরামজির সঙ্গে কাজ করে আমার খুব ভালো লেগেছে। ছবিটি খুব ভালো করে বানানো হয়েছে। মনে হয়, ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশেরই এ ছবি দেখা উচিত।' ভিডিওয় আরও দেখা যাচ্ছে, শুটিং শেষে কেক কাটা হয়েছে। ধরমজি শ্রীরামের হাত থেকে কেক খাচ্ছেন, জয়দীপকে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন। শেষে তিনি একটু হেসে বলছেন, 'আজ মনটাও খারাপ কারণ শুটিং শেষ হয়ে গেল।' তারপর তিনি যা বলেছেন, তা যে অন্তরের কোন গভীরে পৌঁছে যায়, তার তল পাওয়া যায় না। আজ যখন তিনি নেই তা যেন আরও বেশি করে বুকে আঙুল ছুঁইয়ে যায়! তিনি একটু হেসে কথা শেষ করেন, 'সবাইকে খুব ভালোবাসি। যদি কোথাও কোনও ভুল হয়ে যায়, তার জন্য ক্ষমা করে দিও।' কমেন্ট বক্স উজাড় করে তাঁকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। ববি দেওল অজস্র লাল হার্টের চিহ্ন এঁকেছেন এই ভিডিওর নীচে। ইক্কিস আসবে ১ জানুয়ারি, ২০২৬-এ।

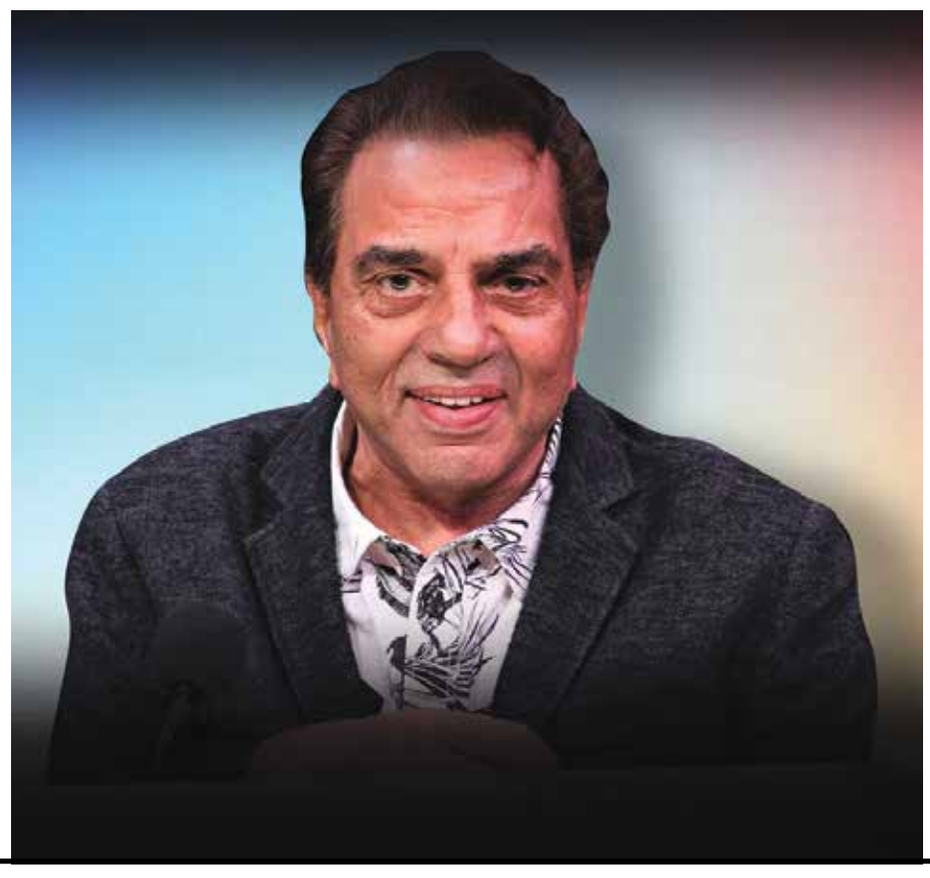

একনজরে সেরা

প্রিয়াংকার জন্যই

সম্প্রতি কপিল শর্মার শো-তে এসেছিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। এস রাজমৌলির ছবি বারাণসীর তিনি নায়িকা এবং ছবির বাজেট ১৩০০ কোটি টাকা। কপিল দেশি গার্লকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার জন্যই নাকি এই বাজেট বৃদ্ধি? শোনা গিয়েছে, ছবিতে তাঁর পারিশ্রমিকের পরিমাণ ৩০ কোটি। কপিলের এই প্রশ্নে তিনি থতোমতো খেয়ে যান, সেটাও দেখা গিয়েছে।

দৃশ্যম ৩, কবে মুক্তি

২০২৬ সালের ২ অক্টোবর মুক্তি পাবে দৃশ্যম ৩। ইনস্টায় নির্মাতারা একটি ভিডিও শেয়ার করে জানিয়েছেন সে কথা। অজয় দেবগণ আবার বিজয় সালগাঁওকর হয়ে ফিরছেন। মালয়ালাম দৃশ্যম-এর এই হিন্দি ভার্সনে আরও আছেন শ্রিয়া সরণ, ইশিতা দত্ত, ঋণাল যাদব প্রমুখ। সম্প্রতি মোহনলাল জানিয়েছেন মালয়ালাম দৃশ্যম ৩-এর শুটিং শেষ, এ ছবির নায়ক তিনিই।

ইতিহাসে ধুরন্ধর

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ছবি তৃতীয় সপ্তাহে ৯৯.৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করল। হারল এতদিন শীর্ষে থাকা ছাওয়া, পুষ্পা, স্ত্রী ২, বাহুবলী ২, মহাবতার নরসিমহা, গদর ২, অ্যানিম্যাল, জওয়ান ও দঙ্গল-কে হারাল। এখন ভারতে ধুরন্ধর ছবির ব্যবসা ৫৭৯.২০ কোটি, বিশ্বে ৮৭০.২৬ কোটি।

জন্মদিনেই আসবে

সলমন খানের জন্মদিন ২৭ ডিসেম্বর। সেদিনই প্রকাশিত হবে তাঁর আগামী ছবি ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর আর এক টিজার। আগের টিজারে সলমন বরফে ঢাকা উপত্যকায়, হাতে মুগুর, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে, গালওয়ান, সেখানকার ইতিহাস এবং এই ছবি সম্পর্কে জানাতে ভাইজানের জন্মদিনই সঠিক দিন।

সেকুলার গান

লগ্নজিতা চক্রবর্তী ভগবানপুরের বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে 'জয় মা' গানটি গাইতে গেলে তাঁকে 'সেকুলার গান' গাইতে বলেন স্কুলমালিক মেহেবুব মল্লিক। এরপর কথা কাটাকাটি ও মঞ্চে উঠে শিল্পীর শারীরিক হেনস্তা করা হয়। ভগবানপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হলে পুলিশ মেহবুব এবং আরও চারজনকে শ্লীলতাহানি ও খুনের চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করে।

সান্তার টুপি খুদেকে। সোমবার শিলিগুড়িতে বড়দিনের কেনাকাটার সময় সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

গতির বলি জ্যোতির্বিজ্ঞানী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : ফের রাতের শহরে গতির বলি। এবার মৃত্যু হল এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। পুলিশ জানায়, মৃত ওই তরুণীর নাম সোনালি ডোগরা (৩৫)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টেশন ফিডার রোডের ওই বাসিন্দা জামানিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করতেন। চলতি মাসের শুরুতে ওই তরুণী বাড়িতে আসেন। রবিবার রাতে বিধান রোডের একটি হোটেলে পরিচিতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন সোনালি। এরপরই পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 'লং ড্রাইভ'-এ বের হন তিনি। সেই লং ড্রাইভই কাল হয়ে দাঁড়ায় সোনালির।

বেঙ্গল সাফারি পার করার পরেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলে ধাক্কা মারে। এরপর একাধিকবার গাড়িটি পালটি খেয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনায় সোনালির সঙ্গে ওই গাড়িতে লং ড্রাইভে বেরোনো পাঁচজন শহরের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যদিও সোনালির মৃত্যু হল কীভাবে তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, ওই তরুণী চলন্ত গাড়ির সানরুফ খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেকারণে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। যদিও এখনই এব্যাপারটা স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'সানরুফ খুলে ওই তরুণী দাঁড়িয়েছিলেন কি না, সেটা এখনই স্পষ্ট নয়। তদন্তের মাধ্যমেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।'

এদিকে, গত এক মাসে রাতের শহরে একের পর এক দুর্ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ ফেলছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অন্দরে। বিষয়টি স্বীকার করছেন ডিসিপি (ট্রাফিক)-ও। যদিও অত রাতে ট্রাফিকের নজরদারি সম্ভব নয় বলেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ডিসিপি (ট্রাফিক)। তিনি বলছেন, 'দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রত্যেকটা ঘটনাই গভীর রাতে হচ্ছে। মানুষ যদি সচেতনভাবে না চলেন, তাহলে অত রাতে আমাদের আর কিছু করার নেই।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে রাত আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে। সোনালি সহ গাড়িতে থাকা তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা সেবকে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, গাড়িটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। সেই গতির নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরেই ঘটে যায় বিপত্তি। ঘটনার পর রাস্তা দিয়ে চলা অন্য যানচালকরা খবর দেন ভক্তিনগর থানায়। এরপর পুলিশ এসে ছয়জনকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানেই সোনালিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। সোনালির পরিচিত প্রকাশ আগরওয়াল বলেন, 'ঘটনায় আহত বাকিরা এখন ভালো রয়েছেন। সোনালি চলতি মাসের ৪ তারিখ জামানি থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। এমনটা হবে ভাবতেই পারছি না।'

ভক্তিনগর থানায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। সোমবার তোলা ছবি।

দুর্ঘটনাক্রম

- স্টেশন ফিডার রোডের এই বাসিন্দা জামানিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করতেন
- রবিবার রাতে বিধান রোডের একটি হোটেলে পরিচিতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন
- অনুষ্ঠান শেষে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 'লং ড্রাইভ'-এ বের হন
- বেঙ্গল সাফারি পার করার পরেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলে ধাক্কা মারে

বর্ষশেষে ইউনিফর্ম, আন্দোলনে এবিটিএ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : শিক্ষাবর্ষের শেষে পড়ুয়াদের কেন ইউনিফর্ম দেওয়া হচ্ছে, সরকারি টেস্ট পেপারে কেন হিন্দি ভাষা নেই, এমন বিস্তর অভিযোগ তুলে আন্দোলনে রাস্তায় নামল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ)। সোমবার সংগঠনের তরফে এমন প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি কিছু দাবিকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রতি বছর দু'বার সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। তবে নির্দিষ্ট সময়মতো এই ইউনিফর্ম না পাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয় পড়ুয়াদের। এদিন বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে কাপড়ের মান নিয়েও অভিযোগ করেছে এবিটিএ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'সরকারি ইউনিফর্ম নিম্নমানের হওয়ার জন্য পড়ুয়ারা তা পরতে পারছে না। বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে কাপড় কিনে ইউনিফর্ম তৈরি করছে।'

এদিন বিদ্যালয় পরিদর্শক সেসময় না থাকায় অফিসের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফে দেওয়া দাবিগুলি শিক্ষা দপ্তরে জানানো হবে বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান বিদ্যুৎ। এছাড়াও এদিন সন্ধ্যায় এবিটিএ'র তরফে সম্প্রতি বাংলাদেশে মৌলবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করা হয়। বাঘা যতীন পার্কের সামনে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন এবিটিএ জেলার সহ সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল সহ শিক্ষক নেতারা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সন্তোষ সামন্ত। এদিন সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফেও বাংলাদেশ ইস্যুতে ধিক্কার মিছিলের পাশাপাশি শিলিগুড়ি থানার সামনে প্রতিবাদ সভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার শরদীন্দু চক্রবর্তী, ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান ভট্টচার্য প্রমুখ। এছাড়াও মঙ্গলবার সিপিএমের জেলা কমিটির তরফে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদী মিছিল বের করা হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ

না জানিয়ে দফায় দফায় লোডশেডিং

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : শীতকালীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শহর শিলিগুড়িতে সাময়িক বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকার বিষয়টি জানিয়ে নোটিশ দিয়েছিল বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। কবে, কোন ওয়ার্ডে কতক্ষণ বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হবে সে বিষয়টি জানিয়ে একটি তালিকাও দিয়েছিল বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। এমনকি বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখার একদিন আগে মাইকিংও করছে সংস্থা। এতদূর পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও, সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্য জায়গায়। অনেক এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্দিষ্ট দিন ছাড়াও অন্য দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি এর জন্য কোনও ঘোষণা করা হচ্ছে না। এদিকে না জানিয়ে ৪-৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা না দেওয়ায় একাধিক সমস্যার মধ্যে পড়ছেন নাগরিকরা।

অভিযোগ, কখনও খুব সকালে বিদ্যুৎ থাকছে না। তো কখনও দিনভর এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৩০ মিনিট, ৪০ মিনিট করে পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে। কেন আগাম না জানিয়ে এভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী। শিলিগুড়ির শক্তিগড়, মিলনপল্লি, অশোকনগর, ঝংকার মোড় সহ একাধিক এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে এই সমস্যা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে শক্তিগড় পাঁচ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা দীপঙ্কর ভৌমিকের বক্তব্য, 'শীতকালীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তো দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও যখন তখন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। সকালে চলে যাচ্ছে, দুপুরে চলে যাচ্ছে। বিকেল পর্যন্ত এই সব চলছে।' বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার রিজিওনাল ম্যানেজার বিদীপরঞ্জন বর্মনের ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় শীতকালীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা একটি তালিকা তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে সেই তালিকা বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী শিলিগুড়ির শক্তিগড়, নৌকাঘাট মোড় থেকে ঝংকার মোড়, এসএফ রোড, উত্তরকন্যা-তিস্তাপল্লি, লেকটাউন, গেটবাজার, নবগ্রাম এবং বলাকা মোড় এলাকায় ১৬ ডিসেম্বর এবং ৮ জানুয়ারি বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু ২০ তারিখ থেকে লাগাতার সকালে, দুপুরে, বিকেলে পালা করে এই এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। সোমবারও একই সমস্যা হয় এলাকায়। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি?

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনদিন ধরে এই এলাকাগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। প্রশ্ন হল, এই এলাকায় তিনদিন ধরে কাজ চললেও কেন আগাম এলাকাবাসীকে জানানো হল না। কেনই বা আগাম মাইকিং করা হল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে একাধিক নার্সিংহোম, ল্যাব রয়েছে। শক্তিগড়ে দুটি স্কুল রয়েছে, পূর্ত দপ্তরের একাধিক অফিস রয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যার পাশাপাশি স্কুলের পড়ুয়া সরকারি অফিসের কাজও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

কখনও খুব সকালে বিদ্যুৎ থাকছে না। তো কখনও দিনভর এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৩০ মিনিট, ৪০ মিনিট করে পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সোমবার তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক)-এর তরফে পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে স্কুলের প্রায় ৫০ জন পড়ুয়াকে বাসে করে নিয়ে যান শিক্ষকরা। বিজ্ঞানকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল বলেন, 'পড়ুয়াদের বিজ্ঞান নিয়ে আরও আগ্রহী করে তোলার জন্য এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞানকেন্দ্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মডেল সম্পর্কে পড়ুয়াদের বিস্তারিত বোঝানো হয়েছে। স্কুলের তরফে মূলত পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের এই ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ফর্ম মিলল

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : অবশেষে পঞ্চমে ভর্তির ফর্ম মিলল জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে। গত শুক্রবার নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে মেয়েদের ভর্তি করার জন্য অভিভাবকরা ফর্ম নিতে গেলে তথ্যে ভুল থাকার কথা বলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে অভিযোগ জানান অভিভাবকরা। এরইমধ্যে নিজেদের অবস্থান বদলে সোমবার থেকে ফর্ম দেওয়া শুরু করল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিন পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির ফর্ম পাওয়ার পর অভিভাবকরা জানান, তথ্যগত ভুল সংশোধনের জন্য এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মেয়েদের পঞ্চমে ভর্তি নেওয়ার ব্যাপারেও স্কুলের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

রাত ১০টায় জলের খোঁজ

অমিত রায়

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : দিনেরবেলায় পানীয় জল মেলে না। এলাকায় রাস্তার কলে জল আসে রাত ১০টার সময়। সেটা নিয়েই আক্ষেপ করছিলেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা রহিত রায়। তিনি বলেন, 'শীতের রাতে ওই সময় জল আনাটা ভীষণ কষ্টকর। তার ওপর জলের গতিও খুব কম।' ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা লাগোয়া শান্তিপাড়ায় চরম জলকষ্টে রয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, কয়েক দশক ধরে এলাকায় জলকষ্ট থাকলেও এখনও এর কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

এই ওয়ার্ডে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু বাড়িতে গভীর নলকূপ বসালেও তার জলেও আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকায় তা পান করা যায় না। এমনকি সেই জল বাড়ির অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায় না। প্রায় দু'বছর আগে পুরনিগম পানীয় জলের জন্য একটি কুয়ো তৈরি করে দিলে তাতেও সমস্যা মেটেনি। সেই জলের সঙ্গে বালি ওঠে। তা পান করতে সমস্যা হয়। এই কুয়োর জল বছরে সব সময় মেলে না। কুয়োর জলের স্তর অনেক নীচে নেমে যায়।

সোমবার শান্তিপাড়া ও কমলানগর এলাকায় দেখা গেল, নানাবিধ সমস্যায় রয়েছেন এলাকার মানুষ। কোথাও দেখা গেল পানীয় জলের সমস্যা। কোথাও পানীয় জলের কল থাকলেও সময়মতো জল আসছে না। এলাকায় নেই আবর্জনা ফেলার মতো কোনও ডাস্টবিন। এমনকি বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনাও সংগ্রহ করা হয় না। নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না নিকাশিনালা। যার ফলে খুবই দুর্ভোগে রয়েছেন এই এলাকার মানুষ।

এলাকার মহেশ মাহাতো, সুস্মিতা বাড়ই সহ আরও অনেকেই জানালেন, দীর্ঘদিন থেকে এই এলাকায় জলের কষ্ট রয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সুস্মিতা বলেন, 'কাউন্সিলার দু'মাস আগে বলে গিয়েছিলেন, এই এলাকায় একটি জলের ট্যাংক বসিয়ে দেবেন। এখন এই কাজ কবে হবে তার কোনও ঠিক নেই।' এই ওয়ার্ডের কমলানগর এলাকায় হাতেগোনা কল থাকলেও তাতে সময়মতো জল আসে না।

স্থানীয় রিনা রাম বলেন, 'এলাকার নালাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। নোংরা জল জমে থাকায় গন্ধের জন্য টেকা যাচ্ছে না। সঙ্গে বাড়ছে মশার উপদ্রব।' এই নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলেন, 'ওই এলাকায় প্রতিদিন জলের ট্যাংক পাঠানো হয়। জলের গতি বাড়নোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আশা করছি, দ্রুত যথাযথভাবে ট্যাপকলগুলোতে জল আসবে। নিকাশিনালাগুলিও মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করা হয় এবং আবর্জনা বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করার জন্য ভ্যান পাঠানো হয়।'

জলকষ্ট

- কয়েক দশক ধরে এলাকায় জলকষ্ট থাকলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি
- কিছু বাড়িতে গভীর নলকূপ বসালেও আয়রনের ভাগ বেশি থাকায় পান করা যায় না
- দু'বছর আগে পুরনিগম একটি কুয়ো তৈরি করে দিলে তাতেও সমস্যা মেটেনি

বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলের হারমোনি'২৫

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : নানা স্বাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সোমবার শেষ হল শিলিগুড়ির বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলের দুইদিনব্যাপী বার্ষিক কনসার্ট 'হারমোনি ২০২৫'। এদিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র জৈন। প্রথম দিন, রবিবার প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। আর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা শেক্সপিয়রের বিখ্যাত নাটক 'ম্যাকবেথ' এবং নাটকের মাধ্যমে 'মহাভারত' পরিবেশন করে।

পাশাপাশি আলো ও ধ্বনির মাধ্যমে 'টম অ্যান্ড জেরি' ফুটিয়ে তোলা হয়। উন্মোচন করা হয় স্কুলের পত্রিকা 'ক্ষিতিজ'। সবমিলিয়ে এগোরাশোরও বেশি পড়ুয়া এই দুইদিনের কনসার্টে অংশ নেয়। মার্শাল আর্ট থেকে শুরু করে যোগব্যায়াম, সব ক্ষেত্রেই পড়ুয়ারা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। অনুষ্ঠানে সিনিয়ার, জুনিয়ার- এই দুই ভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্বেতা তিওয়ারি বলেন, 'স্কুলকে পড়ুয়ারা সবদিক দিয়ে প্রথম স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। প্রাক্তনীরাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।' একইসঙ্গে অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বাড়িই যে কোনও শিশুর কাছে প্রথম স্কুল। তাই আপনারা শিশুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। অনেক কথা বলুন।'

স্কুলের অনুষ্ঠানে দুই পড়ুয়া।

শ্রীনিবাস রামানুজনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পড়ুয়াদের। সোমবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে।

গণিত দিবস পালন

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে জাতীয় গণিত দিবস পালন করা হয়। অঙ্ক যে খুব ভয়ের বিষয় নয়, সোমবার পড়ুয়াদের তা বোঝালেন বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ম্যাথমেটিকাল সোসাইটির সম্পাদক রাজকিশোরী বসু। অঙ্ক নিয়ে যে ভুল ধারণাগুলি রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেন রাজকিশোরী। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের প্রয়োগ সংক্রান্ত কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। গণিতের উপর ধাঁধারও আয়োজন করা হয়। রামানুজনের অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

হাকিমপাড়ায় দিনভর দাপট ডাম্পারের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : দিনদুপুরে শহরের মাঝে ডাম্পারের দৌরাত্ম্য চলছেই। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায় কয়েকদিন ধরে সরু সরু গলিতে ডাম্পার দাপিয়ে বেড়ানোয় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দিনভর কোনও ডাম্পার এভাবে শহরের পাড়ায় চলতে পারে না। বেশি রাতে দুই-একবার পণ্যবাহী গাড়ি চলে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এভাবে দিনভর যথেষ্ট গতিতে ডাম্পার চলায় ওয়ার্ডে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে অবগত ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটক। তিনি বলেছেন, 'কার অনুমতিতে এভাবে ওয়ার্ডের রাস্তাগুলির ওপর দিয়ে সকাল থেকে রাত ডাম্পার চলছে জানা নেই। পুরনিগম অনুমতি দিয়েছে কি না, সেটা তারাই বলতে পারবে।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করব।'

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা। খেলাঘর মোড় থেকে সুভাষপল্লি যাতায়াতের প্রধান রাস্তায় তখন প্রচুর ভিড়। হঠাৎ রাসবিহারী সরণি থেকে একটি ডাম্পার খেলাঘর মোড় হয়ে সরাসরি রবীন্দ্র সংঘের দিকে চলে গেল। ডাম্পারটি গলি থেকে প্রধান রাস্তায় ঢোকার সময় না হর্ন বাজিয়েছে, না গতি কমিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে বাবলু বিশ্বাস নামে স্থানীয় বাসিন্দা বললেন, 'এত ব্যস্ত একটা রাস্তার মোড়ে এভাবে দিনেরবেলা ডাম্পার চলছে, ভাবা যায়! যে কোনও সময় মানুষকে পিষে দিতে পারে।' তাঁর বক্তব্য, 'এমনিতেই বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার জন্য রাস্তাগুলি খুঁড়ে নষ্ট করে রেখেছে। চারদিকে ধুলো আর ধুলো। এমনিতেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যাচ্ছে না। তার ওপরে কয়েকদিন ধরে রাসবিহারী সরণি থেকে একাধিক ডাম্পার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাটি ভর্তি করে ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে।' রাসবিহারী সরণির বাসিন্দা সুমতি দত্ত বললেন, 'এভাবে ডাম্পার চলায় রাস্তায় বের হওয়াই আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা আমাদের রাস্তাগুলি এমনিতেই সরু। ডাম্পার চলায় রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ানোর মতো জায়গা থাকছে না। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'দিনের ব্যস্ত সময় এভাবে শহরের পাড়ার রাস্তা দিয়ে ডাম্পার চলতে পারে না। এর জেরে যে কোনও সময় একটা বিপদ হতে পারে। বিষয়টি পুরনিগমকে জানিয়েছি।'

> দিনের ব্যস্ত সময় এভাবে শহরের পাড়ার রাস্তা দিয়ে ডাম্পার চলতে পারে না। এর জেরে যে কোনও সময় একটা বিপদ হতে পারে। বিষয়টি পুরনিগমকে জানিয়েছি।
>
> **সুজয় ঘটক** *কাউন্সিলার*

ভরদুপুরে হাকিমপাড়ায় ধুলো উড়িয়ে চলছে ডাম্পার। -সংবাদচিত্র

আমাদের পরিবারে স্বাগত!

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

তিন শর্ত
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

কাজটা কী
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানারকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

কর্মক্ষেত্র : শিলিগুড়ি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক

আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

ছুটির আমেজে তুষারপাতের প্রতীক্ষায় পাহাড়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সাতসকালে ঘন কুয়াশার আস্তরণ, সন্ধের পর শিরশিরানি হাওয়া এবং রাতে শিশিরভেজা গাছের পাতা থেকে মাঠের ঘাস। হঠাৎ বদলে যাওয়া আবহাওয়ায় জাঁকিয়ে শীতের পূর্বাভাস।

এ যেন প্রকৃতির তুষারপাতের প্রস্তুতিও। দুপুরের গরমে তুষারপাতের সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনেন না কেউই। কিন্তু রাতের আবহাওয়ায় রয়েছে তুষারপাতের পূর্বাভাসই। পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়ায় স্পষ্ট, চৌকাঠে তুষারকণা আছড়ে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। বড়দিন উদযাপনে পূর্ব ও উত্তর সিকিমে তুষারপাত ঘটবে হলফ করে বলা যায়। প্রকৃতি সদয় থাকলে বর্ষবরণে তুষারকণা আছড়ে পড়তে পারে শৈলরানিতে। কী মনে হচ্ছে, 'লেটস গো' বলে পাহাড়ের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে!

বড়দিন এবং বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে অনেকেই পাহাড়ের পথ ধরেন। এবারও সিকিম এবং দার্জিলিং পাহাড়ের হোটেলগুলিতে উইন্টার বুকিং চলছে। তুষারপাতের সম্ভাবনায় সিকিমের এমজি মার্গ থেকে দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় যে পর্যটকদের ভিড়টা আরও জমাট বাঁধবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই দুই পাহাড়ের পর্যটন নির্ভর ব্যবসায়ীদের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত উত্তর সিকিমের লাচেনে পর্যটক প্রবেশে এখনও নিষেধাজ্ঞা থাকলেও লাচুংয়ে তা নেই। ফলে উইন্টার ট্যুরিজমে গা ভাসিয়ে লাচুংয়ে এখন রেকর্ড পর্যটকের ভিড়। এখানকার হোটেল ব্যবসায়ী কল্লক দে বললেন, 'বড়দিন থেকে বর্ষবরণ, সিংহভাগ রুম বুকড হয়ে রয়েছে। তুষারপাত হলে তো কোনও রুম ফাঁকা থাকবে না।' একই বক্তব্য ছাংগুর হোটেল ব্যবসায়ী সুনীল গুপ্তর। জিরো পয়েন্টে গত কয়েকদিন ধরে তুষারপাত ঘটছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে।

দীর্ঘ বছর পর ২০২২-এ তুষারপাত হয়েছিল দার্জিলিং শহরে। ঘুম, সোনাদায় তুষারপাতের খবরের হাওয়া পেতেই সে বছর দলে দলে পর্যটক ভিড় জমিয়েছিলেন শৈলরানিতে। পরবর্তী বছরগুলিতে সান্দাকফু, ফালুটের মতো জায়গাগুলিতে তুষারপাত ঘটলেও নতুন করে সাক্ষী থাকতে পারেনি শহর দার্জিলিং। নতুন বছরে কি পারবে? 'যদি শহরে তুষারপাত হয়, তবে তার ডিভিডেন্ড পরবর্তী কয়েক বছর পাওয়া যাবে', বললেন দার্জিলিংয়ের কোচবিহার রোডের একটি হোটেলের ম্যানেজার স্বপন বিশ্বাস। দার্জিলিং শহরে বছরের শুরুতে শ্বেতশুভ্র কণা আছড়ে পড়বে কি না, নিশ্চয়তা দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। তবে বর্ষবরণে যে সান্দাকফু সহ কয়েকটি এলাকায় তুষারপাত ঘটবে, তা নিশ্চিত। আর একবার যদি তুষারপাত শুরু হয়, তার ব্যাপ্তি যে ঘটবে সময়ের সঙ্গে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কারণে বিজনবাড়ির একটি হোমস্টের কর্ণধার প্রেক্ষা শর্মা বললেন, 'আকাশ এখন পরিষ্কার থাকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা আসছেন। বড়দিন ও বর্ষবরণেও বুকিং ভালো আছে। স্নোফল হলে তো পর্যটকরা উৎসবে মাতবেন।'

কিন্তু হঠাৎ এমন সম্ভাবনা কেন? উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এই অঞ্চলে ছুটে এসে ঘাঁটি গাড়া কুয়াশার আস্তরণ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বলে আবহবিদদের বক্তব্য। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী দুইদিনের মধ্যে শক্তিশালী একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা হলে তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

পাহাড়ে তুষারপাতের অর্থই সমতলে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। ফলে বড়দিন এবং বর্ষবরণের চড়ুইভাতি এবার জমজমাট, শীতের মতোই।

পৃথিবীর পাঠশালা

অন্ধকারের চেয়েও কালো

কালো রং বলতে আমরা যা বুঝি, তার চেয়েও কালো কিছু হতে পারে? উত্তর হল- হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা ন্যানো-টেকনলজি ব্যবহার করে এমন এক পদার্থ তৈরি করেছেন যার নাম 'ভ্যান্টাব্ল্যাক'। এটি এতটাই কালো যে, এটি তার ওপর পড়া ৯৯.৯৬% আলো শুষে নেয়। সাধারণ কালো বস্তুর ওপর আলো পড়লে তার শেড বা ভাঁজ বোঝা যায়। কিন্তু ভ্যান্টাব্ল্যাকের ওপর আলো পড়লে কিছুই ফিরে আসে না। ফলে কোনও আঁকাবাঁকা জিনিসের ওপর এই রং লাগিয়ে দিলে সেটিকে দ্বিমাত্রিক বা একটি 'কালো গর্ত' বলে মনে হয়। এটি মূলত মহাকাশ গবেষণায় টেলিস্কোপের ভেতরটা অন্ধকার রাখতে তৈরি করা হয়েছিল। তবে শিল্পীরাও এখন এই রং ব্যবহার করছেন। এই রঙের দিকে তাকালে মানুষের মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে যায়, মনে হয় যেন শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চাঁদের বুকে জলের ভালুক

চাঁদে কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে? উত্তরটা সম্ভবত হ্যাঁ, এবং সেটা মানুষেরই ভুলে! ২০১৯ সালে ইজরায়েলের মহাকাশযান 'বেরেশিট' চাঁদের বুকে ক্র্যাশ ল্যান্ড করে। ওই যানে ছিল হাজার হাজার 'টারডিগ্রেড' বা ওয়াটার বেয়ার। এই আণুবীক্ষণিক প্রাণীগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে সহনশীল জীব। এরা ফুটন্ত জল, তীব্র ঠান্ডা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং মহাকাশের শূন্যস্থান সব সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে গেলেও এই খুদে প্রাণীগুলি চাঁদের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সম্ভবত এখনও জীবিত আছে (সুপ্ত অবস্থায়)। জল ও বাতাস পেলে এরা আবারও জেগে উঠতে পারে। অর্থাৎ, মানুষ অজান্তেই চাঁদে পৃথিবীর প্রাণী পাঠিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম ধাপটি হয়তো পার করে ফেলেছে!

ভূতুড়ে পুতুলের দ্বীপ

মেক্সিকোর জোকিমিলকো খালের মাঝে রয়েছে এক অদ্ভুত দ্বীপ, যার নাম 'ইসলা দে লাস মিউনেকাস' বা পুতুলের দ্বীপ। এই দ্বীপে পা রাখলে দেখবেন গাছের ডালে, বেড়ার গায়ে সর্বত্র ঝুলছে হাজার হাজার ভাঙাচোরা, নোংরা পুতুল। তাদের কারও চোখ নেই, কারও হাত-পা ভাঙা। গল্প অনুযায়ী, জুলিয়ান সান্তানা নামের এক ব্যক্তি এই দ্বীপে বাস করতেন। তিনি একবার এক ছোট মেয়েকে খালের জলে ডুবে মারা যেতে দেখেন। মেয়েটির অতৃপ্ত আত্মাকে খুশি করতে এবং অশুভ শক্তিকে দূরে রাখতে তিনি ভেসে আসা একটি পুতুল গাছে টাঙিয়ে দেন। এরপর তিনি পাগলের মতো পুতুল সংগ্রহ করতে থাকেন এবং দ্বীপজুড়ে টাঙাতে থাকেন। ২০০১ সালে জুলিয়ানকেও ঠিক সেই একই জায়গায় জলে ডুবে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পর্যটকদের কাছে এই দ্বীপটি এখন অন্যতম ভয়ের এবং আকর্ষণের জায়গা।

আস্ত বিমান খেয়ে হজম

খাবারের পাতে একটু শক্ত হাড় থাকলে আমরা বিরক্ত হই। অথচ ফ্রান্সের মিশেল লোটিটো নামের এক ব্যক্তি লোহা, কাচ, রাবার সব চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তাঁর নাম রয়েছে 'মঁসিয়ে ম্যাঞ্জটাউ' বা 'সর্বভুক' হিসেবে। লোটিটোর এক বিরল শারীরিক অবস্থা ছিল যার নাম 'পিকা', যা তাকে অখাদ্য খেতে বাধ্য করত। তাঁর পাকস্থলীর দেওয়ালও ছিল অস্বাভাবিক রকমের মোটা। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ১৮টি সাইকেল, ১৫টি সুপারমার্কেট ট্রলি, ৭টি টিভি সেট, ৬টি ঝাড়বাতি এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য একটি আস্ত 'সেসনা ১৫০' বিমান খেয়ে ফেলেছিলেন! বিমানটি খেতে তাঁর সময় লেগেছিল দু'বছর (১৯৭৮-১৯৮০)। তিনি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে, তেল ও জল দিয়ে লোহালক্কড় গিলে নিতেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল, সাধারণ সেদ্ধ ডিম বা কলা খেলে তাঁর পেটে ব্যথা হত, কিন্তু লোহা খেলে তিনি দিব্যি সুস্থ থাকতেন!

কাঠামোগত সংস্কার বিমায়

নিউজ ব্যুরো

২২ ডিসেম্বর : সংসদে সবকা বিমা সবকি রক্ষা (বিমা আইন সংশোধন) বিল, ২০২৫ পাশ হওয়া ভারতের বিমা কাঠামোর বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৩৮ সালের বিমা আইন, ১৯৫৬ সালের জীবনবিমা কর্পোরেশন আইন এবং ১৯৯৯ সালের বিমা নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন আইন সংশোধন করে, বিলটি ভারতের আধুনিক, নমনীয় ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি গ্রামীণ পরিবার সহ সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলিতে বিমা কভারেজ সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। বিলের অধীনে প্রস্তাবিত চুক্তিগুলি '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিমা' জাতীয় লক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয়।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, 'এই বিমা নাগরিকদের কেবল ঝুঁকির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে না, ন্যায্য বিমার দাবিও নিশ্চিত করবে।'

আরাবল্লি রক্ষার আর্জি

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : আরাবল্লি পর্বতমালা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে চিঠি দিলেন একদল পরিবেশকর্মী। তাঁদের আশঙ্কা, ওই রায়ের ফলে উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ কাটা, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, খাদান তৈরির ফলে কার্যত ধ্বংসের মুখে পড়বে ওই পর্বতমালা।

পরিবেশকর্মীরা চিঠিতে জানিয়েছেন, আরাবল্লি ধ্বংস হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। রাজস্থানের থর মরুভূমি আরও সম্প্রসারিত হবে। আরাবল্লি ধ্বংস হলে বিপন্ন হবে কয়েকশো প্রাণী। পরিবেশবিদদের বক্তব্য, 'উন্নয়ন বিনাশের নামান্তর হলে তা আমরা চাই না।' যদিও কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের যুক্তি, 'বিভ্রান্তিকর তথ্য ও আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে।'

বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে শিলিগুড়ি ভিসা অফিসের সামনে বিক্ষোভ। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

বন্ধ ভিসা অফিস

প্রথম পাতার পর

যাতে না দেওয়া হয় সেই বিষয়ে কর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সন্তোষ সাহার বক্তব্য, 'আমরা বাংলাদেশিদের আর কোনও সুযোগসুবিধা দেব না। ভুল করেও ওঁদের কেউ যাতে সুবিধা না পান, তারজন্য কাউন্টারে বসা কর্মীদের কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের একটি যৌথ কর্মসূচি ছিল। বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিছিল করে বিধান রোড, পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে সেবক রোডে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির কাছে বাংলাদেশের ভিসা সেন্টারের কাছে যান সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে আগে থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল। রাস্তাতেই আটকে দেওয়া হয় বিক্ষোভকারীদের। প্রথমে সকলেই ভিসা সেন্টারে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। ভিসা সেন্টারে দুজন মহিলা কর্মীও ছিলেন। সকলে জোর করে প্রবেশ করতে চাইলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এরপর পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে লক্ষ্মণ বনসল সহ চার-পাঁচজন ওপরে যান। ততক্ষণে কর্মীরা আতঙ্কে ভিসা অফিস বন্ধ করে দেন। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই যিনি ওই অফিসের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছেন তাঁকে ফোন করে অনুরোধ করা হয় ওই অফিস আর না খোলার জন্য। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের পতাকা এবং সাইনবোর্ড সরানোর কথাও বলা হয়। ওই সময় সেবক রোডে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল দাহ করার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রের সাইনবোর্ড ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, সরোজ মাহাতো নামের কুলিপাড়ার এক তরুণের নেতৃত্বে সোমবার জংশন এলাকাজুড়ে পোস্টারিং করা হয়েছে। সরোজের মাদকবিরোধী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। তাছাড়া জংশনে একটি টিকিট কাউন্টারও রয়েছে। এভাবে পোস্টার লাগানোর কারণ কী? সরোজের বক্তব্য, 'জংশনে প্রচুর বাংলাদেশি আসেন। তাঁদের আমরা নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁরা যা করছেন, সেটা কোনওভাবেই সহ্য করা যাচ্ছে না। তার জন্যই আমাদের এই সিদ্ধান্ত।'

একই মত আরেক টিকিট কাউন্টারের মালিক অশোক শীলের। তিনি বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশিদের থেকে ভারতবিরোধী নানা কথা শুনতে পারছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সব সীমা অতিক্রম হয়ে গিয়েছে।'

যদিও কিছুটা অন্য মতই পোষণ করছেন শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রুটে ট্যাক্সি পরিষেবার একটি কাউন্টারে বসা অনুপম সাহা। এদিন সকালে কাউন্টারে আসতেই দেখেন, কাউন্টারের ওপর 'বয়কট বাংলাদেশ'-এর পোস্টার। বলছিলেন, 'এটা তো ওদের দেশের সমস্যা। আমরা আর কী বলতে পারি? সবাইকে মিলে চলতে হবে।'

খুলনায় গুলি এনসিপি'র নেতাকে

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তা নিয়ে অভূতপূর্ব আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষস্তরের নেতা- সবার মধ্যে এখন প্রাণভয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, জামায়াতে ইসলামির আমির শফিকুর রহমান থেকে শুরু করে জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বা এলডিপি'র আলি আহমদের মতো বর্ষীয়ান নেতা দেহরক্ষী চেয়ে সরকারের কাছে দরবার করছেন। কয়েকশো আবেদন জমা পড়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স চেয়ে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতিবিদরা গণহারে ব্যক্তিগতভাবে অস্ত্রের লাইসেন্স চাইতে শুরু করার অর্থ সেই দেশ 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' হওয়ার দিকে এগোচ্ছে।

হাদির খুনের বিচারের জন্য ইতিমধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এক পোস্টে লিখেছেন, 'পুলিশি রিপোর্ট আসার পর সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ হবে।' হাদির হত্যাকারীরা এখনও ধরা না পড়ায় তাঁর দল ইনকিলাব মঞ্চের নেতা আবদুল্লা আল জাবের ইতিমধ্যে সরকারের উদ্দেশে বলেছেন, 'মানুষের করের টাকায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি চলে। যদি তারা হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে না পারে, তাহলে সংস্থাগুলিকে রাখার প্রয়োজন নেই।'

ফের স্বরাষ্ট্র ও আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি। 'তদন্তের জন্য এফবিআই অথবা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সংস্থাকে যুক্ত করতে হবে' বলে জাবেরের দাবি। তাঁর ভাষায়, 'সিভিল ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা আওয়ামী লিগের সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।'

অন্যদিকে, বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে অস্বস্তিতে ফেলেছে রাশিয়া। ঢাকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরাইভিচ অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, এই অস্থিরতা চলতে থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন স্রেফ দিবাস্বপ্ন। রাশিয়ার বক্তব্য, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে কেবল দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, রুশ রাষ্ট্রদূত ঢাকাকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার খোলাখুলি পরামর্শ দিয়েছেন।

ভারত-বিরোধিতার তাস খেলে যাঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন, তাঁদের জন্য গ্রিগোরাইভিচের অস্বস্তিকর বার্তা, 'ভারতের মতো বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত বজায় রাখা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী হতে পারে।' বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও ভোট করানো নিয়ে গভীর সংশয়ে।

রাজত্ব ভাঙল

প্রথম পাতার পর

সেসব বলার সাহস দেখাননি তাঁরা। রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মহলে প্রশান্তকে বলা হয় তৃণমূলের 'খবরিলাল'। উত্তরবঙ্গের নেতাদের নানা কাজকর্ম এবং গোপন খবর তিনি নাকি পৌঁছে দিতেন শাসকদলের শীর্ষ মহলে। ফলে শুধু নেতা নন, পাছে কলকাতায় কলকাঠি নাড়েন সেই ভয়ে প্রশান্ত ফোবিয়ায় ভুগতেন অনেক মন্ত্রীও।

জেলায় জেলায় থাকা প্রশান্তর আধডজনের বেশি বিলাসবহুল বাড়ি এবং বিপুল সম্পত্তির কথা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ না হওয়ায় আইনের শাসনের কঙ্কালসার চেহারাটি বারবার সামনে এসেছে। সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, মাথার ওপর অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনও 'ছায়ার' আশীর্বাদ না থাকলে একজন বিডিও'র পক্ষে খুল্লম খুল্লা ক্ষমতার প্রদর্শন সম্ভব নয়। তাই প্রশান্ত যাই করুন না কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হবে না। সেই ধারণা অবশ্য এমনি এমনি তৈরি হয়নি। নানা ঘটনার প্রেক্ষিতেই তা বদ্ধমূল হয়েছে। তাই খুনের প্রধান আসামি হয়েও তাঁর বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো, গ্রেপ্তার না হওয়া বা জামিন পেয়ে যাওয়ায় খুব একটা অবাক হয়নি আমজনতা। এতকিছুর পরেও স্বঘোষিত 'দাবাং বিডিও' হিসাবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টার মধ্যেও যে দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল তা অবাক করেছে অনেক দুঁদে আমলা বা পুলিশকর্তাদেরও।

তবে সোমবার হাইকোর্ট তাঁর জামিন খারিজ করে দিয়ে যে কড়া বার্তা দিল, তা সাধারণ মানুষের মনে আইনের শাসনের প্রতি খানিকটা হলেও ভরসা বৃদ্ধি করবে। অন্যায় করলে শেষরক্ষা যে হয় না, সেই সত্যটিই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল- প্রশান্তর জামিন খারিজের খবর চাউর হওয়ার পর সব মহলে এটাই ছিল প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া।

প্রশাসনের অন্দরমহল থেকে রাজনৈতিক মঞ্চ—সবাই যখন প্রশান্তর প্রতাপে কার্যত নতজানু, তখন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' শুরু থেকেই নির্ভীকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নানা খতিয়ান জনসমক্ষে এনেছে। নানাবিধ হুমকি ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ধারাবাহিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে গিয়েছে। প্রতিবেদন বন্ধের জন্য কোনও চাপের কাছেই মাথা নোয়ায়নি উত্তরের প্রিয় পত্রিকা।

প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এরপর প্রশান্ত হয়তো সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। আইন এবং বিচার ব্যবস্থা তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই এগিয়ে যাবে। কিন্তু সোমবার প্রশান্তর দম্ভে যে চপেটাঘাত করল হাইকোর্ট, নিশ্চিতভাবেই তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। এরপর প্রশান্তর জীবন ও কার্যকলাপের উপর আরও জোরালো আলো পড়বে, নানা রহস্য থেকে পর্দা উঠবে- তা যে বিডিও'র পক্ষে সুখকর হবে না সেটা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন আমলাদের একাংশই। শুধু আমজনতা বা নেতাদেরই নয়, আমলা ও পুলিশের একাংশকেও এতদিন ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়েছেন প্রশান্ত। ফলে সরকারি কর্মী মহলেও তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। সুযোগ পেলে কেউই যে ছেড়ে কথা বলবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অপরাধবিজ্ঞান বলে, অপরাধী তার অপরাধের কোনও না কোনও প্রমাণ দিয়ে থাকে। অপরাধবিজ্ঞানে 'অহংকারী অপরাধী'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অপরাধ করার পর অনুতাপ-এর বদলে দম্ভ দেখায়। বিজ্ঞানের সেই নীতিতেই প্রশান্ত ফেঁসে গিয়েছেন বলেই মনে করছেন অপরাধবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা মনস্তাত্ত্বিকরা।

এত কিছুর পরেও প্রশান্তর ক্ষমতার আসল উৎসটি আজও রহস্যাবৃত। সেই উৎসের খোঁজে অনুসন্ধান চলবে।

সম্প্রীতির

প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ।

ধরে আসা গলায় মন্দির কমিটির সভাপতি পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বলছিলেন, 'হাতেগোনা কয়েক ঘর হিন্দু পরিবারের পক্ষে এই মন্দির গড়া অসম্ভব ছিল। পাকা মন্দির তৈরির জন্য যত টাকা দরকার, তা জোগাড় করতে পারিনি। দুই সম্প্রদায়ের চেষ্টায় এতদিন পর সেই সাধ পূরণ হতে চলেছে।' দানেশের ব্যাখ্যায়, 'শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ তৈরি করতে নয়, মানুষ হিসেবে আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছি।'

এক বড়ই অদ্ভুত আঁধার যেন নেমে এসেছে বিশ্বে। ধর্মের নামে হানাহানি থেকে বাদ পড়ে না শিশু। উলঙ্গ করে পুড়িয়ে মারা হয় একজনকে। ধর্মীয় উৎসবে নির্বিচারে গুলি চলে। ক্ষতি হয় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের। কে কী খাবেন, তা নিয়েও রক্তচক্ষুর শাসানি সইতে হয়। এমন অসহিষ্ণুতার কালো মেঘ যখন দানা বাঁধছে আকাশে, তখন বাংলার মাটিকে স্বস্তি দেয় বালুভরটের মতো এক ফুরফুরে রোদ।

উত্তরবঙ্গের উর্বর মাটিতে চিরকাল সম্প্রীতির চাষ হয়। হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলা হোক বা কোচবিহারে মদনমোহনের রাস উৎসব, দুর্গাপুজো থেকে বড়দিন- এখানে মিলেমিশে এক হয় সবাই। মালদার অখ্যাত এক গ্রাম সেই ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের কথায়, 'এই ঘটনা সমাজকে চিরকাল ইতিবাচক বার্তা দেবে। বালুভরট গ্রাম দেখিয়ে দিল, সম্প্রীতি কেবল কথায় সীমাবদ্ধ না রেখে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়।' এদিন সেখানে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রকাশ দাস, পঞ্চায়েত সদস্য শকুন্তলা সাহা প্রমুখ।

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

জামিনের সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। তাঁর সহযোগীরা জেলে আর তাঁর আগাম জামিন বহাল রাখা অনৈতিক হবে। বিষয়টি হাস্যকর হবে।' হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে বড়সড়ো বিপাকে পড়লেন প্রশান্ত বর্মন।

দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিধাননগর আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন কি না জানতে চাইলে প্রশান্ত বলেন, 'আদালতের কোনও নোটিশ এখনও আমার হাতে আসেনি। নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত এব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না।' গত ২৬ নভেম্বর বারাসত আদালতে তাঁর জামিন মঞ্জুর এবং ২৯ নভেম্বর বিধাননগর আদালতে সেই জামিন নিশ্চিতের নির্দেশগুলিও সোমবার খারিজ করেছে হাইকোর্ট। ফলে আর কোনও রক্ষাকবচ রইল না বিডিও'র।

তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশের ফলে বিডিও'র গ্রেপ্তারিতে আরও কোনও বাধা রইল না। বিডিও'র তরফে সোমবার সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা দাবি করেন, এই আদালতের আগাম জামিন বাতিলের এক্তিয়ার নেই। আগাম জামিন খারিজ হলে কোন যুক্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট তা গ্রহণ করেছিলেন?'

তাঁদের যুক্তি, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও ডাকা হয়নি। তাই আত্মসমর্পণ না করলে আগাম জামিন বাতিলের বিষয়টি আসে না। নিম্ন আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর জামিনের বিরোধিতা করেননি। হাইকোর্টে পুলিশের দায়ের করা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। প্রশান্তর আইনজীবীরা প্রশ্ন করেন, কলকাতায় ঘটে যাওয়া ঘটনায় রাজগঞ্জের বিডিও কীভাবে যুক্ত হলেন? তাঁর তো পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বিশেষ সরকারি আইনজীবী দেবাশিস রায় অবশ্য জানান, ঘটনার দিন কলকাতা থেকে প্রশান্তর উত্তরবঙ্গে উড়ে যাওয়ার বিমানের টিকিট পুলিশের কাছে আছে। অভিযুক্তের সহযোগীরাও বয়ান দিয়েছেন। বিচারপতির স্পষ্ট মন্তব্য, 'বিডিও প্রশান্ত বর্মন আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন এবং তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।'

বিচারপতির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, 'স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে দত্তাবাদের বাসন্তী জুয়েলার্স নামের দোকান থেকে তুলে নেওয়া, কোথায় ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তারপর কোথায় দেহ ফেলা হয়েছে ইত্যাদি সমস্ত বয়ান দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী। অভিযুক্তের চালকের ফোনে গাড়ির মধ্যে ধস্তাধস্তি, খুন ও যাত্রাগাছি খালে দেহ ফেলার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। সমস্ত রাস্তা ও এয়ারপোর্টের সিসিটিভির ফুটেজও রয়েছে। তাই আদালত মনে করছে, এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বিডিও-ই। তিনি নিজের সরকারি পদ প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন।'

পাহাড়ের গাড়ি

প্রথম পাতার পর

বৈঠক থেকেও সমাধানসূত্র বের হয়নি। এরপরেই সোমবার শিলিগুড়িতে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি বৈঠকে বসে। এতদিন ধরে একটা অন্যায্য দাবি নিয়ে পাহাড়ে জুলুম চললেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ তুলে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়, মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিং নম্বরের কোনও গাড়িকে সমতল থেকে পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। সেখানকার গাড়িগুলিকে পর্যটকদের পাহাড় থেকে শিলিগুড়িতে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হবে। তবে, নিত্যযাত্রীদের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে না। এরপরেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করলে এবং পাহাড়ে সমতলের একটি গাড়ি বা একজন চালককেও হুমকি দেওয়া হলে সমস্ত পরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এদিনই বিষয়টি লিখিতভাবে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক, পর্যটন বিভাগ সহ সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির তরফে সমীর পান্ডে এবং দেবাশিস মৈত্র জানিয়েছেন। একই দিনে পাহাড়ে সংযুক্ত চালক সংঘের টাইগার হিল বয়কটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনাইটেড ট্যাক্সি সিন্ডিকেট বিজিপিএমে যোগ দিয়েছে। তারপরেও দাবি আদায়ে অনড় সংযুক্ত চালক সংঘ। সংগঠনের পক্ষে রাহুল শারসা বলেছেন, 'বুধবার লালকুঠির বৈঠকের পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এসআইআর বঙ্গ দখলের চক্রান্ত

প্রথম পাতার পর

তৎপরতার পিছনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত আছে বলে নাম না করে বিষোদ্গার করেন মমতা। তাঁর ভাষায়, 'একজন টোটালটা কন্ট্রোল করছেন। প্রধানমন্ত্রীও কন্ট্রোল করেন না। আমার সন্দেহ আছে, প্রধানমন্ত্রীকেও উনি কন্ট্রোল করেন। দেশটা উনি কন্ট্রোল করেন। দাঙ্গাকারীরা যদি দেশ চালায়, সেই দেশটার কী হতে পারে দেখতেই পারছেন।'

এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্বে শুনানির তদারকিতে পর্যবেক্ষক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকদের নিযুক্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, 'অন্য রাজ্যের লোক এনে এখানে শুনানি করবে?' দলীয় বিএলএ-দের তিনি নির্দেশ দেন, 'খবর রাখুন, কাকে কাকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা কোন দপ্তরে কাজ করেন, কোথায় থাকেন ইত্যাদি সমস্ত তথ্য আমার চাই। রাজ্যকে না জানিয়েই এটা করা হয়েছে। তাঁরা মাইক্রো অবজার্ভার। যাঁরা রাজবংশী, কামতাপুরি, লেপচা, নেপালি কিছুই বোঝেন না। তাঁরা নাকি হিয়ারিং করবেন!' মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এসআইআর করে আসলে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে বিজেপি। 'তা করতে দেব না, বরং আমরা দিল্লি দখল করব' বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'বিজেপিকে জেতানোর জন্য কয়েকজন বন্ডেড লেবার জুটেছে। বন্ডেড লেবারদেরও সম্মান থাকে। তোমরা বন্ডেড লেবার নও, তোমরা বন্ডেড ক্রীতদাস।' কমিশনের কাজে সবক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবের অভিযোগ করেন তিনি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিএলও অ্যাপে ঘনঘন পরিবর্তনে সামগ্রিক কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও তাঁর অভিযোগ। মমতা জানান, এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন ২২ থেকে ২৪ বার নির্দেশিকা পরিবর্তন করেছে। ২০০২ সালকে ভিত্তি করে নাম, অংশ নম্বর, ক্রমিক সংখ্যা খোঁজার কোনও অ্যাপ নেই। ফলে বেশিরভাগ লোক হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে ২০০২ সালের এপিক নম্বরের সঙ্গে বর্তমান এপিক নম্বরের কোনও সামঞ্জস্য নেই। এটা কি ক্রিমিন্যাল অফেন্স নয়? অপরিকল্পিত, বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কাজ চলছে।'

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও ছিলেন তাঁর নিশানায়। তবে মনোজের নাম উচ্চারণ করেননি। মমতার কথায়, 'এখানে যিনি বসে আছেন, তিনি তো বাড়ি থেকে টাকা ফেলেছিলেন। খবরের কাগজে দেখেছি। সিবিআই হানা দিয়েছিল। তখন তিনি দিল্লিতে কোনও দায়িত্বে ছিলেন বলে শুনেছি। তাঁর বিরুদ্ধে কম কেস আমার কাছেও নেই।' বাংলায় কমিশনের দপ্তরের ঠিকানা বদলও মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় বেআইনি। সম্প্রতি ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের নাম থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম ছেঁটে কৌশলে রাম শব্দটি ঢোকানোর অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। মমতার ভাষায়, দেশটাকে 'রাম নাম সত্য হ্যায়'-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিএলএ-দের তিনি মৃত, স্থানান্তরিত, অনুপস্থিত ভোটারদের তালিকা অনুসারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করতে নির্দেশ দেন। তালিকা থেকে বাদ কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলে তাঁদের ৬ নম্বর ফর্ম এবং অ্যানেক্সচার-৪ পূরণ করিয়ে ইআরও'র কাছে জমা দিতে বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, যে ভোটাররা আনম্যাপড, তাঁরা সকলে নোটিশ পেয়েছেন কি না তা দেখতে হবে। এই ভোটারদের ২০০২ সালের তালিকার কপি এবং কমিশনের নির্ধারিত ১১টি প্রমাণপত্রের যে কোনও একটি সংগ্রহ করে রাখতে বলতে হবে। এসব নথি না থাকলে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও বিএলএ-দের।

গুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সাম্মানিক ডিগ্রি দেওয়া হল রোহিত শর্মাকে।

এখনই রাজি নই বিমান ‘ল্যান্ড’ করাতে : রোহিত

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর : পাখির চোখ ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ।

লক্ষ্যপূরণের আগে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানার কোনও ইচ্ছে নেই। এদিন ফের সেই কথা স্পষ্ট করে দিলেন রোহিত শর্মা। অবসর নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হিটম্যানের হেঁয়ালিভরা উত্তর, তিনি এখন বিমানে সওয়ারি। জার্নিটা উপভোগ করছেন। এই মুহূর্তে বিমান থেকে নামতে চান না!

অবসর নিয়ে হেঁয়ালি হিটম্যানের

অস্ট্রেলিয়ায় এবং ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দুই সিরিজেই সাফল্য পেয়েছেন। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া সফরে সিরিজের সেরা প্লেয়ারের তকমা। ধারাবাহিক সাফল্যের সুবাদে ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর ক্রিকেটারের তকমাও তাঁর মুকুটে।

নিজেকে ফিট রাখতে জিমে সময় কাটাচ্ছেন। ম্যাচ প্র্যাকটিসের কথা মাথায় রেখে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতেও নামবেন। অথচ, ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিতের থাকা নিয়ে টানাপোড়েনে বিরাম নেই। এদিন গুরুগ্রামে এক অনুষ্ঠানে অবসরের সম্ভাবনাকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিলেন হিটম্যান।

রোহিত বলেছেন, ‘আমার কেরিয়ারের শুরুটা বেশ কঠিন ছিল। তবে ছন্দ পেয়ে গেলে একবার বিমানে বসার পরই তা নীচে নামে। এটাই আসল। আমি চাই না দ্রুত সেই বিমান নীচে নামুক। এখনও উপরেই থাকতে চাই।’

কেরিয়ার নিয়ে বলতে গিয়ে কেন বিমানের উদাহরণ? রোহিতের যুক্তি, বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা কমবেশি সবার রয়েছে। বিমান যখন ৩৫-৪০ হাজার ফুট উপরে উঠে যায়, তখন যাত্রীরা স্বস্তিতে

> আমার কেরিয়ারের শুরুটা বেশ কঠিন ছিল। তবে ছন্দ পেয়ে গেলে একবার বিমানে বসার পরই তা নীচে নামে। এটাই আসল। আমি চাই না দ্রুত সেই বিমান নীচে নামুক। এখনও উপরেই থাকতে চাই।
>
> **রোহিত শর্মা**

থাকে। খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্তে চোখ জুড়োতে পারে। জীবনও অনেকটা সেরকম। ছন্দ পেয়ে গেলে, সেটা ধরে রাখা জরুরি।

রোহিত আরও বলেছেন, ‘ওঠার পাশাপাশি অবতরণও জরুরি। তবে তা নির্ভর করবে আপনি কখন অবতরণ করতে চাইছেন। এই মুহূর্তে আমার বিমান ‘ল্যান্ড’ করানোর কোনও ইচ্ছে নেই।’ ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের হতাশা থেকে সেসময় অবসরের ভাবনা একসময় ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। শেষপর্যন্ত সেই ভাবনা সরিয়ে রেখে লড়াই জারি।

টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক আরও বলেছেন, ‘টি২০ হোক বা ওডিআই, আমার লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপ জেতা। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ফাইনালের হারটা মেনে নিতে পারিনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল শরীরের সবটুকু শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি। মাস দুয়েক লেগেছিল ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে।’ শেষপর্যন্ত ক্ষতে প্রলেপ ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে।

২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের হতাশা কাটিয়ে নতুন উদ্যমে ঝাঁপানোর পিছনে রসদ জুগিয়েছিল টি২০ বিশ্বকাপের হাতছানি। রোহিতের কথায়, ‘পরিশ্রম করে যখন কোনও কাজ হয় না, খারাপ লাগাটা প্রত্যাশিত। সেটাই হয়েছিল আমার সঙ্গে ওডিআই বিশ্বকাপে। তবে জানতাম, জীবন ওখানেই থেমে থাকে না। হতাশা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর শিক্ষাটা পেয়েছিলাম।’

এদিকে, ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে রোহিতকে দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের অ্যাসেজ বিপর্যয় নিয়ে ‘কটাক্ষ’ করতে। অস্ট্রেলিয়ায় মাটিতে খেলা সবসময় কঠিন, বোঝাতে গিয়ে রোহিত বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়া খেলা একেবারে আলাদা চ্যালেঞ্জ। আপনারা এই নিয়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন।’ ইতিমধ্যেই প্রথম তিনটি টেস্টেই (সবমিলিয়ে ১১ দিন খেলা হয়েছে) হেরে সিরিজ খুইয়ে বসেছে বেন স্টোকসের দল।

বাজবলকে তুলোধোনা ভন-নাসেরদের

ডিআরএস বিতর্কে টিম জয়ে নিশানা স্টার্কের

অ্যাডিলেড, ২২ ডিসেম্বর : জয়ের হ্যাটট্রিক। পারথ, ব্রিসবেনের পর অ্যাডিলেড। ইংল্যান্ডকে কার্যত গুড়িয়ে দিয়ে অ্যাসেজ জয় সুনিশ্চিত করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। মিচেল স্টার্কের রাগ তবুও যাচ্ছে না! নিশানায় খোদ জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি!

অ্যাডিলেড টেস্টে ‘স্নিকোমিটার’ নিয়ে বিতর্ক উত্তাপ বাড়িয়েছে। অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দুই শিবিরই। অ্যাডিলেড টেস্ট জেতার পরও যে ক্ষোভ আইসিসি-র ওপর উগরে দিলেন স্টার্ক। দাবি, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই, প্রতিটি টেস্টে একই প্রযুক্তি (স্নিকোমিটার) ব্যবহার করা উচিত। যার ব্যয়ভার বহন করুক আইসিসি, সম্প্রচার সংস্থা নয়।

অস্ট্রেলিয়ায় স্নিকোমিটার প্রযুক্তি দিয়ে থাকে আরটিএস। বাকি বিশ্বে আলট্রাএজ। স্টার্কের আপত্তি ঠিক এখানেই। প্রশ্ন, কেন এক যাত্রায় ভিন্ন অবস্থান? স্টার্ক বলেছেন, ‘আমি নিশ্চিত ডিআরএস নিয়ে যা হয়েছে, প্রত্যেকেই হতাশ। দর্শক, আধিকারিক, সম্প্রচার সংস্থা সবাই। কেন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই একই সংস্থার প্রযুক্তি ব্যবহার হবে না? কেন আলাদা দেশ, আলাদা সিরিজে পৃথক প্রযুক্তি থাকবে? একই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি কমবে। আর প্রযুক্তির খরচ কেন বহন করবে না আইসিসি?’

প্যাট কামিন্সের সুর অবশ্য কিছুটা নরম। অজি অধিনায়কের মতে, অস্ট্রেলিয়ায় যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, বিদেশে তা আলাদা। দুই প্রযুক্তিতেই কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। বিশ্বাস, সমস্যাগুলি মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ করলে বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

সিরিজ জয়ের মাঝে চিন্তা তারকাদের ফিটনেস। অ্যাডিলেডের প্রত্যাবর্তন ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন কামিন্স। ২৬ ডিসেম্বর শুরু চতুর্থ টেস্টে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অনিশ্চিত স্টিভ স্মিথও। কামিন্সের অবর্তমানে প্রথম দুই ম্যাচে স্মিথের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল। স্মিথ-কামিন্সদের নিয়ে অনিশ্চয়তার জের, বক্সিং ডে টেস্টে নতুন অধিনায়কের সম্ভাবনা।

তৃতীয় টেস্টে বল জেমি স্মিথের ব্যাটে না লাগলেও ‘গ্রাফ’ দেখিয়েছিল স্নিকোমিটার।

এদিকে, অ্যাসেজ-ভরাডুবির জেরে প্রবল সমালোচনার মুখে ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসরা। প্রশ্নের মুখে বাজবলও। নাসের হুসেনের কথায়, বাজবলে কোনও লাভ হচ্ছে না। অতীতে বারবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভরাডুবি হয়েছে। সেই পরম্পরা জারি। না ব্যাটিং, না বোলিং-কোনও কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রাশ আলগা করে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

মাইকেল আথারটন হতাশ প্রায় বিনা যুদ্ধে দলের অসহায় আত্মসমর্পণে। বলেছেন, ‘গোটা দশেক অ্যাসেজ সফর হয়ে গেল আমার (ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার হিসেবে)। ব্যর্থতা দেখেছি। হোয়াইটওয়াশের সাক্ষী থেকেছি। সবচেয়ে খারাপ লাগে, এভাবে কোনওরকম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে না পারা। অস্ট্রেলিয়া দল আমাদের দুর্বলতাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অথচ, আমরা যা দূর করতে পারছি না কিছুতেই।’

আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন, ‘১১ দিনের মধ্যেই তিন টেস্টে হার! অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের এরকম হাল আগে কবে হয়েছে মনে করতে পারছি না। গত তিন বছর ধরে ইংল্যান্ড টিম ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। বাকি ক্রিকেট বিশ্ব মুখের ওপর যার জবাব দিচ্ছে। অজিরা হাসছে। ওরাও ভাবেনি এরকম দশা হবে ইংল্যান্ডের।’

কুপার কনোলিকে পাঞ্জাব কিংস ৩ কোটি টাকায় নিলাম থেকে তুলে নিয়েছে।

প্রীতিদের এবার ট্রফি দিতে চান কনোলি

সিডনি, ২২ ডিসেম্বর : পাঞ্জাব কিংস আর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

একসময় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। ২০১৪ সালে দলকে ফাইনালে তোলার নেপথ্যে ছিল ম্যাড-ম্যাক্সের ব্যাটিং তাণ্ডব। ২০২৬ আইপিএলে কি সেই ভূমিকায় দেখা যাবে পাঞ্জাবের নতুন অজি সদস্য কুপার কনোলিকে? অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে কনোলির তুলনা চলছে। নবাগতের মধ্যে গ্লেনের ছায়া দেখছেন অনেকে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে রিকি পন্টিংয়ের পাঞ্জাব কিংস ৩ কোটি টাকার বিনিময়ে ম্যাক্সওয়েলের শূন্যস্থান পূরণে দলে নিয়েছে কনোলিকে।

ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে তুলনায় নারাজ

কনোলি নিজেও আত্মবিশ্বাসী। বিশ্বাস, বিশ্বের সেরা টি২০ লিগে খেলার অভিজ্ঞতা ক্রিকেটার হিসেবে তাঁকে পরিণত করবে। তবে এখনই ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে নিজের তুলনায় নারাজ। বলেছেন, ‘ম্যাক্সির (ম্যাক্সওয়েল) সঙ্গে তুলনায় আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। তবে ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার। ওর ধারেকাছে পৌঁছোতে আমাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।’

আইপিএলে পন্টিংকে হেডকোচ হিসেবে পাওয়ায় বাড়তি খুশি। দলকে ট্রফি দিয়ে সেই খুশিটা বাড়িয়ে নিতে চান। কনোলি বলেছেন, ‘আমার একমাত্র লক্ষ্য ইতিবাচক ক্রিকেট খেলা এবং পাঞ্জাবকে ম্যাচ জেতানো। ট্রফি জিততে চাই। দারুণ দল। দুর্দান্ত একটা মরশুমের অপেক্ষায় আছি।’

৫ উইকেট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি। সোমবার।

হ্যাডলির রেকর্ড ভাঙলেন ডাফি

মাউন্ট মাউনগানুই, ২২ ডিসেম্বর: প্রথম টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ৫৩১ রান তাড়া করতে নেমে ম্যাচ ড্র করে ফিরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সোমবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের শেষদিনে তাদের সামনে লক্ষ্য ছিল ৪৬২ রান। কিন্তু এবার আর হল না। ক্যারিবিয়ানদের ৩২৩ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতল কিউয়িরা। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভাঙলেন পেসার জ্যাকব ডাফি (৪২/৫)। শুধু

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

তাই নয়, এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সব ফরম্যাট মিলিয়ে কিউয়িদের মধ্যে ডাফির সর্বাধিক ৮১টি উইকেট হয়ে গেল। ভাঙলেন প্রাক্তন তারকা রিচার্ড হ্যাডলির (৭৯) রেকর্ড।

এদিন ৪৩/০ স্কোর নিয়ে নামার পর শুরুটা দেখেশুনে করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু দলের ৮৭ রানের মাথায় ডাফির বলে ব্র্যান্ডন কিং (৬৭) ফিরতেই ভেঙে পড়ে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিং। নিটফল, ২৫ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা ১৩৮ রানে অল আউট হয়। ডাফিকে যোগ্য সংগত করেন বাঁহাতি স্পিনার আজাজ প্যাটেল (২৩/৩)।

ধাক্কা কাটিয়ে বিজয় হাজারেতে শুভমান

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : তীরে এসে তরী ডোবা।

একেবারে শেষ মুহূর্তে টি২০ বিশ্বকাপের ‘বিমান’ মিস। সহ অধিনায়ক থেকে একেবারে বাদ! ধাক্কা কাটিয়ে নতুন শুরুর লক্ষ্যে বুধবার শুরু বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভমান গিল। ১৮ জনের ঘোষিত পাঞ্জাব দলে রাখা হয়েছে ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ককে।

ভারতীয় টি২০ দলের দুই অস্ত্র অর্শদীপ সিং ও অভিষেক শর্মাও রয়েছেন বিজয় হাজারের পাঞ্জাব দলে। ত্রয়ীর উপস্থিতিতে পঞ্চাশের ফরম্যাটের এই প্রতিযোগিতার অন্যতম দাবিদার মনে করা হচ্ছে পাঞ্জাবকে। আলাদা করে বাড়তি নজর টি২০ বিশ্বকাপ দলে থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়া শুভমানের দিকে।

উদ্বোধনী দিনেই পাঞ্জাব তাদের অভিযান শুরু করছে। জয়পুরে অনুষ্ঠিত যে ম্যাচে প্রতিপক্ষ রুতুরাজ গায়কোয়াড়, পৃথ্বী শ সমৃদ্ধ

খেলবেন সূর্য-অভিষেকরাও

> সূর্য, শিবমরা বিজয় হাজারের দুইটি ম্যাচ (৬ ও ৮ জানুয়ারি) খেলার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। দলে ওদের নাম যুক্ত করা হবে। রোহিতও এই মুহূর্তে দুইটি ম্যাচ খেলার কথা জানিয়েছেন।
> -মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা

মহারাষ্ট্র। তবে ফেভারিট ধরা হচ্ছে পাঞ্জাবকে। ব্যাটিং লাইনআপ রীতিমতো শক্তিশালী। শুভমান, অভিষেক ছাড়াও আছেন নমন ধীর, রামনদীপ সিং, প্রভসিমরান সিং, হরপ্রীত ব্রারের মতো ব্যাটার রয়েছে। বোলিং বিভাগে অর্শদীপের সঙ্গী গুরনুর ব্রার, ক্রিস জগতরা।

মহারাষ্ট্র ছাড়া গ্রুপ লিগে পাঞ্জাবের বাকি প্রতিপক্ষরা হল ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, সিকিম, গোয়া ও মুম্বই। বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য শক্তিশালী দল গড়েছে মুম্বইও। শার্দূল ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই দলে রয়েছেন রোহিত শর্মা। আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজের

দলে থাকা সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবেও।

মুম্বই টিম সূত্রের খবর, এলিট গ্রুপ ‘সি’-র শেষ দুই ম্যাচে হিমাচলপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলবেন সূর্যকুমার ও শিবম। ১১ জানুয়ারি শুরু হবে নিউজিল্যান্ডের তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। ২১ জানুয়ারি থেকে রয়েছে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। ম্যাচ প্র্যাকটিসের কথা মাথায় রেখেই বিজয় হাজারেতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রোহিত-সূর্যরা।

মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, ‘সূর্য, শিবমরা বিজয় হাজারের দুইটি ম্যাচ (৬ ও ৮ জানুয়ারি) খেলার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। দলে ওদের নাম যুক্ত করা হবে। রোহিতও এই মুহূর্তে দুইটি ম্যাচ খেলার কথা জানিয়েছেন।’ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচকরাও চাইছে জাতীয় দলের খেলোয়াড়রাও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে নিজেদের প্রস্তুত রাখুক। ইতিমধ্যে যা নিয়ে নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। মূলত বোর্ডের যে ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজয় হাজারেমুখী রোহিত সহ একঝাঁক জাতীয় দলের ক্রিকেটার।

জয় দিয়ে বছর শেষ করে খুশি ফ্লিক

মাদ্রিদ, ২২ ডিসেম্বর : লা লিগায় টানা আট ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে থেকে বছর শেষ করেছে বার্সেলোনা। ভারতীয় সময় রবিবার গভীর রাতে বছরের শেষ ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা।

বছরের শেষ ম্যাচে জয় পাওয়ায় খুশি বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক। ভিয়ারিয়াল ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, ‘ভিয়ারিয়াল খুব ভালো দল। খুব দ্রুতগতির ফুটবল খেলে। ওদের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট পেয়ে খুশি। ছেলেরা ম্যাচের শেষদিকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপরেও হাল ছাড়েনি তারা। ভিয়ারিয়াল ম্যাচের পর আপাতত ক্রিসমাসের ছুটি। বাড়িতে বিশ্রাম নেব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব।’

তবে ফ্লিককে চিন্তায় রেখেছে ডিফেন্ডার আন্দ্রে ক্রিশেনসনের চোট। ফলে জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে বিকল্প ডিফেন্ডার নেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন হ্যান্সি। এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকোর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি।

আপাতত ১৮ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের থেকে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বার্সা।

বুন্দেশলিগায় সবচেয়ে কম ম্যাচে ১০০ গোলে অবদান রাখার নজির গড়েলেন হ্যারি কেন।

বছরের শেষ ম্যাচে বড় জয় বায়ার্নের

মিউনিখ, ২২ ডিসেম্বর : বুন্দেশলিগায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে দৌড়োচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ।

রবিবার বুন্দেশলিগায় বছরের শেষ ম্যাচে হেইডেনহেইমকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন। ভিনসেন্ট কোম্পানির দলের হয়ে গোলগুলি করেছেন জোসিপ স্ট্যানিসিচ, মিচেল ওলিসে, লুইস দিয়াজ ও হ্যারি কেন। আপাতত ১৫ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বায়ার্ন। চলতি মরশুমে বুন্দেশলিগায় এখনও হারের স্বাদ পায়নি তারা। এই ম্যাচে গোল করে বুন্দেশলিগায় সবচেয়ে কম ম্যাচে ১০০ গোলে অবদান রাখার নজির গড়েছেন ইংরেজ তারকা হ্যারি কেন। তিনি মাত্র ৭৮ ম্যাচ খেলেই এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এখনও পর্যন্ত বুন্দেশলিগায় ৭৮ ম্যাচে ৮১ গোল ও ১৯ অ্যাসিস্ট করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

ম্যাচের পর বায়ার্ন কোচ কোম্পানি বলেছেন, ‘গত এক সপ্তাহ খুব কঠিন সময় গিয়েছে। একের পর এক খেলোয়াড় চোটের কবলে পড়েছে। যেভাবে ডাক্তারের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল, তাতে করোনার সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তরুণ খেলোয়াড়রা যেভাবে নিজেদের মেলে ধরেছে, তাতে আমি খুশি। হেইডেনহেইমের বিরুদ্ধে ওদের দৌলতেই ৪-০ গোলে বড় জয় পেয়েছি।’

আজ বাংলার ক্রিকেট সংসারে যোগ সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর: দল ঘোষণার সময় থেকেই তাঁকে নিয়ে ছিল সংশয়। তিনি কি আদৌ বিজয় হাজারে ট্রফি খেলবেন?

১৭ সদস্যের বাংলা স্কোয়াডে মহম্মদ সামির নাম থাকার পর তাঁকে নিয়ে জল্পনা কমেছিল। সঙ্গে তৈরি হয়েছিল নতুন প্রশ্ন। সামি কি বিজয় হাজারে ট্রফির শুরু থেকেই সব ম্যাচ খেলবেন? এই প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি। তবে সামি মঙ্গলবার বিকেলে নয়াদিল্লি থেকে রাজকোটে হাজির হচ্ছেন বলে খবর। আজ বিকেলে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা এই খবর জানিয়েছেন। তবে বুধবার প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ থেকেই সামিকে বাংলার প্রথম একাদশে দেখা যাবে কি না, এই প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি।

বিজয় হাজারে ট্রফি

বিদর্ভের বিরুদ্ধে বুধবার বিজয় হাজারে অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পর বুধবার থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফি এখন বাংলা দলের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। কোচ লক্ষ্মীরতন সোমবার বিকেলের দিকে রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, ‘নতুন প্রতিযোগিতার জন্য আমরা তৈরি। আজ সকালে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে ভালো অনুশীলন হয়েছে। দল হিসেবে সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা তৈরি।’ সামি খেলবেন কি না, এই প্রশ্নের জবাব আপাতত এড়িয়ে গিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন। সামি শেষপর্যন্ত যদি খেলেন, তাহলে মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপদের নিয়ে বাংলার পেস আক্রমণ বিজয় হাজারের আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে।

রাজকোট শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের মাঠে বিদর্ভের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলা। সেই মাঠ ও পিচ সম্পর্কে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের স্পষ্ট ধারণা নেই। আগামীকাল সকালে সেই মাঠেই অনুশীলন রয়েছে টিম বাংলার। মাঠ ও পিচ দেখার পরই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন।

বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য তৈরি হচ্ছেন মহম্মদ সামি।

ব্রুনোর চোটে চিন্তায় ম্যান ইউ কোচ রুবেন

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ ডিসেম্বর : দুঃসময়ে যেন কাটছেই না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। দলের পারফরমেন্স তলানিতে এসে ঠেকেছে। তার সঙ্গে দোসর একের পর এক চোট-আঘাত। রবিবার প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রুবেন অ্যামোরিম ব্রিগেড। এই নিয়ে লিগে শেষ ৮ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতেছে তারা। গোদের উপর বিষফোড়া হিসেবে হাজির অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজের চোট। ব্রুনোকে নিয়ে ইউনাইটেডের চোট পাওয়া ফুটবলারের সংখ্যা দাঁড়াল ৭।

এদিকে, সামনে বক্সিং ডে ম্যাচে প্রতিপক্ষ নিউক্যাসল ইউনাইটেড। তারপর একে একে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স, লিডস ইউনাইটেড এবং বার্নলে ম্যাচ। ফলে ব্রুনোর চোটের প্রসঙ্গ উঠলে চিন্তিত দেখিয়েছে কোচ অ্যামোরিমকে। বলেছেন, ‘অদ্ভুত পরিস্থিতি! এই বছর বিশেষ করে এই সময় এত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি যেমনই হোক মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।’ তবে অধিনায়ককে কতদিন পাওয়া যাবে না সে বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি পর্তুগিজ কোচ। অ্যামোরিমের কথায়, ‘জানি না ঠিক কতদিন লাগবে চোট সারতে। তবে হালকা সমস্যা মনে হল। সামনের কয়েকটা ম্যাচ ওকে পাব না হয়তো। তবে ব্রুনো এমন একজন ফুটবলার যে সবসময় ফিট থাকে। এবং দ্রুত চোট সারিয়ে ফিরে আসে।’

অ্যাস্টন ভিলার আমাদৌ ওনানার ট্যাকলে চোট পেলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

তবে সমস্যা মেটাতে জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে অল আউট আক্রমণে যেতে নারাজ অ্যামোরিম। তাঁর মন্তব্য, ‘জানুয়ারিতে তাড়াহুড়ো করে ভুল করার জায়গা নেই। আমার প্রচুর ফুটবলার চাই- ক্লাবের কাছে এই আর্জি জানাতে চাইছি না।’

ক্রিকেট থেকে অবসর গোথামের

বেঙ্গালুরু, ২২ ডিসেম্বর : ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন কৃষ্ণপ্পা গোথাম। কর্ণাটকের এই অলরাউন্ডার আজ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট থেকেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ৩৭ বছরের গোথাম তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছেন, ‘সবাইকে একদিন থামতে হয়। সেই নিয়ম মেনে আজ অবসরের সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম।’ ২০১২ সালে কর্ণাটকের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল গোথামের। মাঝে রাজস্থান রয়্যালস, পাঞ্জাব কিংস, চেন্নাই সুপার কিংসের মতো দলের হয়ে আইপিএলেও সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন গোথাম। ঘরোয়া ক্রিকেটে অলরাউন্ডার হিসেবে আলাদা একটা সম্মানের জায়গা ছিল তাঁর।

আমার ব্যাট চললে কী হয়, সতীর্থরা জানে : সূর্য

> জানি আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু পরীক্ষায় ফল ভালো না হলে কি কেউ স্কুল ছেড়ে যায়? -সূর্যকুমার যাদব

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। চলছে সমালোচনা।

তার মধ্যেই ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আপাতত সাময়িক বিশ্রামে পুরো দল। নতুন বছরের শুরু থেকেই ফের ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। টি২০ বিশ্বকাপের বাজনাও বাজতে শুরু করবে। যার দল ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় সোমবার আহমেদাবাদের জিএলএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পেপটক দিতে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক। সেখানে তিনি তাঁর পজিটিভ মানসিকতার দিক যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই সূর্যকুমার জানিয়েছেন, তাঁর ব্যাট চললে কী হয়, সতীর্থরা ভালো করেই জানেন। প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া ২০২৫ সালটা দ্রুত ভুলে যেতে চাইবেন সূর্য। সৌজন্যে তাঁর পারফরমেন্স। ১৯ ইনিংসে ১২৩ স্ট্রাইক রেটে ২১৯ রান একেবারেই স্কাইসুলভ নয়। কিন্তু তারপরও দ্রুত রানে ফেরার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী ভারত অধিনায়ক। সূর্যকুমারের কথায়, 'আমি বরাবরই পজিটিভ মানসিকতায় বিশ্বাস করি। সেই মানসিকতা নিয়েই ক্রিকেট খেলি। জানি আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু পরীক্ষায় ফল ভালো না হলে কি কেউ স্কুল ছেড়ে যায়? আমিও লড়াই ছাড়ছি না। দ্রুত রানে ফেরার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।' কেন তিনি এমন ভাবনা ভাবছেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্কাই। জানিয়েছেন, তাঁর সতীর্থদেরও অধিনায়কের প্রতি গভীর আস্থা রয়েছে। কুড়ির ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের কথায়, 'আমি কঠিন পরিশ্রম করছি। আমার দলের ১৪ জন্য সৈনিকও আমার সঙ্গে রয়েছে। আপনাদের চেয়েও ওরা ভালো করে জানে, আমার ব্যাট চললে কী হতে পারে। আবার বলছি, দ্রুত রানে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমার।'

স্কাইয়ের ব্যাটে কবে রানের দেখা মিলবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ভারত অধিনায়ককে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করেছে। টি২০ বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ অধিনায়ক স্কাইয়ের জন্যও অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

স্মৃতিকে কটাক্ষের জবাব জেমিমার

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর : টি২০ আন্তর্জাতিকে ৪ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রেখেছেন স্মৃতি মান্ধানা। তারজন্য তারকা ব্যাটারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সতীর্থ জেমিমা রডরিগেজ। মাঠে ইতিহাস গড়লেন স্মৃতি। আর শুভেচ্ছা বার্তা মারফত মাঠের বাইরে তাঁকে ঘিরে ওঠা কটাক্ষের জবাব দিলেন সতীর্থ জেমিমা। সমাজমাধ্যমে স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন, 'আমার দিদি... অনেক ভালোবাসা। আর হ্যাঁ, সেই ক্রেজি বাইসেপসও!' এই ছোট্ট মন্তব্যেই লুকিয়ে বড় বার্তা। সম্প্রতি মান্ধনার শারীরিক গঠন, বিশেষ করে তাঁর পেশিবহুল হাত নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশ কটাক্ষ শুরু করেছিল। জেমিমার এই মন্তব্যকে তাই অনেকেই দেখছেন সেই কটাক্ষের জবাব হিসেবে। জেমিমার পোস্ট সমাজমাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মতে, এটি শুধু এক সতীর্থকে সমর্থন

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** ভাইজ্যাগ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

করা নয়, বরং মহিলা ক্রীড়াবিদদের প্রতি অপ্রয়োজনীয় শরীরচর্চাভিত্তিক সমালোচনার বিরুদ্ধেও বার্তা।

এদিকে, মাঠের বাইরে আবারও বড় মনের মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করলেন স্মৃতি। কাশ্মীরের আরু উপত্যকার এক খুদে ক্রিকেটপ্রেমী কন্যার উদ্দেশে তাঁর এক ছোট্ট বাতাই মুহূর্তে জয় করে নিল হৃদয়।

সম্প্রতি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক কবীর খান কাশ্মীর ভ্রমণের সময় এক ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে আলাপচারিতার অভিজ্ঞতা সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেন। সেই মেয়েটি জানায়, তার প্রিয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা। কবীরের সেই পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্মৃতি লেখেন, 'আরুতে থাকা ওই ছোট্ট চ্যাম্পিয়নকে আমার তরফ থেকে একটা বড় আলিঙ্গন দিও। আমি ওর জন্যও চিয়ার করছি।' স্মৃতির এই সহজ অথচ আবেগঘন মন্তব্য মুহূর্তে মন জয় করেছে নেট নাগরিকদের।

পালাবদলের সম্ভাবনা দিল্লি ক্যাপিটালসে।

লোকেশকেই হয়তো দায়িত্ব দিল্লি ক্যাপিটালসের

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : দিন দুয়েক আগে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক হয়েছেন তিনি। কিন্তু সব ঠিক থাকলে দিল্লি ক্যাপিটালসের নেতৃত্ব হারাতে চলেছেন তারকা অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। তাঁর বদলে ২০২৬ সালের আইপিএলের জন্য লোকেশ রাহুলের দিল্লির অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দিল্লি ক্যাপিটালস শিবির থেকে এমন খবরই ভেসে আসছে। ২০২৫ সালের আইপিএলে দুরন্ত শুরুর

অধিনায়কত্ব হারাতে চলেছেন অক্ষর

পর মাঝপথে খেই হারায় ডিসি। শেষপর্যন্ত তারা পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে থামে। মাঠে অক্ষরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এমনকি ড্রেসিংরুমে তিনি দলকে উদ্বুদ্ধ করতেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন। যার জন্য বেশিরভাগ ম্যাচের পর লোকেশকেই সাংবাদিক সম্মেলনে আসতে দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া অতীতে পাঞ্জাব কিংস ও লখনউ সুপার জায়েন্টসকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে লোকেশের। ফলে সবদিক বিবেচনা করেই লোকেশকে অধিনায়ক করার ভাবনা ঘুরছে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে।

সেরা অবিনাশ-শুভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : যুব তৃণমূলের ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি আয়োজিত ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হলেন অবিনাশ বর্মন ও শুভ প্রসাদ। নবোদয় সংঘের প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন উৎসব ও অনিরুদ্ধকে।

বিএসএল থেকে বিশ্বকাপের স্বপ্ন বুনছেন 'ভারতীয়' মুসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : খেলছেন বেঙ্গল সুপার লিগ (বিএসএল)। চোখ বিশ্বকাপে। সেটাও নিজের দেশ ঘানাকে নিয়ে নয়, ভারতীয় দলকে নিয়ে। ইস্টবেঙ্গলের আশিয়ান কাপ জয়ী দলের মিডফিল্ডার সুলে মুসা বিএসএল থেকেই বিশ্বকাপের স্বপ্ন বুনছেন। ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় ঘর শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার বিএসএল-এর প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে তাঁর দল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। তার আগে নিজের 'ভারতীয়' পরিচয় সামনে এনে মুসা বলেছেন, 'ভারতকে আমার বাড়ি ভাবতেই পছন্দ করি। এই দেশে খেলতে এসেছিলাম ডিফেন্ডার হিসেবে। সুভাষ ভৌমিক আমাকে করে দিলেন মিডফিল্ডার। এই পজিশনে খেলেই সমর্থকদের ভালোবাসা, অর্থ সবকিছু পেয়েছি। এবার আমার লক্ষ্য কিছু ফিরিয়ে দেওয়া।' সেটা কি নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের কোনও ফুটবলারকে লাল-হলুদ জার্সির যোগ্য করে তোলা? মুসার চোখ কপালে তুলে দেওয়া উত্তর, 'আমার দলের সবাই প্রতিভাবান। ওরা ইস্টবেঙ্গল জার্সি পরতেই পারে। আমি শুধু ওদের বলব, পরাজয় স্বীকার না করে নেওয়া পর্যন্ত কেউ হেরে যায় না। স্বপ্ন দেখো, সেই সঙ্গে পরিশ্রম চালিয়ে যাও। তাহলে বিশ্বকাপ হয়তো তোমাদের দেখা যাবে। কত ছোট ছোট দেশই তো বিশ্বকাপে খেলছে, তাহলে ভারতই বা কেন পারবে না!'

নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের সহকারী কোচের এমন আত্মবিশ্বাস অবশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়, টানা দুই ম্যাচ জিতে আগামীকাল তারা কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নামছে হ্যাটট্রিকের সন্ধানে। প্রতিপক্ষ কোপা টাইগার্স বীরভূম হারের হ্যাটট্রিক করে ০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তলানিতে। দিনকয়েক আগে ঘরের মাঠে প্রথম সাক্ষাৎকারে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হেরে বসা কোপার কোচ জর্জি কোস্তানাপ্লিউ বলছিলেন, 'অল্প কয়েকদিন একসঙ্গে অনুশীলন করে আমরা খেলতে নেমেছি। তাই আমাদের কম্বিনেশন এখনও সেট হয়নি। তবে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই আয়ত্তে।' অবশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডও খুব বেশি অভিজ্ঞ বলা যাবে না। সোমবারই প্রথম তারা কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করল। কিন্তু বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের প্রশিক্ষণাধীন দলের টিম স্পিরিট বোঝা যায় একটি তথ্যে। দলের তরফে রাহুল চক্রবর্তী এদিন জানিয়েছেন, অমিত চক্রবর্তীকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অধিনায়ক হওয়ার। কিন্তু অমিত সেই সম্মান দলের বাকি খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতি ম্যাচে ভাগ করে নিতে চাইছেন। মাল্টিপল ক্যাপ্টেন্সির উদাহরণ তৈরি করতে চাওয়া অমিত কিন্তু রাইটব্যাকে খেলার সঙ্গে মাঠ ও মাঠের বাইরে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। যা করতে গিয়ে কোণঠাসা প্রতিপক্ষকে আরও চাপে ফেলে দিতে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'দিনকয়েকের মধ্যে দ্বিতীয়বার খেলতে হওয়ায় বিপক্ষের দুর্বলতা আমাদের সবারই মনে আছে। চাইব ঘরের মাঠে এর ফায়দা তোলার।'

কোপা টাইগার্স ম্যাচের জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি-র সহকারী কোচ সুলে মুসা, ফুটবলার অমিত চক্রবর্তী ও কর্মকর্তারা।

Bengal SUPER LEAGUE
NORTHBENGAL UNITED FC vs KOPA TIGERS BIRBHUM
23rd Dec | 1:00 PM
KANCHENJUNGA STADIUM
ONLY ON বাংলাসোনার Z5

বাইচুংয়ের পরামর্শ উদ্বুদ্ধ করেছে : অ্যান্থনি

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : সাফে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল প্রমীলাবাহিনী। তবুও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ভুলতে পারছেন না লাল-হলুদ মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথম খেতাব জয় থেকে পরবর্তী লক্ষ্য, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে নিজের সব অনুভূতি ভাগ করে নিলেন তিনি।

■ ভারতের প্রথম মহিলা দল হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ট্রফি জয়

অসাধারণ অনুভূতি। আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি। ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের অংশ হতে পারা সবসময়ই গর্বের, তা খেলোয়াড় হিসেবে হোক কিংবা কোচ হিসেবে। এই সাফল্য পুরো দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। তবে এটুকুতেই থেমে থাকতে চাই না। আমাদের লক্ষ্য আরও বড়।

■ এএফসি-তে স্বপ্নভঙ্গ

এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা আজও তাড়া করে বেড়ায় আমাদের। তবে মেনে নিতে দ্বিধা নেই ওই পর্যায়ে খেলার গতি অনেক বেশি। এএফসি-র মঞ্চে সাফল্যের মুখ দেখতে হলে আরও তৈরি হয়ে মাঠে নামতে হবে আমাদের। আবার সুযোগ পেলে এবারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে। তখন প্রথম লক্ষ্য হবে গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করা।

■ সাফে অপ্রতিরোধ্য রক্ষণ

রক্ষণভাগ নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। পাকিস্তান, ভুটান বা নেপালের ক্লাবের বিরুদ্ধে কোনও গোল হজম করিনি। প্রতিটি ম্যাচে সবাই রক্ষণে সাহায্য করেছে। পুরো দল বলের পেছনে ছুটেছে। পাশাপাশি গোলরক্ষকের সঙ্গে রক্ষণভাগের দারুণ সমন্বয় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

■ ফাইনালের আগে বাইচুংয়ের পরামর্শ অনুপ্রেরণা

সাফ ফাইনালের আগে বাইচুং ভুটিয়ার মতো একজন কিংবদন্তি ফুটবলারের পরামর্শ বাড়তি উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের। আরও বেশি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। বাইচুংয়ের কথাগুলোকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে মাঠে নিজেদের সেরাটা দিয়েছে মেয়েরা।

■ এগোচ্ছে মহিলা ফুটবল

ভারতের মহিলা ফুটবলাররা নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে নতুন মুখ উঠে আসছে। তবে আমাদের এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। বাইরে থেকে সব ভালো দেখালেও ভেতরে এখনও অনেক উন্নতির জায়গা আছে। তাই ফল আসতে আরও সময় লাগবে।

■ পরবর্তী লক্ষ্য

আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের শিরোপা ধরে রাখা। এবার ভারতসেরা হলে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার হাতছানি। তাই আমাদের পারতেই হবে। খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ম্যাচ ধরে এগোব।

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ।

আরও তৈরি হতে চান এএফসি-র আগে

বড়দিনে পুরস্কারমূল্য ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : সাফল্যের সেলিব্রেশন।

বড়দিনে বড় উপহার পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল প্রমীলা বাহিনী। সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতে রবিবার রাতে কলকাতায় ফিরেছে লাল-হলুদের মেয়েরা। সোমবার দুপুরে কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবতাঁবুতে। উপস্থিত ছিলেন দলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য ক্লাবকর্তারা। মহাদেশীয় মঞ্চে ট্রফিজয়ী দলকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করবে ইস্টবেঙ্গল। আগামী ২৫ ডিসেম্বর ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে লাল-হলুদ মহিলা দলকে। ওইদিনই পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করা হবে ক্লাবের তরফে। একইসঙ্গে সংবর্ধিত করা হবে সাফ চ্যাম্পিয়ন দলকে। তার আগেই অবশ্য ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে অভিযান শুরু করবে অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল। ২৪ তারিখ, বুধবার আইডব্লিউএলের প্রথম ম্যাচ খেলবে মহিলা মশাল ব্রিগেড।

সিন্ড্রেলাকে সংবর্ধনা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টেবিল টেনিসে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে দিব্যাংশী ভৌমিকের সঙ্গে জুটি বেঁধে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন বাংলার সিন্ড্রেলা দাস। সোমবার তাই ডিডিএসপিটিটিএ অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অ্যাকাডেমিতেই অনুশীলন করেন সিন্ড্রেলা। অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

জিতে লিগ শীর্ষে রয়্যাল সিটি

মালদা ও কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : সোমবার বেঙ্গল সুপার লিগে তৃতীয় জয়টা তুলে নিল মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। এদিন তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে বর্ধমান ব্লাস্টার্সকে। রয়্যাল সিটির হয়ে জোড়া গোল করেন জোয়াও ভিক্টর। অপর গোলটি রবি হাঁসদার। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে উঠে এল রয়্যাল সিটি এফসি।

বেঙ্গল সুপার লিগ

হারের পর বিএসএলের ক্রীড়াসূচি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বর্ধমান ব্লাস্টার্স দলের কোচ সন্দীপ নন্দী। বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে রয়্যাল সিটির ভারসাম্য বিএসএলের বাকি দলগুলির চেয়ে ভালো। কিন্তু সাতদিনে চারটি ম্যাচ খেলা মানে খেলোয়াড়দের প্রতি অত্যাচার করা। এই নিয়ে আমি আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলব।'

অন্য ম্যাচে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি ২-১ গোলে হারিয়েছে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সকে। সুন্দরবনের হয়ে গোল করেন আকিল নবাব ও রিচমন্ড কাওয়াসি। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের গোলদাতা জিয়াবুল হোসেন।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত দলের। ছবি : সুশান্ত ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত

মালবাজার, ২২ ডিসেম্বর : বীর বীরসা মুন্ডা গোল্ড কাপ নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত। রবিবার রাতে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। রেলওয়ে মাঠে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। বাগ্রাকোটের আলিয়ুব জিকরে ও রাঙামাটির অভিষেক ছেত্রী গোল করেন। ফাইনাল সেরা ও সেরা গোলকিপার রাঙামাটির বাপি জমাদ্দার। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের প্রদীপ্ত বিশ্বাস। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েত। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৮০ হাজার টাকা।

সমাধানসূত্র খুঁজে লিগ আয়োজনের প্রস্তাব পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : প্রথম বৈঠকেই সমাধানসূত্র খুঁজে আইএসএল আয়োজনের বিষয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে প্রস্তাব পেশ করল তিন সদস্যের কমিটি।

ক্লাব জোটের প্রস্তাব খারিজ করে আইএসএল ও আই লিগ আয়োজনের জন্য তিন রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে দিয়েছে ফেডারেশন। সোমবার এআইএফএফ সচিবের উপস্থিতিতে আলোচনায় বসে সেই কমিটি। দ্রুত লিগ শেষ করতে ফেডারেশনের কাছে অনির্বাণ দত্তদের কমিটি দেশের দুইটি কেন্দ্রে আইএসএল আয়োজনের প্রস্তাব পেশ করেছে।

কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কলকাতা ও গোয়াকে কেন্দ্র করে দুইটি গ্রুপে দলগুলিকে ভাগ করে প্রথম পর্বের ম্যাচ হবে। তারপর দুই গ্রুপের শীর্ষ চার দল নিয়ে হবে দ্বিতীয় পর্বের খেলা। এ তো গেল লিগের ফরম্যাট। তবে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হবে কীভাবে? কমিটির সদস্যরা অবশ্য আশ্বস্ত করছেন এই বিষয়ে। তাঁদের দাবি, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় লিগ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান হয়ে যাবে। তবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার জন্য জুন মাস পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছে।

ফাইনালে প্রশিক্ষা, আদিবাসী ক্লাব

বাগডোগরা, ২২ ডিসেম্বর : চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত প্রশান্ত দাস, রিঙ্কু দাস, গীতারানি ঘোষ ও লীলাধর গোয়েল ট্রফি নৈশ ফুটবলে ফাইনালে উঠল গাজোলের আদিবাসী ফুটবল ক্লাব ও ইসলামপুরের প্রশিক্ষা। ফাইনাল মঙ্গলবার। বাগডোগরা তৃণমূল কংগ্রেস ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির এই প্রতিযোগিতায় সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে আদিবাসী ক্লাব ৩-১ গোলে ভৌমিক ওয়ারিয়রকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা মার্কো জোড়া গোল করেন। আদিবাসী ক্লাবের অন্য গোলটি লুইসের। ওয়ারিয়রের গোলস্কোরার হেমরাজ ভুজেল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রশিক্ষা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে কলকাতার সিডি মোবাইলের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা প্রশিক্ষার রাকেশ রায়।

রবিবার প্রশিক্ষা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে স্টেট আর্মড পুলিশের টুয়েলভ ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ৩-৩ ছিল। ম্যাচের সেরা প্রশিক্ষার নীরজ কার্কি। বালুরঘাট টাউন ক্লাব সাডেন ডেথে ৪-৫ গোলে সিডি মোবাইলের বিরুদ্ধে হেরে যায়। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ৪-৪ ছিল। ম্যাচের সেরা টাউনের আকাশ সরকার।

বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সম্বলপুরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে কোয়ার্টার্স ফাইনালে হেরে গেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) মহিলা দল। সোমবার ভুবনেশ্বরের কেআইআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হেরে তারা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রথম সিঙ্গলসে অরিত্রি সাহা ১৫-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে হেরে যান তুমি বাগচীর বিরুদ্ধে। ডাবলসে হর্ষিতা রাউত-পূর্বা পান্ডা ২১-১৩, ২১-১২ পয়েন্টে আরাত্রিকা দে-অরিত্রিকে হারিয়ে দেন।

উত্তরের খেলা

হার শিলিগুড়ির আমান একাদশের

বারবিশা, ২২ ডিসেম্বর : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার বঙ্গাইগাঁও ভি-১২ দল ৫৬ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়ির আমান একাদশকে। প্রথম বঙ্গাইগাঁও ২০ ওভারে ২৩৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা প্রমোদ বর্মন ৩০ বলে ৬০ রান করেন। রাজু বর্মনের শিকার ৪২ রানে ৩ উইকেট। জবাবে আমান একাদশ ৭ উইকেটে ১৮০ রানে আটকে যায়। অভিজিৎ পাল রেখে আসেন ৪৮ রান। শুভজিৎ রায় ২২ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। গেম চেঞ্জার সাহিদ আলির অবদান ২৪ বলে ৪৬ রান। বুধবার নামবে মেটেলি টাইটান ও সিয়া স্ট্রাইকার্স।

সেমিফাইনালে মৃত্যুঞ্জয়-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য অকশন ব্রিজে সোমবার জিতে সেমিফাইনালে উঠেছেন মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ দে ও প্রদীপ বসু-মিন্টু রাহা রায়। একইসঙ্গে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন শ্যামল বাগচী-আশিস ধর ও সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ সরকার।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন পঙ্কজ দাস। সোমবার।

পঙ্কজের দাপটে জয়ী ফ্রেন্ডস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্রেন্ডস সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ৪ উইকেটে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে স্বস্তিকা ২০.৪ ওভারে ৫৪ রানে গুটিয়ে যায়। শুভম প্রসাদ ১৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা পঙ্কজ দাস ৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শুভঙ্কর পুরকায়স্থ (৬/২) ও হৃষীকেশ সরকারও (১১/২)। জবাবে ফ্রেন্ডস ২৩.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৫ রান তুলে নেয়। যুবরাজ সাহা ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন। রাজকমল প্রসাদ ১৪ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও নবীন সংঘ।